পুরাবৃত্তসার।

প্রথম ভাগ।

[প্রাচীন কালের বিবরণ।]

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

পঞ্চদশ বার মুদ্রিত।

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
এবং চুঁচূড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড অফিসে
প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

২৪ নং মিডিল্স রোড, ইটালি,
কলিকাতা—ইণ্ডিয়া প্রেসে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ)	১৲
ঐ উপহার জন্য (৮ম) সুন্দর মুর্শিদাবাদী গরদে বাঁধাই	১॥০
ঐ (হিন্দীতে)	১৲
* সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	১॥০
* আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ)	১৲
* বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥০
* বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [তন্ত্রের কথা প্রভৃতি]	॥০
* স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	॥০
* বাঙ্গলার ইতিহাস ৩য় ভাগ	॥০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	॥০
পুরাবৃত্তসার (গ্রীস রোম প্রভৃতি) [পঞ্চদশ সংস্করণ]	৸০
ইংলণ্ডের ইতিহাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	১৲
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [সপ্তম সংস্করণ]	১৲

উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের মুল দলিলের নকল সহিত তিন খণ্ডে বাঁধান আমার নিকট লইলে ডাকমাশুল ও ভি পি খরচা সহিত মোট ১০৸০ পড়িবে।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি :—

* ভূদেব চরিতং মহাকাব্যম্ (৺ মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত)	১॥০
* [সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	।৵০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	১।০
* সদালাপ নং ১	৸০
* সদালাপ নং ২	৸০
* সদালাপ নং ৩	৸০
* নেপালী ছত্রি	৸০
* শ্রীরাম চরিত্রের আলোচনা	।০
একাদশীতত্ত্বম্ (দেব নাগর অক্ষরে)	১৲
এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	২৲

[* চিহ্নিত পুস্তকগুলি এডুকেশন হইতে পুনর্মুদ্রিত]

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথফণ্ডের কর্ম্মচারী,—চুঁচুড়া।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্যজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিলাষে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করা, আর মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্ত্তনশীল, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যয়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত হ্যাণ্ড সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয়, এবং ইহার মুদ্রণ কালে হুগলি নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়াতে এবারে সেই সকল অংশ পরিত্যাগ এবং গ্রীক জাতির বিবরণ নূতন সংযুক্ত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

রোমক জাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবম বারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন কথার এবং নূতন নূতন বিষয় লইয়া কয়েকটী নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দশম বারের বিজ্ঞাপন।

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

ত্রয়োদশ বারের বিজ্ঞাপন।

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং পঞ্চম প্রকরণে একটী নূতন অধ্যায় সংযুক্ত করিরা পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

পঞ্চদশ বারের বিজ্ঞাপন।

পুরাবৃত্তসারের প্রথম তিনটি প্রকরণ বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে মিশরীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়দিগের এবং গ্রীস ও রোমের ইতিহাস একত্রে (প্রকরণগুলির সংখ্যামাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া) ডিমাই আট পেজি (ভূদেব গ্রন্থাবলীর অপর পুস্তকগুলির ন্যায় একই) আকারে মুদ্রিত করা হইল। মধ্যে কিয়দ্দিন পুরাবৃত্তসার হইতে গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস ভাগই বিশেষরূপে বিদ্যালয় সকলে পঠিত হয় দেখিয়া, ঐ দুইটী ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল।

চৈত্র, ১৩২৩। প্রকাশক

পুরাবৃত্তসার।

প্রথম প্রকরণ।

মিসরীয়দিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[মিশর দেশ এবং মিসরীয়দিগের প্রকৃতি]

মিশর দেশ আফ্রিকা খণ্ডের ঈশান কোণে অবস্থিত। এই দেশ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত প্রাচীন জাতি সুসভ্য হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্ম-প্রণালী সংস্থাপন বা শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে, মিসরীয়েরা তাহাদিগের কাহার অপেক্ষাও কোন অংশে ন্যূন ছিল না। বিশেষতঃ প্রাচীন মিসরীয়দিগের আচার ব্যবহার, রাজ্য-শাসন এবং ধর্ম্ম-প্রণালীর সহিত আমা-দিগেরও আচার ব্যবহারাদির এমত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি পূর্ব্ব-কালে এই উভয় জাতির মধ্যে যে পরস্পর বিশেষ সংস্রব ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে।

মিসর দেশের প্রকৃতি অতি চমৎকার। তথায় বৃষ্টি প্রায় হয় না। আর মধ্যে মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহমাণ হয়, তাহাতে সমূহ বালুকা রাশি উড্ডীন হইয়া আইসে এবং সমুদায় দেশটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এক নীল নদীর গুণেই এই দেশে লোকের আবাস হইয়াছে। ঐ নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা হয়। সেই বন্যার জলে সমুদায় দেশটী উত্তমরূপে সিক্ত ও কর্দ্দমিত হওয়াতে ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্ব্বর হয়। কিন্তু নীল নদীর জল যে আপনা হই-তেই সমুদায় দেশটী প্লাবিত করে, এমত নহে। স্বভাবতঃ উহার জল নদীগর্ভ হইতে কোথাও পাঁচ ক্রোশের অধিক দূর পর্য্যন্ত যায় না। কিন্তু প্রাচীন মিস-রীয়েরা এত বাঁধ বাঁধিয়া এবং খাল কাটিয়া গিয়াছে যে, সেই সকল উপায় দ্বারা অদ্যাপি মিশর দেশে সমূহ শস্য উৎপাদিত হইতেছে। আধুনিক মিসরীয়দিগকে প্রায় কিছুই করিতে হয় না; বীজ বপন করিয়া পরে যথাকালে শস্য কাটিয়া আনিলেই সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কিন্তু যখন ঐ সকল বাঁধ এবং জল-প্রণালী ছিল না, তৎকালকার লোকদিগকে যে কত পরিশ্রম ও নিরন্তর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ফলতঃ ঐরূপ পরিশ্রম

এবং যত্ন করিতে হইয়াছিল বলিয়াই যে, প্রাচীন মিসরীয়েরা নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন এবং অতীব বিভব ও কীর্ত্তিশালী হইতে পারিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে জীবিকার নিমিত্ত খাল কাটিতে, বাঁধ বাঁধিতে এবং সুবৃহৎ হ্রদাদি খনন করিতে হইয়াছিল, সুতরাং যখন ঐ সকল কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া লব্ধাবসর হইল, তখনও অভ্যাস গুণে তাহারা জগদ্বিখ্যাত অট্টালিকা এবং পিরামিড ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ যাহারা পরিশ্রমী হয়, তাহাবা কখনই কেবল নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারে না।

ঐ সকল অট্টালিকাদির প্রধ্বস্তাবশেষ অদ্যাপি মিসরের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ থিব্‌স্, মেম্ফিস্, কার্ণাক্ এবং লক্সর্ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যে সকল অত্যদ্ভুত শিল্পকৌশল দৃষ্ট হয়, বর্ণনদ্বারা তাহাদিগের সৌন্দর্য্য অবগত করাইতে পারা যায় না। তত্রত্য স্তম্ভ প্রাচীরাদি নানারূপ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। সে চিত্র নিরর্থক নহে। প্রথমে প্রাচীন মিসরীয়দিগের বর্ণময় অক্ষরমালা ছিল না। উহাদিগের বর্ণমালা চিত্রময়। পশু পক্ষ্যাদিব মূর্ত্তি, জ্যোতিষ্কদিগের আকার, মনুষ্য শবীরেব বিশেষ বিশেষ অবয়ব, ইত্যাকার বিবিধ চিত্র দ্বারা মিসরীয়েরা লিপিকার্য্য সম্পন্ন করিত। এ পর্য্যন্ত প্রায় নয় শত প্রকার চিত্রময় অক্ষর দৃষ্ট হইয়াছে।

উক্ত চিত্রলিপির যে কখন অর্থ বোধ হইতে পারিবে, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স দেশাধিপতি মহাবীর "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের" সময়ে 'রসেটা' নামক নীল নদীর মুখবর্ত্তী নগরে একখানি প্রস্তর ফলক উৎখাত হইয়াছিল। সেই প্রস্তর খানিতে একই বিষয় তিন প্রকার অক্ষরে লিখিত ছিল। সর্ব্বোপরি চিত্রময় অক্ষর, মধ্যে মিসরীয়দিগের সাধারণ অক্ষর এবং সর্ব্বনিম্নে গ্রীক অক্ষর। সেই প্রস্তরফলক দেখিয়া 'শাম্পোলিয়ন্' নামা ফ্রান্স দেশীয় এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত, মিসরীয় চিত্রময় অক্ষর পাঠ করিবার উপায়াবধারণ করিয়াছেন।

প্রাচীন মিসরীয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাদি অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—আর 'পিরামিড' গর্ভে, অথবা অন্যান্য হর্ম্ম্য মধ্যে যে দুই এক খানি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে অর্থ বোধ হয় নাই। কিন্তু উক্ত হর্ম্ম্য সকলের [illegible] নানা প্রকার চিত্র দৃষ্ট হয়, তাহার দ্বারাই মিসরীয়দিগের আচার ব্যবহার [illegible] ছিল, তাহা অনেক জানা গিয়াছে। ঐ সকল চিত্রে দেখা যায় যে, কোথাও

মিসরীয়েরা হল চালন করিতেছে—কোথাও বীজ বপন করিতেছে—কোথাও শস্য কর্ত্তন করিতেছে—কোন স্থানে উহারা দ্রাক্ষালতার চাষ করিতেছে—কোন স্থানে মেষাদি পশুচারণ করিয়া বেড়াইতেছে—আর কোন স্থানে কুক্কুরবা লোকদিগের সমভিব্যাহারে, ধনুর্ব্বাণ এবং ফিঙ্গা হস্তে মৃগয়া করিতেছে। চিত্রগুলি দেখিয়া বুঝা যায় যে, মিসরীয়েরা মৎস্য ও পক্ষী ধরিতে সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিত। আবার নাগরিকদিগের যে সকল চিত্র বর্ত্তমান আছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোথাও মিসরীয়েরা কাষ্ঠফলকে খোদকতা করিতেছে, কোথাও বস্ত্রবয়ন করিতেছে, কোথাও চিত্রকর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া আছে, আর কোন কোন স্থলে স্বর্ণ, রজত, হীরকাদির যোগে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছে। মিসরীয়েরা অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক শব রক্ষা করিত। তাহাদিগের শবের গাত্রে যে বস্ত্রসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাহারা বস্ত্রবয়নে অপরিসীম নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিল। তাহারা কাচ প্রস্তুত করিতেও জানিত। আর এক প্রকার জলজ শর জাতীয় বৃক্ষের পত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিত।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র সকল হইতে মিসরীয়দিগের গৃহোপকরণ এবং আহার বিহারের রীতিও অনেক জানিতে পারা যায়। ফলতঃ তদ্দর্শনে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে, মিসরীয়েরা বাস্তবিক গম্ভীর প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াও সাংসারিক সুখভোগে নিতান্ত বিরত ছিল না। তাহারা পরাধীন জাতীয়দিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধ-নিরুদ্ধ করিয়া রাখিত না। গীত, বাদ্য, পশু-দিগের পরস্পর যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতে স্ত্রী পুরুষ অনেকে মিলিত হইয়া পান ভোজনাদির বিলক্ষণ সমারোহ করিত।

মিসরীয়দিগের ভাস্করীয় শিল্প হইতে এতাবৎ সমুদায় অবগত হওয়া যায় এবং তাহারা এই শিল্পকার্য্যে যে কত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদিগের ভাস্করীয় কর্ম্ম সকল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহা কখনই গ্রীকদিগের তুল্য হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিসরীয় শিল্পিগণ নানা প্রকার অদ্ভুত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেই বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছিল। সিংহের পা এবং মনুষ্যের মস্তক এক শরীরে মিলিত করিয়া উহাদিগের প্রসিদ্ধ 'ফিক্স' নামক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। এইরূপ আরও অনেক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে

কোন স্থলেও উহারা মনুষ্যের আকারগত বৈচিত্র প্রকাশ করিতে পারে নাই। শারীর-সংস্থান বিদ্যায় অবগতি প্রযুক্ত বর্ত্তমান ভাস্করগণ এবং প্রাচীন গ্রীক শিল্পিগণ যেরূপ অস্থি ও মাংসপেশী প্রভৃতির কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও নিম্নতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে, মিসরীয় শিল্পে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। মিসরীয়েরা যে প্রকৃতির যথোপযুক্ত অনুকরণ দ্বারা শিল্প নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এমত অনুভব হয় না। উহারা যেন কতকগুলি কল্পিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই শিল্প নির্ম্মাণ করিত, ইহাই প্রতীত হয়। তৃতীয়তঃ মিসরীয়দিগের খোদিত মূর্ত্তিগুলির মুখাবয়ব দেখিয়াও ঐরূপ প্রতীতি জন্মে। মুখাবয়বগুলি সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা আন্তরিক ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না।

মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্যও এই দোষে দূষিত। উহাদিগের নির্ম্মিত গৃহাদি অত্যন্ত বৃহৎ, দৃঢ় এবং অদ্ভুত বটে, কিন্তু সমুদায় সৌন্দর্য্যলক্ষণে লক্ষিত নহে। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে অনেক নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সক্ষম ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন কর্ম্মই তাদৃশ সমীচীন সহৃদয়তা সহকারে নির্ব্বাহিত করিতে পারিত না।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আর এক প্রমাণ এই যে, মিসরীয়েরাই সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাদিগের অক্ষর অধিকাংশই চিত্রময়, তদ্দ্বারা লিখন পঠন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। তাহাদিগেরই স্থানে শিক্ষা পাইয়া ফিনিকীয়েরা প্রকৃত বর্ণমালার সৃষ্টি করে, এবং মিসরীয়েরা আবার উহাদিগেরই স্থানে বর্ণলিপির উপদেশ গ্রহণ করে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মিসরে দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। এক প্রকার কেবল যাজকবর্গেরই ব্যবহৃত ছিল, তাহা চিত্রময়, আর এক প্রকার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত ছিল, তাহা ফিনিকীয় অক্ষরের অনুকৃতি মাত্র এবং বর্ণময়। মিসরীয়দিগের গ্রন্থাদি চিত্রময় অক্ষরেই লিখিত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রণালী।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মিসরীয়েরা অতি গম্ভীর-প্রকৃতি এবং [illegible] [illegible] অনুমান হয়, মিসরীয় যাজকেরা অদ্বৈতবাদী ছিলেন—অর্থাৎ তাঁহারা [illegible] ঈশ্বরমাত্র জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদ জনসাধারণের বোধগম্য [illegible] তাঁহারা জনসাধারণের সেব্য [illegible] উপাসনা [illegible] তাহার [illegible]

এই যে, মিসরীয় যাজকেরা ঐশী শক্তিকে নানা প্রকার প্রতিরূপ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন নামও কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ অজ্ঞ জনগণ ঐ সকল শক্তি এবং নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অক্ষম হইয়া পরিশেষে যে কেবল উক্ত প্রতিরূপ গুলিকেই পূজার্হ জ্ঞান করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। অভ্যন্তরে অদ্বৈতবাদ এবং বাহ্যে প্রতিমূর্ত্তির পূজা, এই দুই লইয়া মিসরীয় ধর্ম্ম-প্রণালী।

মিসরীয়দিগের মতে ঈশ্বর স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই দুই শক্তির মধ্যে একটীর নাম 'নেফ'। উহা অনন্তকাল ব্যাপক এবং অবিকৃত—দ্বিতীয় শক্তির নাম 'পৃথা'। ইনিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আর 'আমন' নামক অপর শক্তি স্বতন্ত্র দেবতাদিগের আকারে সমুদায় জগৎপালন করেন। মিসরীয়দিগের আর দুইটী প্রধান দেবতা ছিল 'অসিরিস্' এবং 'আইসিস্'। আমাদিগের দেশে শিব ভগবতী যে মূর্ত্তিতে পূজিত হয়েন, ইহারাও সেইরূপে পূজিত হইতেন। বস্তুতঃ অসিরিস্ এবং আইসিস্ নামে মিসরীয়েরা প্রকৃতির প্রসবিত্রী শক্তিরই পূজা করিত। আমরা যেমন তমোগুণাত্মক অসুরগণের সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধবর্ণনা করি, মিসরীয়েরাও সেই প্রকার 'টাইফন্' নামক অসুরের সহিত 'অসিরিস' দেবের সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছে। জন্তুর মধ্যে গো, কুক্কুর, বিড়াল, আইসিস নামক সারস বিশেষ, বাজ পক্ষী, এবং কতিপয় মৎস্য, মিসরের সর্ব্বত্র পূজ্য ছিল। অন্যান্য জন্তুর পূজা দেশ সাধারণ প্রচলিত ছিল না। এক প্রদেশে যে জন্তুর-পূজা হইত, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী অপর প্রদেশে সেই জন্তুকে নিতান্ত অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত। এই জন্য কখন কখন দুই প্রদেশের লোকে ঘোরতর বিবাদ এবং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইত। কোথাও কোথাও মিসরীয়েরা কোন জন্তুর জাতিমাত্রকেই পূজা না করিয়া বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক একটী জন্তুকে পূজা করিত। মেম্ফিস রাজনগরীতে যে 'এপিস' দেবের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা এইরূপ : একটী কৃষ্ণবর্ণ, কেবল ললাটদেশে ত্রিকোণাকার শ্বেত বর্ণের চিহ্নিত, এবং বৃষভমূর্ত্তি কোনরূপ জীবিত জন্তু। এপিসের সেবকেরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

মিসরীয়েরা জন্মান্তর স্বীকার করিত এবং স্বর্গ ও নরক মানিত। তাহাদিগের মতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার জীবাত্মা ক্রমে ক্রমে ভূচর, জলচর, খেচর সকল প্রাণীর দেহ ধারণ করে, এবং পরিশেষে তিন সহস্র বর্ষের পর পুনর্ব্বার মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। মিসরীয়দিগের যমলোকের নাম 'অমিন্থি'। অসিরিস সেই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পাপ পুণ্য বিচার করিয়া মনুষ্যদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ প্রদান করিতেন। মিসরীয়েরা ইহলোকেও ঐ পারত্রিক বিচারের অনুকরণ করিত। তাহাদিগের মধ্যে রীতি ছিল যে, কেহ মরিলে পর, সমাধির পূর্ব্বে তাহার জীবদ্দশার সুকৃত দুষ্কৃত সমুদায়ের বিচার হইত। যদি মৃতব্যক্তি পুণ্যাত্মা বলিয়া সপ্রমাণ হইতেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত করা যাইত, নচেৎ বিচারপতিগণ তাহাকে সমাধি প্রদান করিতে নিষেধ করিতেন। কি রাজা, কি যাজক, সকলেই এই বিচারের অধীন ছিলেন। এই রূপ বিচারের রীতি প্রচলিত থাকায় যে, মিসরীয়দিগের চরিত্র অবশ্যই পরিশোধিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা অনুমান করিত যে, দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে জীবাত্মারও ধ্বংস হয়, আর যতদিন শরীরটী বজায় থাকে, তাবৎ উহার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ হইলেও আত্মার ধ্বংস হইতে পারে না। সুতরাং মিসরীয়েরা অনেক যত্ন করিয়া মৃত শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। এমন কি, তাহারা যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহাদিগের অভ্যন্তরে শব রক্ষা করাই তাহাদিগের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম করিলে শব রক্ষিত হইবে না, এই ভয়ে জনগণ যে সচ্চরিত্র হইবার বিশেষ চেষ্টা করিত, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মিসরীয়েরা যে কত দূর পর্য্যন্ত বিদ্যোন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু বোধ হয় যে, ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যা তাহাদিগেরই দেশে প্রথম সৃষ্ট হয়। তাহারা জ্যোতিষও জানিত। তাহারা বৎসরকে ১২ মাসে এবং প্রতি মাসকে ৩০ দিনে বিভক্ত করিয়াছিল, আর প্রতিবৎসরে পাঁচ দিন করিয়া ভুক্তি দিত। কিন্তু ইহাতেও যে প্রকৃত বার্ষিক কালের ছয় ঘণ্টা করিয়া ন্যূন থাকে, এবং ১৪৬০ বৎসরে সেই ন্যূনাংশের সমষ্টি ঠিক একটী পূর্ণ বৎসর হয়, মিসরীয়েরা ইহাও জানিত, এবং সেই নিমিত্ত ১৪৬০ বৎসরের পর এক বৎসর অধিক গণনা করিত। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাহাদিগের নৈপুণ্য ছিল।

কিন্তু কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে মিসরীয়েরা কখনই উৎকর্ষ লাভ করে নাই। তাহারা সংগীত বিদ্যারও চর্চ্চা করিত, কিন্তু তাহাতেও সমধিক পটুতা লাভ করিতে পারে নাই।

মিসরীয়দিগের ধর্ম্মপ্রণালী ও লৌকিক ব্যবহার সমুদায় অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে তাহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এইরূপ বোধ হয় যে, তাহারা আপনাদিগের মানসিক ভাব-সকলকে অনায়াসেই রূপকালঙ্কারে ভূষিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিত। এই শক্তি প্রাচীন হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও যে সমধিক প্রবল ছিল, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা।]

প্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার 'হিরোডোটস্' এবং 'ডাইওডোরসের' গ্রন্থ হইতে প্রাচীন মিসরীয়দিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা উভয়ে মিসরে পর্য্যটন করিয়া প্রধান প্রধান যাজকদিগের প্রমুখাৎ যেরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বোধ হয় এই জন্য তাঁহাদিগের পুস্তক নানা অলীক বর্ণনে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। যাজকগণ যে আপনাদিগের সমুদায় পূর্ব্ব বিবরণ ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট অকপট-হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া বলিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু 'মানিথো' নামে একজন মিসরদেশীয় যাজক স্বয়ং গ্রীক ভাষায় একখানি ইতিহাস গ্রন্থ বিরচিত করিয়াছিলেন। যদি সেই গ্রন্থখানি সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে মিসরের প্রকৃত ইতিহাস অনেক অবগত হওয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পুস্তক সমুদায় পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থকারকর্ত্তৃক উহার যে যে ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মিসরীয়দিগের স্থূল স্থূল আদিম বিবরণ যাহা যৎকিঞ্চিৎ জানা গিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইবে।

মিসরীয়দিগের ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রথমতঃ উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, এবং উহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন্ বর্ণের লোক ছিল, ইহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রামাণিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নব্য ইতিহাসবেত্তারা নানা অনুসন্ধান দ্বারা এই মাত্র নিশ্চিত করিয়াছেন যে, ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত সেমিটিক জাতীয় লোক, আর আফ্রিকার

প্রকৃত অধিবাসী ইথিওপীয় লোক, এই দুইপ্রকার লোকের সংযোগে প্রাচীন মিসরীয়েরা উৎপন্ন হইয়াছিল। সেমিটিকেরা, পারস্যের অন্তর্গত 'কুশস্থান' প্রদেশ হইতে আসিয়া আরবের নৈর্ঋত কোণ দিয়া লোহিত সাগর পার হইয়া প্রথমে নিউবিয়া দেশে যাইয়া বসতি করে। তথায় নীল নদীর দুই শাখার মধ্যভাগে উহারা একটি রাজ্য সংস্থাপিত করে। সেই রাজ্যের রাজধানী, 'মেরো' নগর। ঐ নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু উহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, মেরো রাজ্যে যাজক-তন্ত্রতা প্রচলিত ছিল, এবং তথাকার জনগণ অতি স্বল্পকাল মধ্যে সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় এবং অতীব পরাক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর ভাগে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। উহারা যত উত্তরে যাইতে লাগিল, ততই তদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকিল।

এইরূপে প্রচীন মিসরীয়জাতির উৎপত্তি হয়। যখন কালক্রমে মেরোনগর ক্ষীণবল হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন থিব্‌স্ এবং মেম্ফিস্ অতিশয় প্রবল এবং বিবিধ শিল্প সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কোন দেশে ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া বাস করিলে প্রায়ই বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকে। মেরো রাজ্যে সেই প্রথা ছিল; মিসরেও তাহা রহিল।

মিসরের লোকেরা যাজক, যোদ্ধা এবং অন্যান্য কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে যাজকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যোদ্ধারা দ্বিতীয় ছিলেন। এই দুই জাতীয় ব্যক্তিরাই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন। রাজাসনও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের অধিকৃত হইত। কিন্তু রাজা কদাপি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইত। ঐ সকল নিয়মকর্ত্তা যাজকগণ রাজার নিয়ত উপদেষ্টা ছিলেন। সুতরাং রাজার সহিত যে তাঁহাদিগের মধ্যে মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা সহজে বোধ হইতে পারে।

যাজকেরা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। একাধিক দার পরিগ্রহ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ হইত। তাঁহাদিগকে অবশ্যই কোন না কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দেবসেবায় অনুরাগ হইতেন, তাঁহাদিগকে ভিষকের, অথবা স্থপতির, কিম্বা অশ্বশিক্ষাচার্য্যের

কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। পরন্তু যেমন তাঁহাদিগের প্রতি ঐ সকল কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল, তেমন তাঁহারা নিষ্কর ভূমি প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তি পাইতেন; তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে পারিত না; এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই সমুদায় ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যাজকেরা বলিতেন যে, আমরা যে সকল ব্যবস্থানুসারে বিচার করি, তাহা স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক প্রণীত এবং অতীব পরিশুদ্ধ। মিসরীয়েরা প্রণিধি, কুটসাক্ষী এবং নর-হত্যাকারী, এই তিনেরই প্রাণদণ্ড বিধান করিত।

মিসরীয় যোদ্ধৃগণও নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিতেন। তাঁহারা কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, এবং অস্ত্রশিক্ষায় নৈপুণ্য জন্মে, চিরকালই এই চেষ্টায় থাকিতেন। ফলতঃ মিসরীয়েরা যে বিলক্ষণ যুদ্ধকুশল হইয়াছিল তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সৈন্যগণ লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ করিত। ধনুর্ব্বাণ, ক্ষেপণক, শেল এবং করবাল তাহাদিগের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। দুর্গ নির্ম্মানেও মিসরীয়েরা বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোন কোন সময়ে মিসরের রাজারা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করিয়া আসিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ।]

মিসরীয়দিগের স্বাধীনাবস্থার বিবরণ নানা অলীক অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মিসরের অগ্রিম রাজারা কেহ দেবতা, কেহ দেবাবতার, কেহ বা উপদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ ত্রিশটী রাজবংশের নাম উল্লিখিত আছে। ইহাঁরা সকলেই মনুষ্য বটেন, এবং ইহাদিগের সর্ব্বপ্রথম 'মিনিস্' নামক মহাত্মা সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী এবং সমুদায় সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন। এই সকল রাজাদিগের নামাদি যে সকলই কল্পিত, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু বিশেষরূপে কিছুই নিশ্চয় করাও যায় না। ইহাদিগের মধ্যে 'সিসষ্ট্রীস' নামে একজন পরাক্রান্ত মহীপাল এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল সমুদায় এবং ইউরোপেরও কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। উপাখ্যানে ইহাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ সবিস্তার বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে, ইনি একান্ত বলদর্পিত হইয়া বহুল বিজিত ভূপাল দ্বারা আপনার শকট বহন করাইতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ দুর্ভাগ্য-

দিগের মধ্যে এক ব্যক্তি শকটচক্রের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছে দেখিয়া তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমি দেখিতেছি যে, এই চক্রনেমির যে স্থান একবার সর্ব্বোপরি উন্নত হইয়া উঠে, আবার তাহাই পুনর্ব্বার অবনত হইয়া যায়"। বিচক্ষণ সিসিষ্ট্রীস এই কথার গূঢ় তাৎপর্য্যবোধে সমর্থ হইয়া নিজ সৌভাগ্যকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মানিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আপনার কুৎসিতাচরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ভূপাল সমূহের যথাযোগ্য গৌরব করিলেন।

মানিথো নামক পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসবেত্তা লিখেন যে, 'টিমেরস' রাজার অধিকার কালে 'হিক্‌সস্' নামক একজাতীয় লোক আরব হইতে আসিয়া মিসর দেশ আক্রমণ করে। ইহারা মেম্ফিস্ নগরে আপনাদিগের রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিল। ইহারা সেমেটিক বংশসম্ভূত হইবে। ইহাদিগেরই রাজ্যকালে য়িহুদীরা মিসরে আইসে এবং বহু সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই বংশীয় রাজগণ মেষপাল নামে বিখ্যাত ছিল। ইহারা পাঁচ শত একাদশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া মিসরে রাজ্য করে; পরে মিসরীয়দিগের কর্তৃক পরাজিত এবং নির্ব্বাসিত হয়।

মেষ-পাল রাজাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া যে সকল পরাক্রান্ত মহীপাল মিসরে রাজত্ব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'রামিসেস্' নামা এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ হয়েন। কথিত আছে, তিনি সমুদয় তুরুস্ক দেশ স্বাধিকার সম্ভুক্ত করিয়া কাস্পিয়ান্ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কাহার কাহার মতে ইনিই পূর্ব্বোক্ত 'সিসষ্ট্রিস্'। ইহার পর অনেকগুলি রাজা মিসরে রাজ্য করেন। থিব্‌স নগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল, এবং তাঁহাদিগেরই রাজ্যকালে মিসরীয়েরা বিলক্ষণ শিল্পনিপুণ হইয়া প্রধান প্রধান পিরামিড নির্ম্মিত ও অন্যান্য মহতী কীর্ত্তি সংস্থাপিত করে।

এই প্রকার সুখ-সচ্ছন্দতায় বহুকাল যাপন করিয়া বোধ হয় মিসরীয়েরা হীন-বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সুখ পরায়ণ হইয়াছিল। সুতরাং ইথিওপিয়ার রাজা 'সাবাকো" অত্যল্প আয়াসেই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার অধীন করিলেন। কথিত আছে, ইঁনি অতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে পঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে 'সিথস' নামে একজন যাজক রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া যোদ্ধৃজাতীয়

লোকের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নাগরিক, বণিক ও শিল্পী প্রজাগণ ইঁহার অনুকূল পক্ষ হইয়াছিল। যখন খৃষ্টের ৭১২ বৎসর পূর্ব্বে 'আসিরিয়া' দেশের রাজা 'সেন্নকেরিব' মিসররাজের বিরুদ্ধে আগমন করেন, তখন যোদ্ধজাতীয় কোন ব্যক্তিই রাজার সহায়তা করে নাই। প্রজাসাধারণে অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। পরন্তু এই সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই মাত্র বোধ হয় যে, 'সাবাকো' রাজা একেবারে সমুদায় মিসর পরিত্যাগ করিয়া যান নাই; ইহার দক্ষিণ ভাগ তাঁহার বংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল, কেবল উত্তরাংশ সিথস নামক যাজকের প্রভুত্ব স্বীকার করে।

'সিথসের' পর মিসরের শাসন-প্রণালী আরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দ্বাদশ জন রাজা একদা মিসরে রাজত্ব করেন। প্রথমে ইঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধি ছিল। পরে ইঁহাদিগেরই অন্যতম 'সামেটিকস' নামক এক রাজা কতকগুলি গ্রীক সৈন্যের সহায়তায় প্রতিযোগী একাদশ রাজাকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং সমুদায় মিশরের অধীশ্বর হইলেন। ইঁনি প্রাচীন মিসরীয়দিগের ন্যায় বৈদেশিক দ্বেষ্টা ছিলেন না। যাহাতে গ্রীস হইতে গুণবান্ লোক আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করেন, তিনি নিরন্তর এমত চেষ্টা করিতেন। তিনি 'কাইরিণী' নামক স্থানে গ্রীক জাতির একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশীয় গুণী লোকের এমত গৌরব করিয়াও 'সামেটিকস্' আপনার জাতীয় ধর্ম্মের এবং স্বজাতীয় লোকের প্রতি ঘৃণাক্ষরেও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই।

ইঁহার পুত্র 'নেকো' পিতৃপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া গ্রীক ও ফিনিকীয় নাবিকদিগের দ্বারা সমুদায় আফ্রিকার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করাইয়াছিলেন। তিনি একটী সুবৃহৎ জল-প্রণালী খনন করাইয়া লোহিত এবং ভূমধ্যসাগর উভয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া দেন। ঐ পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। তিনি খৃষ্টের ৬০৮ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া দেশ আক্রমণ করেন, য়িহুদীদিগের রাজাকে পরাভূত করেন, এবং ক্রমে ক্রমে 'বেবিলন' সাম্রাজ্য জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিলেন। কিন্তু 'বেবিলন' রাজ মহাবীর 'নেবুকডনেসর' 'কার্কেসিস্' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

নেকোর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 'সামিস্' এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র "এপ্রিস'

মিসরে রাজা হয়েন। ইনি ফিনিকীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অনেক স্থান স্বাধিকৃত করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ সকল অধিকার অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পরাক্রান্ত বেবিলন সম্রাটেরা অতি শীঘ্রই ঐ সকল স্থান গ্রহণ করেন। আর কাইরিণী উপনিবেশ-বাসী গ্রীকেরাও তৎকালে 'এপ্রিসের' বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সেনাগণকে নিহত করে। মিসরীয় প্রজাবৃন্দও রাজ্যের এই সকল দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া রাজবিরুদ্ধে মিলিত হইতে লাগিল। রাজা আপন প্রিয়পাত্র 'আমোসিসকে' এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন—'তুমি গিয়া প্রজাগণকে শান্ত কর'। প্রজারা আমোসিসকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

'আমোসিস্' অতি নীচ বংশজাত এবং পূর্ব্বে অনেকবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজা হইয়া উত্তমরূপে রাজ্য শাসন করিলেন। গ্রীক-দিগের সহিত তাঁহার সম্যক্ সৌহার্দ্দ হয়। বিশেষতঃ 'সেমস' দ্বীপের রাজা 'পলিক্রেটিস্' 'আমোসিসের' পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর পুত্র 'সামেনিটস' রাজা হয়েন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হয় নাই। পারস্য রাজ 'কাম্বাইসিস্' ছয় মাসের মধ্যেই মিসর আক্রমণ করিলেন, এবং কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি মিসরীয়দিগের পূজ্য জীবসমূহকে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন সৈন্যের সম্মুখভাগে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে 'পেলুসিয়ম' নগর অধিকৃত করিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সমুদায় মিসর দেশ তাঁহার হস্তগত হইল। ৫৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[মিসরীয়দিগের পরাধীনাবস্থার বিবরণ।]

পারস্য রাজ 'কাম্বাইসিস' মিসর জয় করিয়া তত্রত্য প্রজাসাধারণের যথোচিত দুর্দ্দশা করেন। বিশেষতঃ তিনি মিসরীয় দেবতাদিগের সাতিশয় অগৌরব করিয়াছিলেন; তিনি মেম্ফিস্ নগর জয় করিয়া তথায় যে গো রূপ 'এপিস্' দেব ছিলেন, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপন সৈন্যগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করেন। মিসরীয়দিগের ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার করাতে তাহারা পারসীক জাতির একান্ত দ্বেষ্টা হইয়াছিল, সুতরাং সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করণে নিবৃত্ত হইত না।

যখন প্রথম 'দারায়ুস্' পারস্যের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মিসরীয়েরা অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ করে। তিন বৎসরের পর, পারস্য সম্রাট 'জরক্সিস' ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার পর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর একটী বিদ্রোহ হয়। অবিরত পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর মিসরীয়েরা কিছু কাল স্বাধীন থাকে। সেই সময়ে 'আমির্টিয়স' নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের রাজা হইয়াছিলেন। 'আমির্টিয়সের' মৃত্যুর পর পারসীকেরা পুনর্ব্বার মিসর জয় করে। পুনর্ব্বার দ্বিতায় 'নেক্টানিবস' নামক মিসরের রাজা বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। কিন্তু পারসীকেরা অতি মহৎ উদ্যম করিয়া বিদ্রোহের দমন করিল, এবং ইতঃপূর্ব্বে মিসরায় রাজবংশের প্রতি যেরূপ সদয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগেরই হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পিত করিয়াছিল, এই বার আর তাহা করিল না। মিসররাজবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এই অবধি 'আলেক্জাণ্ডারের' আগমন পর্য্যন্ত মিসরে আর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিরা তদীয় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়েন। মিসর দেশ 'টলমি সোটর' নামক এক জন বিচক্ষণ সেনাপতির ভাগধেয় হইয়াছিল। ইনি অপরাপর সেনানিগণের ন্যায় নিরন্তর পরস্পর যুদ্ধে বলহানি না করিয়া, কেবল আপন রাজ্যের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি 'আলেকজান্দ্রিয়া' নগরে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া ঐ প্রদেশে একটি রত্নাগার এবং পুস্তকালয় প্রস্তত করেন, এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও কবিগণকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে তথায় বাস করান। ইঁহার পুত্র 'টলমি ফিলাডেল্ফস্' ও তৎপুত্র 'টলমি য়ুর্জেটীস্' উভয়েই ইঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও দেশীয় জনগণের বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে সমূহ যত্ন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা যুদ্ধেও ন্যূন ছিলেন না। সিরিয়া, কাইরিণী, ফিনিকিয়া প্রভৃতি তাবদ্দেশ ইঁহাদিগের অধিকার সম্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং 'যর্জেটিসের' সৈন্যগণ এক সময়ে ব্যক্ট্রিয়া পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল।

বস্তুতঃ টলমি বংশীয় এই তিন রাজা বিবিধ সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন, এবং যদি প্রাচীন মিসরীয়েরা নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্ট এবং একান্ত বৈদেশিক দ্বেষ্টা না হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে উহারা গ্রীকদিগের স্থানে নানা সদ্বিদ্যার আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার সুসভ্য এবং পরাক্রান্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাৎকালিক মিসরীয়েরা নানা দোষে দূষিত হইয়াছিল। উহারা পূর্ব্বকালগত মাহাত্ম্য স্মরণ

করিয়া এমনি গর্ব্বিত হইয়াছিল যে, গ্রীকদিগের স্থানে কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে চাহিত না। যখন প্রজাগণ বিদ্যোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ, তখন রাজা একাকী কি করিতে পারেন? ক্রমে রাজারাও দেখিলেন যে, মিসরীয়দিগের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্ন করা নিষ্ফল; তাঁহারা প্রথমে যেরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিহার করিয়া আপনারা নানা উপভোগ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ প্রথম তিন জন 'টলমির' পর ঐ বংশীয় যে সকল রাজা মিসরে রাজ্য করেন, তাঁহারা অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য এবং অতীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছিলেন। চতুর্থ টলমির নাম 'ফিলপেটর'—ইনি না করিয়াছিলেন এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। ইঁহার পুত্র 'এপিফেনিস্' অতি বাল্য কালেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। সিরিয়া এবং মাকিডোনিয়ার রাজারা মিলিত হইয়া ইঁহার রাজ্যাপহরণের উপক্রম করে। তাহাতে ইঁহার মন্ত্রিগণ রোমীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রোমীয়েরা ইঁহার রাজ্য রক্ষা করে, এবং সিরিয়া রাজকুমারী 'ক্লিওপেট্রার' সহিত ইঁহার বিবাহ দিয়া সন্ধি-বন্ধন করিয়া দেয়। পরে ইঁহার পুত্র 'ফিলোবিটর' রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন। যত দিন ইঁহার মাতা 'ক্লিওপেট্রা' জীবিতা ছিলেন তাবৎ রাজ্যশাসনের এক প্রকার শৃঙ্খলা ছিল। কিন্তু রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইল, এবং 'টলমি' বংশীয় সর্ব্বশেষ মহিষী 'ক্লিওপেট্রা' আত্মহত্যা করিলে, মিসর রাজ্য খৃষ্টের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেল।

রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়া অবধি মিসর দেশের আর স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। রোমীয়েরা ইহার এমত শাসন করিতে লাগিল যে, প্রজাব্যূহ এক বারও বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারিল না। পরে যখন রোম রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, মিসরীয়েরাও সেই সময়ে খৃষ্টান হইল, এবং যখন রোম-সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, তখন মিসরীয়েরা আরবদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

য়িহুদীদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[পালেষ্টীন দেশের প্রকৃতি।]

পুরাবৃত্তে য়িহুদী জাতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের ইতিহাস প্রাচীন হইয়াও নিতান্ত অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে। বিশেষতঃ ইহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশে বিকীর্ণ হইয়াও সর্ব্বত্র আপনাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি, ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়াছে। সুতরাং এই জাতির ইতিহাস পাঠে বিশেষ কৌতুহল জন্মে।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে 'পালেষ্টীন' নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে এক শত ক্রোশ পরিমিত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তার ২৫ পঁচিশ ক্রোশের অনধিক। এই দেশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বততলী সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগণ প্রবাহিত হওয়াতে তৎসমুদয় স্থান উর্ব্বর। কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ সকল স্থান যেমন উর্ব্বর ছিল, এক্ষণে আর তেমন নাই। বোধ হয় কৃষি-কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

এই দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রণেতা যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। খৃষ্টানেরা ইহাকে পুণ্যভূমি বলেন, এবং ইহার অনেক স্থানকে পুণ্যতীর্থ-স্বরূপ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ 'রোমান কাথলিক' সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা পালেষ্টীনের প্রধান নদী 'জর্ডানের' জলের এমত পাবনী শক্তি আছে মনে করেন যে, প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইউরোপের নানা দেশ হইতে যাইয়া তথায় স্নান দান করিয়া আইসেন। পালে-ষ্টীনের প্রধান নগর 'যিরুসালেম'ও অতি বিখ্যাত পুণ্যধাম। খৃষ্টান যাত্রিকেরা তথাকার প্রসিদ্ধ মঠ এবং সমাধিস্থান সকল সন্দর্শনাভিলাষে নানা দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরাও পালেষ্টীনের অনেক স্থানকে তীর্থস্বরূপে মান্য করিয়া থাকেন।

তীর্থস্থান মাত্রেই নানা প্রকার কৃত্রিম অদ্ভুত ব্যাপার অবস্থাপিত হইয়া থাকে। পালেষ্টীনেও সেইরূপ চাতুর্য্যের অসদ্ভাব নাই। একটী স্থান আছে, সেখানকার

মৃত্তিকা, খড়ির সংযোগ থাকায়, কিঞ্চিৎ শুভ্রবর্ণ দেখায়। কিন্তু রোমান কাথলিক যাজকেরা বলেন যে, যিশুখৃষ্টের মাতা 'মেরিয়ম কুমারী' এক দিন যিশুকে স্তন্যপান করাইবার সময়ে তাঁহার দুগ্ধ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, সেই দুগ্ধসংযোগেই তথাকার মৃত্তিকা অদ্যাপি শুভ্রবর্ণ হইয়া আছে। উঁহারা আরও বলেন যে, সে মৃত্তিকার এমত গুণ যে, স্বল্প দুগ্ধবতী প্রসূতিরা তাহা ধৌত করিয়া পান করিলে অচিরাৎ বহুদুগ্ধবতী হইতে পারেন। পালেষ্টীনে একটী গণ্ডশৈল আছে। যাজকেরা কহেন যে, তাহার উপলখণ্ড সমুদায় স্বভাবতঃ আঙ্গুর, পেস্তা, দাড়িম্বাদি সুখাদ্য ফলের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই বলিয়া তাঁহারা যাত্রীদিগের স্থানে পাথরের নুড়ি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পালেষ্টীন দেশটী সমুদায়ই তীর্থস্থান। তথায় পদে পদে এইরূপ আশ্চর্য্যজনক পদার্থ দর্শন, এবং অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়।

এই দেশের প্রাকৃতিক আশ্চর্য্যদর্শনের মধ্যে 'মরুসাগর' সর্ব্বাগ্রেই বর্ণনীয়। এই সাগরের জল অত্যন্ত লবণাক্ত। উহাতে মৎস্যাদি কোন জলজন্তু বাস করিতে পারে না, এবং উহার চতুর্দ্দিক জনশূন্য মরুভূমি—কোথাও একটী তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মরুসাগরে 'জর্ডান' নদীর জল আসিয়া পড়ে এবং সেই সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের কোন প্রকাশ্য সংযোগ নাই, অথচ মরুসাগর কদাপি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না। ইহাতে কোন কোন ভূগোলবেত্তা অনুমান করেন যে, মরুসাগরের সহিত কোন প্রকারে পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া মহাসমুদ্রের সংযোগ অবশ্যই আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদী জাতিকর্ত্তৃক পালেষ্টীন জয়।]

কথিত আছে যে, নোয়ার মধ্যম পুত্র সেমের বংশে 'ইব্রাহিম' নামে এক মাহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিমের জন্মভূমি কাল্ডিয়া। কাল্ডিয়ার লোকেরা সেই সময়ে নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সদসদ্জ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম তাহাদিগের মতের দোষোদ্ঘোষণ করত জনসমূহকে একেশ্বরবাদ এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রণালী শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়। তজ্জন্য মহাত্মা ইব্রাহিম নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করত পালেষ্টীন দেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার

মৃত্যু হইলে 'আইজাক' নামে তাঁহার পুত্র পালেষ্টীনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু আইজাকের পুত্র 'য়াকব্' একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পালেষ্টীন পরিত্যাগ করিয়া মিসর দেশে যাইয়া বাস করেন। য়াকবের দ্বাদশ পুত্র জন্মে তন্মধ্যে কনিষ্ঠ 'যোসেফ' মিসর রাজ্যের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে রাজ্যের সমূহ উপকার এবং সোদরবর্গেরও ভাবি উন্নতির উপায় সাধন করিয়া যান।

য়াকবের দ্বাদশ পুত্র হইতে য়িহুদী জাতির দ্বাদশ গোত্র উৎপন্ন হয়। উহারা বহুকাল মহাসুখে মিসরে নিবাস করে। পরে মিসরীয়েরা উহাদিগের প্রাবল্য দর্শনে মৎসরভাবাপন্ন হইয়া উহাদিগকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে 'মুসা' নামে এক মহানুভব ব্যক্তি য়িহুদীদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বজাতীয় জনসমূহকে মিসরীয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার উপায় করেন। তিনি সমুদায় য়িহুদিগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া বর্ত্তমান 'কাইরো' নামক স্থানের নিকট যাত্রা করেন, এবং উহার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকৃস্থ 'গোসেন' নামক প্রদেশ উত্তীর্ণ হইয়া 'সুয়েজ' উপসাগর পার হইয়া আরবের এক স্থানে উত্তীর্ণ হন। ঐ প্রদেশ পর্ব্বতময় এবং ভয়ঙ্কর মরুভূমি। য়িহুদীরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এইরূপে উহাদিগের এক পুরুষকাল গত হয়। পরে যখন উহাদিগের সন্ততিগণ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অতীব সাহসিক এবং বিক্রমশালী হইয়া উঠিল, তখন মুসা তাহাদিগকে উত্তরাভিমুখে লইয়া গিয়া পালেষ্টীন দেশ দর্শন করাইলেন, এবং সেই দেশ জয় করিবার আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মুসার মৃত্যু হইলে পর 'জসুয়া' নামক একজন যুদ্ধবীর য়িহুদীদিগের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে য়িহুদীরা পালেষ্টীন দেশের অনেক ভাগ জয় করে। ক্রমে ক্রমে উহারা তদ্দেশাধিবাসী 'কানানের' সন্তানগণকে বিনষ্ট, নির্ব্বাসিত বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া আপনারা সমুদায় দেশ অধিকার করে।

সমুদায় দেশ অধিকৃত হইলে য়িহুদীরা যেমন আপনারা দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত ছিল, তেমনি সমুদায় দেশটীকেও দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া লইল। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, 'লেবির' বংশসম্ভূত যাজকগণ আপনাদিগের নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড লইলেন না। তাঁহারা সমুদায় দেশের উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ অবধারিত হইল। আর যোসেফের দুই সন্তান হইতে যে দুই গোত্র

উৎপন্ন হয়, তাহারা উভয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভূমি প্রাপ্ত হইল। অপরন্তু উক্ত দ্বাদশ ভাগ সমান হয় নাই। যে গোত্রে যতগুলি লোক ছিল, সেই গোত্রে তত অধিক বা অল্প ভূমিসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। খৃষ্টের ১৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীরা পালেষ্টীনে বাস আরম্ভ করে। তখন উহাদিগের লোকসংখ্যা ৬,০১,৮৩০ হইয়া ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

[য়িহুদী জাতির অভ্যুদয় ও পুনর্ব্বার হীনাবস্থা প্রাপ্তি।]

য়িহুদীরা পালেষ্টীন জয় করিয়া প্রথমে এক প্রকার কুলতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করে। উহাদিগের বার গোত্রে বার জন বিচারপতি নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা স্ব স্ব গোত্রের সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা সেনাপতি হইয়া স্ব স্ব গোত্রের লোকদিগকে লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন, আর শান্তির সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গোত্রীয়দিগের ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু কোন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে দ্বাদশ গোত্রেরই লোক একত্র মিলিত হইয়া একজন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিত। তিনি সাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পরন্তু উক্ত বিচারপতিগণ স্ব স্ব গোত্রে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিতেন, এমত নহে! তাঁহাদিগকে লেবিবংশসম্ভূত যাজকমণ্ডলীর মত লইয়া কর্ম্ম করিতে হইত। য়িহুদীদিগের এমন বিশ্বাস ছিল যে, যাজকেরা স্বয়ং "য়াভেঃ" (য়িহুদীদিগের আরাধ্য দেবতা) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিচারপতিগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। ঐরূপ বিশ্বাস থাকাতে পালেষ্টীনে যাজকমণ্ডলীর যথোচিত ক্ষমতা ছিল। অতএব এই কালে য়িহুদীদিগের শাসন-প্রণালীকে যাজক-তন্ত্রতা বলা যায়।

এইরূপ শাসন-প্রণালী ৩০০ বৎসর প্রচলিত থাকে। তন্মধ্যে য়িহুদীরা অনেক সময়ে বিশিষ্ট শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুসমূহকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়া দিন দিন প্রভূত সম্পত্তিশালী এবং বিলক্ষণ সভ্য হইয়া উঠে। পরে তাহাদিগের শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। 'সল' নামে এক ব্যক্তি সমুদায় পালেষ্টীনের রাজা হইলেন। তাঁহার পর 'দাউদ' রাজা হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ শত্রু সমুদায়কে পরাজয় করত য়িহুদীনামের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দাউদের পুত্র জগদ্বিখ্যাত 'সলিমান' ভূপতির রাজ্যকালে পালেষ্টীনের সমৃদ্ধির একশেষ

হইল। য়িহুদীরা যেমন কৃষিকার্য্যে এবং যুদ্ধে নিপুণ হইয়াছিল, তেমনি বাণিজ্যেও আপনাদিগের প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ফিনিকীয়দিগের সহায়তায় নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যেও মতিমান হইয়া উঠিল।

'সলিমান' রাজার মৃত্যু হইলে পর রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তন্মধ্যে যে ভাগ উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল তাহার নাম 'ইস্রাইল' হইল। আর দক্ষিণ দিকস্থ রাজ্যভাগ 'য়িহুদা' (যুডা) নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই দুই ভাগের রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপর জাতীয় লোককর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ বীর্য্য এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। পরে খৃষ্টের ৮২২ বৎসর পূর্ব্বে 'নিনেবা' নামক বিখ্যাত নগরের রাজা ইস্রাইল-রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং তত্রত্য সকল লোককে রণ-বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। সেই বন্দীকৃত দুর্ভাগ্যদিগের অন্তিম দশা যে কি হইল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

য়িহুদা-রাজ্য ইহার পরেও কিছুকাল স্বাধীন অবস্থায় ছিল। পরে খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বেবিলন নগরীর রাজা নেবুকড্‌নেসর য়িহুদা আক্রমণ করিলেন, রাজধানী যিরুসালেম নগর বিনষ্ট করিলেন, এবং বহু সহস্র লোককে রণ-বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই ঘটনার ৫০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের ৫৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, যখন পারস্য দেশের দিগ্‌জেতা মহীপাল 'সাইসর' বেবিলন নগর জয় করেন, তখন তিনি য়িহুদীদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। উহারা তাঁহার অনুমত্যানুসারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার যিরুসালেম নগর নির্ম্মাণ করে। পালেষ্টীন দেশ তদবধি পারস্য রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকে। পরে আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করিলে তৎসহ পালেষ্টিন দেশও তাঁহার অধীন হয়। যখন গ্রীক জাতির প্রাদুর্ভাব শেষ হইল, এবং রোমীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন পালেষ্টীন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। যখন পালেষ্টীনে রোমীয়দিগের অধিকার, সেই সময়ে যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। রোমান শাসনকর্ত্তার আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু য়িহুদীরাই তাঁহার নামে জাতীয়ধর্ম্ম-দূষক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রাণবধে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল। ইহার পর য়িহুদীরা পুনঃ পুনঃ স্বাধীন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। রোমীয়েরা তাহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়া পরিশেষে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপেই দমন করিল, এবং একেবারে য়িহুদী জাতিকে স্বদেশ হইতে নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশে ছিন্ন

ভিন্ন করিয়া দিল। য়িহুদীরা সেই অবধি আর কখন আপনাদিগের দেশে মিলিত হইতে পারে নাই। কিন্তু উহারা যে যেখানে থাকুক না কেন, সকলেই এমত প্রত্যাশা করে যে, জগদীশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার একত্র করিয়া স্বদেশে স্থান দান করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং জাতীয় প্রকৃতি।]

য়িহুদীদিগের রাজ্যশাসন-প্রণালীর বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। য়িহুদীদিগের প্রধান ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ। উহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিত, এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত দূষ্য বোধ করিত। যিরুসালেম নগরে সলিমান-বিনির্ম্মিত প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে একখানি বেদীর উপর দুই দেবদূতের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। য়িহুদীরা বিশ্বাস করিত যে তদুভয়ের মধ্যে যে শূন্য স্থান ছিল, তথায় জগদীশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত থাকিতেন। যাজকেরা কোন বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বর সেই স্থান হইতে তাহার প্রত্যুত্তর করিতেন। সেই স্থানে অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপারও সংঘটিত হইত।

য়িহুদীরা ঈশ্বরকে 'য়াভেঃ' বা 'যেহোভা' নামধেয় করিয়াছিল। যে সকল লোক যেহোভার উপাসনা না করিয়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিত, তাহারা উহাদিগের মতে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নিতে হোম ও পশূপহার প্রদান করাই যেহোভা উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু সকল পশুর মাংস বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। য়িহুদীরা শূকরমাংসকে অত্যন্ত অপবিত্র জ্ঞান করিত। বাল্যকালে ত্বক্‌চ্ছেদ করা য়িহুদীদিগের প্রধান সংস্কার ছিল।

য়িহুদীরা মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী নানাজাতীয় লোকের অনুকৃতিপরবশ হইয়া কখন কখন অন্যান্য দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত। তাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, যখন যখন তাহারা এইরূপ করিয়াছে, তখনই শত্রুগণের নিকট পরাভবপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও অন্যান্য প্রকারেও বিস্তর দুঃখ পাইয়াছে।

য়িহুদীদিগের মনে মনে পরকীয় ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ দৃঢ়তর বিদ্বেষ থাকাতে উহারা কখনই অন্য জাতীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ

উহাদিগের আচার পদ্ধতি অতি দৃঢ়বদ্ধ এবং যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষিত হইয়াছিল। উহারা অপর সকল লোককে ধর্ম্মবিহীন এবং সদাচারবিহীন বলিয়া অবজ্ঞা করিত এবং কাহারও সহিত মিলিত হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিত না। বস্তুতঃ য়িহুদীয়েরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ন্যায় চিরকাল আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে অনেকানেক বিষয়েই বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম 'বাইবল্'। ইহার সমুদায় অংশ কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক, অথবা কোন এক সময়ে বিরচিত নহে। য়িহুদীজাতির ইতিহাস লেখাই ইহার কোন কোন ভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়, আর কোন কোন অংশে তজ্জাতীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির নিয়মনির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহার কোন কোন খণ্ড অত্যুৎকৃষ্ট কবিতায় পরিপূর্ণ। এই পুস্তকের কোন্ অংশ কাহা কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা সমুদায় সবিশেষ নির্ণীত হয় নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহার কোন কোন ভাগ খৃষ্টের অন্যূন তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয়, আর কোন অংশ খৃষ্টের তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টানদিগের 'নূতন বাইবল্' এবং মুসলমানদিগের 'কোরাণ' প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানেরা য়িহুদী বাইবলের মতানুযায়ী কতকগুলি আচার ব্যবহারও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা প্রায়ই সে সকল আচারগত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, য়িহুদীরা এই জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবসাধারণের প্রতি কি বিশেষ প্রভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর করা যাইতে পারে যে, তাহারাই ইউরোপ প্রভৃতি পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত করে। সে সকল দেশের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ একেশ্বরবাদ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সে ধর্ম্ম কদাপি প্রবল হইতে পারে নাই; য়িহুদীরাই একেশ্বরবাদকে জাতীয় ধর্ম্ম করিয়া যায়। য়িহুদীরা আপনাদিগের প্রাচীন আচার পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাও দেখাইতেছে যে, আচার-প্রণালী বিবর্জ্জিত ধর্ম্মবাদ কদাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জনসাধারণের উপকারী হইতে পারে না।

তৃতীয় প্রকরণ।

[ফিনিকীয়দিগের বিবরণ।]

প্রথম অধ্যায়।

[ফিনিকিয়া দেশ এবং ফিনিকীয় লোকের প্রকৃতি।]

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলে ফিনিকিয়া দেশ ছিল। এক্ষণে সে স্থান তুরষ্ক-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। এই দেশ অতি ক্ষুদ্র। দক্ষিণে 'টাইয়র' নগরী হইতে উত্তরে 'আরাডস্' নগর পর্য্যন্ত উহা দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ পরিমিত এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে 'লিবানস্' পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ১০ ক্রোশের অনধিক। এই দেশের জল বায়ু অতি উত্তম, ভূমিও সাতিশয় উর্ব্বরা। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী লিবানস্ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার ভিতর দিয়া সমুদ্রে যায়। সময়ে সময়ে তাহাদিগের জল বৃদ্ধি হইয়া উভয় কুল প্লাবিত করে। তন্মধ্যে 'আডোনিস্' নামক নদী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

ফিনিকিয়ার প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রভাগে এক প্রকার মৎস্য জন্মিত। সেই মৎস্য হইতে প্রাচীন ফিনিকীয় লোকেরা অতি সুন্দর লাল রং প্রস্তুত করিত। এক্ষণে হয় ত, সেই মৎস্য আর জন্মে না, অথবা কেহই তাহার তাদৃশ গুণ অবগত নহে। ফলতঃ প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের ন্যায় এক্ষণে কোথাও কেহই তাদৃশ লাল রং প্রস্তুত করিতে পারে না। ফিনিকিয়ার সমুদ্রকুলের বালুকা হইতে অতি উত্তম কাচ প্রস্তুত হইত। লিবানস্ পর্ব্বতের খনি হইতে তাম্র এবং লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আর দেবদারু জাতীয় সরল সাল প্রভৃতি অনেক প্রকার উত্তমোত্তম বৃক্ষ ঐ পর্ব্বতে জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্রোতস্বতীর যোগে অতি অল্প পরিশ্রমেই সেই সকল কাষ্ঠ সমুদ্রতীরে উপনীত করা যায়, এবং তথায় পোতাশ্রয় সকল এমত প্রশস্ত ও সামুদ্রিক উৎপাতশূন্য যে, তাহাতে অব্যাঘাতে অর্ণবযান নির্ম্মিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রাচীন ফিনিকীয়েরা সর্ব্বাগ্রেই বণিকবৃত্তির সোপান অবলম্বন করিয়াছিল।

বিশেষতঃ তাহাদিগের দেশ তাৎকালিক সমুদায় সুসভ্য জনপদকর্ত্তৃক পরিবৃত ছিল। পূর্ব্বদিকে সিরিয়া, বেবিলন, পারস্য; দক্ষিণ ভাগে জুড়িয়া এবং

মিসর; উত্তরে ফ্রিজিয়া, লিডিয়া এবং গ্রীস; আর পশ্চিমে ভূমধ্য সাগরের দুই দিকে পৃথিবীর দুই খণ্ড। অতএব স্থলপথে পূর্ব্ব অঞ্চলের দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া জলপথে যতদূর ইচ্ছা, সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত ফিনিকীয়-দিগের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ফিনিকিয়াই পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যের দ্বারস্বরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন ফিনিকীয় লোকেরা ককেসীয়বর্ণসম্ভূক্ত সেমেটিক জাতীয় ছিল। অতএব বুদ্ধি, বিদ্যা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কোন গুণেই কোন জাতি অপেক্ষা তাহারা হীন ছিল না। বর্ত্তমান য়িহুদী এবং প্রাচীন ফিনিকীয় জাতি উভয়েই প্রায় এক প্রকার লোক। উহাদিগের ভাষা এক জাতীয়, লিপিও এক প্রকার, এবং আকারও সমান ছিল।

ফিনিকীয়েরা অধিকাংশই বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর-সমূহে আসিয়া বাস করিত। তদিতর স্থানে অতি অল্প লোকের বাস ছিল। ফিনিকিয়ার প্রধান নগর ছয়টী; যথা আরাডস্‌, ট্রিপলিস, বাইব্রস, বেরাইটস, সাইডন এবং টাইয়র। তন্মধ্যে টাইয়র নগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল নগরের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল ট্রিপলিস এবং বেরাইটস বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে যে টাইয়র নগরীর গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না, যাহাকে কবিগণ সুবর্ণময়ী বলিয়া বর্ণন করিতেন, যাহার এক একজন বণিক্‌ অপরাপর-দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষাকৃত প্রভূত সম্পত্তিশালী ছিল, এক্ষণে সেই টাইয়রের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তথায় এক্ষণে যে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র আছে, তাহার অধিকাংশ লোকেই জালজীবী—তাহারা আপনাদিগের বাসস্থানকে 'সুর' বলে।

নব্য পর্য্যটকেরা ফিনিকিয়ার প্রাচীন নগরাদির প্রধ্বস্তাবশেষ দেখিয়া বলেন যে, ইতিহাসে এই দেশের যে প্রকার গৌরব প্রকাশিত আছে, তাহার কিছুই অত্যুক্তি নহে, সমুদায়ই স্বরূপ বর্ণন।

পরন্তু ফিনিকীয়দিগের এই সকল কীর্ত্তির যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে যাইতেছে। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিবলে যে কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছে, তাহা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। ফিনিকীয়েরাই ইউরোপে বর্ণলিপিজ্ঞান প্রচা-রিত করে; তাহাদিগের দ্বারাই পরিমাণ নিয়ম প্রকাশিত হয়, এবং তাহারাই নানা

দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া চতুর্দ্দিকে বণিকৃবৃত্তির বীজ বপন করে। প্রাচীন ফিনিকীয় জাতি, মনুষ্যসমাজের এইরূপ উপকার করিয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলে তাহাদিগের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে অদ্যাপি সমুৎসুক হইতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ফিনিকীয়দিগের রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মপ্রণালী।]

ফিনিকীয় জাতির রাজ্যশাসন কিরূপ ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় নাই। এই মাত্র অবগতি আছে যে, প্রথমে ফিনিকিয়ার নগরে নগরে এক এক জন রাজা কর্ত্তৃত্ব করিতেন, পরে টাইয়র নগরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইয়া অপর সকলকেই আপনার অধীন করিয়াছিল। কিন্তু টাইয়রের প্রাধান্যের পরেই হউক, কি পূর্ব্বেই হউক, ফিনিকিয়াতে কখন কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন নাই। শাসন-কর্ত্তৃগণ সর্ব্বকাল আঢ্য প্রজামণ্ডলীর মতানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে ফিনিকীয়েরা আপনাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের রাজোপাধি রহিত করিয়া উহাদিগকে 'সফেতী' অর্থাৎ প্রধান শান্তিরক্ষক নামে অভিহিত করিয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয় যে, এসিয়া খণ্ডের অপরাপর দেশে যে প্রকার-ধর্ম্মশাসনমূলক রাজতন্ত্রতা চির-প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বণিকৃবৃত্তিপরায়ণ স্বার্থানুসন্ধায়ী ফিনিকীয়দিগের মধ্যে সেরূপ হইতে পারে নাই।

ফিনিকীয়দিগের ধর্ম্মপ্রথায় অনেক দেব দেবার পূজা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 'বেলসীমন্' 'আষ্টার্টি' এবং 'মেলকর্টস্' এই তিনটী দেবতাই প্রধান। বেলসীমন্ শব্দের অর্থ স্বর্গাধিপতি, অর্থাৎ সূর্য্য। আমাদিগের সন্ধ্যাবন্দন কালে সূর্য্যোপস্থানের যেরূপ অঙ্গভঙ্গীর প্রথা আছে বেলসীমনের উপাসনাও অবিকল সেইরূপে নির্ব্বাহিত হইত। বেলসীমনের আরও অনেকগুলি নাম ছিল, যথা—'থামজ', 'আডোনিস' ইত্যাদি। আষ্টার্টি শব্দের অর্থ স্বর্গাধীশ্বরী। অনেক প্রাচীন জাতিই স্নিগ্ধরশ্মি চন্দ্রকে স্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। ফিনিকীয়েরা চন্দ্রকে আষ্টার্টি দেবী বলিয়া পূজা করিত। কিন্তু আষ্টার্টির অনেক রূপভেদ ছিল। যেমন আমাদিগের ভগবতীর নানারূপ, ফিনিকীয়দিগের আষ্টার্টিরও সেই প্রকার নানা রূপ কল্পিত হইয়াছিল। নূতন বৎসরের প্রথম দিনে অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক এই

* বেদেও 'রয়ি' শব্দোক্ত চন্দ্রমা স্ত্রী প্রকৃতি বোধক।

দেবীর পূজা হইত। কথিত আছে, সেই দিন স্ত্রীলোকেরা সকলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ইহাঁর পূজা করিত।

ফিনিকিয়া দেশে আডোনিস্ নামে একটী নদী ছিল। বর্ষাকালে তাহার জল ঘোর রক্তবর্ণ হইত। তাহার কারণ লিবানস্ পর্ব্বতে এক প্রকার লোহিতবর্ণের গিরিমাটি ছিল, বর্ষার জলে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া নদীতে পড়িত। কিন্তু ফিনিকীয় কবিগণ তাহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, একদা বেল্‌সীমন দেবের অবতার স্বরূপ পরম সুন্দর আডোনিস্ নামা কোন পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া 'বীনস্' দেবী তাঁহার রূপে একান্ত মোহিত হয়েন। বীনসের স্বামী 'মাস' দেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বন্যশূকরের মূর্ত্তি ধারণ করত আডোনিসকে নষ্ট করেন। আডোনিস্ যমলোকে গমন করিলে, তথাকার দেবী 'প্রসর্পীন্' তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু আডোনিস মরিলেও বীনস্ তাঁহার প্রতি অনুরাগশূন্যা হয়েন নাই। তিনিও আডোনিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমলোকে গমন করিলেন। তথায় প্রসর্পীনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হইল। পরে উভয়ের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, আডোনিস ছয় মাস বীনসের সহবাস করিবেন আর ছয় মাস প্রসর্পীনের নিকট থাকিবেন। ফিনিকীয়েরা কহিত যে, বন্য বরাহের দন্ত-বিদ্ধ আডোনিসের শরীর হইতে যে শোণিত প্রস্রুত হইয়াছিল, তাহাতেই নদী রক্তবর্ণ হয়। অতএব সেই সময় তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা আডোনিসের অপমৃত্যুর নিমিত্ত নানা প্রকার শোক সন্তাপ প্রকাশ করিত।

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এই পৌরাণিক বৃত্তান্তের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তাঁহারা বলেন, আডোনিসের অর্থে উত্তরায়ণ এবং প্রসর্পীন অর্থে দক্ষিণায়ন, আর বন্যশূকর অর্থে হেমন্ত ঋতু। অর্থাৎ সূর্য্য হেমন্ত ঋতুকর্ত্তৃক দক্ষিণায়নে প্রেরিত হইয়া ছয় মাস প্রসর্পীনের সহিত বাস করেন, আবার সেই ছয় মাস অতীত হইলে উত্তরায়ণ অথবা বীনস দেবীর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন।

মেলিকর্টস দেবের উপাসনা অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। কোন অর্ণবযান চড়ায় ঠেকিয়া বদ্ধ হইলে, কিম্বা প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক বাণিজ্য কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে, অথবা অন্য কোন প্রকার দুর্দ্দৈব ঘটিলে, ফিনিকীয়েরা এই দেবতার উদ্দেশে নরবলি প্রদান করিত। অন্যের কথা কি, পিতা মাতারা

স্বয়ং আপনাদের প্রিয়তম শিশু সন্তানদিগকে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মেলি-কর্টস দেবের তুষ্টি সম্পাদনদ্বারা দুর্দ্দৈব নিবারণের চেষ্টা পাইতেন।

প্রাচীন ফিনিকীয়গণ বাণিজ্য কার্য্যেই মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। উহারা স্থলপথে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত লোক প্রেরণ করিয়া এতদ্দেশীয় পণ্য সামগ্রী লইয়া যাইত, আর আপনারা জলপথে ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরে 'বৃটন' এবং কদাচিৎ বাল্টিক সাগর পর্য্যন্ত গমন করিত। স্পেনের স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু—ইংলণ্ডের রঙ্গ—বাল্টিক সাগরের অম্বর—'সরকেসিয়ার' স্বরূপ দাস দাসীগণ—আর্মেনিয়ার অশ্ব এবং অশ্বতর-সমূহ—ভারতবর্ষের বস্ত্র, হস্তিদন্ত, আবলুস কাষ্ঠ—পালেষ্টীনের শস্য, মধু, তৈল এবং গঁদ—সিরিয়ার উর্ণা এবং এইরূপ নানা দেশের নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ফিনিকিয়ায় আনীত হইত। ফলতঃ ফিনিকীয় জাতি ব্যতিরিক্ত প্রাচীনকালে আর কেহই এমত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য-প্রণালী উন্মুক্ত করিতে পারে নাই। পাছে অন্য কেহ সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ অবগত হয়, এই হেতু তাহারা বিশেষ সতর্ক থাকিত। অন্য কোন দেশের অর্ণবযান তাহাদিগের জাহাজের সমভিব্যাহারী হইয়াছে দেখিলেই তাহারা যে প্রকারে পারুক, ছলে বলে সেই বিদেশীয় জাহাজকে বিপথগামী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইত। যদি কিছুতেই তাহাকে সঙ্গছাড়া করিতে না পারিত, তবে পরিশেষে আপনারা মৃত্যু স্বীকার করিয়াও বিপথে চলিয়া যাইত, অথবা আপনাদিগের জাহাজ ডুবাইয়া দিত; ইহাতে পরকীয় অর্ণবপোতও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে না পারিয়া অকূল সমুদ্রমধ্যে বিনষ্ট হইত।

এইরূপে ভূমণ্ডলের তাৎকালিক সমুদায় বাণিজ্য কার্য্যই ফিনিকীয়দিগের হস্তগত হওয়াতে ফিনিকীয়েরা যে অর্ণব গমনে বিশিষ্ট নিপুণ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? সেই সময়ে কোন দেশের রাজা যদি অর্ণবযান প্রস্তুত করিবার মনন করিতেন, তবে ফিনিকীয় কারুগণের দ্বারাই তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাইতেন। যদি সমুদ্রপথে কোন দূর দেশে যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলেও ফিনিকীয় নাবিকদিগের সহায়তা গ্রহণ না করিলে কার্য্য-সিদ্ধ হইত না। নেকো নামা মিসর দেশীয় মহীপাল আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণ ভাগ কিরূপ, তাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কতকগুলি ফিনিকীয় নাবিক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। উহারা লোহিত সাগরে অর্ণবযান আরোহণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ

মুখে গমন করত উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর মুখে আসিয়া জিব্রাল্টর প্রণালী দ্বারা ভূমধ্যসাগরে প্রবিষ্ট হয়, এবং পুনরায় মিসর দেশে নীল নদীর মুখে অর্ণবপোতে আগমন করে। এই পরিবেষ্টন কর্ম্মে উহাদিগের পূর্ণ তিন বৎসর গত হইয়াছিল।

কিন্তু যদিও ফিনিকীয়েরা অর্ণবগমনে প্রাচীন কালের সকল লোক অপেক্ষা অধিক পটু হইয়াছিল, তথাপি চুম্বক প্রস্তরের গুণ তাহাদিগের জানা ছিল না, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও এক্ষণকার ইউরোপীয়দিগের ন্যায় তাহাদিগের জ্ঞান জন্মে নাই। বিশেষতঃ তাহারা এক্ষণকার জাহাজের ন্যায় সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। এই সকল কারণে তাহারা কদাপি অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়া পোত চালন করিতে সাহস করিত না। যেখানে যাউক না কেন, ক্রমাগত কূলের নিকট দিয়াই যাইত—একবার কূল অদৃশ্য হইলে অমনি পথভ্রান্ত হইয়া মারা পড়িত। এই হেতু তাহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকাল লাগিত।

সমুদ্রযাত্রায় দীর্ঘকাল লাগিলেই একেবারে অধিক খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইবার আবশ্যকতা হয়। কিন্তু তরী সকল ক্ষুদ্র হইলে তাহাতে একেবারে অধিক পণ্যদ্রব্য ও সমধিক খাদ্য সামগ্রী ধরিতে পারে না। ফিনিকীয়দিগের সমুদ্রগমন প্রণালীতে উক্ত দুই দোষই ছিল; সুতরাং তাহাদিগের পথিমধ্যে অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগের ঔপনিবেশিকেরাও অতি অল্পকাল মধ্যে স্ব স্ব অবস্থানের চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সাতিশয় প্রবল ও অর্থশালী হইয়াছিল। ফিনিকীয়দিগের উপনিবেশ নানা স্থানে সংস্থাপিত হয়; তন্মধ্যে আফ্রিকাতে 'কার্থেজ' এবং 'উটিকা' আর স্পেন দেশে 'কেডিজ' এই তিনটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আবার এই সকল উপনিবেশ হইতেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ফিনিকিয়া অতিশয় ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু ইহার বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তার যে প্রকার এবং ইহার প্রজাগণ যেরূপ সম্পত্তিশালী এবং বিবিধ কারুকার্য্য ও গণিত জ্যোতিষাদি প্রয়োজনীয় বিদ্যায় যেরূপ নিপুণ হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিবেচনা করিয়া ঐ দেশকে কোন বর্ত্তমান দেশের সহিত তুলনা করিতে হইলে কেবল ইংলণ্ডের সহিতই তুলনা করা যায়। যেমন এক্ষণে আমরা কোন সুন্দর

শিল্প দেখিলেই তাহাকে 'বিলাতী' বলিয়া অভিহিত করি, সেইরূপ প্রাচীন কালের লোকেরাও কোন সুন্দর শিল্প দর্শন করিলে তাহা সাইডোনীয়, অর্থাৎ সাইডন্-প্রসূত বলিয়া আদর করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

[ফিনিকীয়দিগের আদিম পৌরাণিক বৃত্তান্ত।]

ফিনিকীয় জনগণ অতি পূর্ব্বকালাবধি আপনাদিগের বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে 'কাবিরি' নামক একটী পণ্ডিত বংশ ছিল। উহারা যত্নপূর্ব্বক স্বদেশের প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় লিখিয়া রাখিত। কিন্তু উহাদিগের সমুদায় লিপি একাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই; তাহার কিয়দংশ মাত্র 'সাঙ্কোনিয়াথো' নামক এক জন অতি প্রাচীন ফিনিকীয় পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রহেরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যৎকিঞ্চিন্মাত্র 'ফাইলো' নামক কোন গ্রীক জাতীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক গ্রীক্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই গ্রীক পুস্তকের যতদূর ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহারই সারাংশ এই অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইল।

সাঙ্কোনিয়াথো বলেন যে, পৃথিবী ও পশু পক্ষ্যাদি সমুদায়ের সৃষ্টি হইবার পর 'প্রোটোগোনস্' অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট, এবং 'ইয়ন্' অর্থাৎ জীবন নামা আদিম দুই নরনারীর সৃষ্টি হয়। বৃক্ষের ফল যে মনুষ্যের অদনীয়, তাহা ইয়নই প্রথম প্রকাশ করেন। ইহাঁদিগের 'জিনস্' নামক এক পুত্র এবং 'জিনিয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মে। ইহাঁরা কোন সময়ে পিপাসার্ত্ত হইয়া বেলনীমন (সূর্য্য) দেবের প্রতি হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিল। বেলসীমন্ তাহাদিগকে জলদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই জিনস্ এবং জিনিয়ার তিনটী সন্তান হয়। তাহাদিগের নাম ফস্ ('আলোক'), প্যর্ (তাপ) এবং 'ফ্লক্স' (অগ্নিশিখা)। ইহারা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করণের উপায় প্রকাশ করে, এবং বায়ু ও অগ্নির পূজা আরম্ভ করে। কথিত আছে, ইহাদিগের সন্তানেরা অতি প্রকাণ্ডকায় হইয়াছিল। তাহাদের নামেই লিবানস্ প্রভৃতি পর্ব্বতের নামকরণ হয়। এই সকল অসুরগণের সন্তানেরা সর্ব্ব প্রথমে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, পশুচর্ম্ম পরিধান করে, এবং ভেলায় অধিরোহণ করিয়া জলের উপর গমনাগমন করে। ইহাদিগের বংশে

ষষ্ঠ পুরুষে যাহারা জন্মে, তাহারা মৃগয়া করিতে এবং মৎস্য ধরিতে শিখে। সপ্তম পুরুষীয় লোকেরা প্রথমে লৌহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে, এবং ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। অষ্টম পুরুষে টালি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। নবম পুরুষে ভূমিকর্ষণ আরম্ভ হয়। দশম পুরুষে পাশুপাল্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। একাদশ পুরুষে 'য়ুরেনস্' (আকাশ) নামক পুত্র এবং 'জি' (পৃথিবী) নাম্নী কন্যা জন্মে। ইহাদিগের সন্তান 'ক্রোনস্' (শনৈশ্চর) এবং আষ্টার্টি (চন্দ্র)। ক্রোনসের আর তিনটী বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিল; যথা 'এমামীন', 'হোরা' এবং 'রীয়া' (অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট, সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধ-মতি)। ইঁহাদিগের গর্ভে ক্রোনসের অনেক সন্ততি হয়। ক্রোনস্ আপনার যে সন্তানকে যেদেশে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, তিনি সেই দেশের প্রধান দেবতা। ক্রোনসের প্রধান মন্ত্রীর নাম 'থথ্' ছিল। ইনি একটী দেবতার আদেশানুসারে এই সকল গুহ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং উক্ত দেবতাগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। ক্রোনস্ দেবের মূর্ত্তি এই প্রকার ছিল—তাঁহার চারি চক্ষুঃ, দুইটী সম্মুখে, দুইটী পশ্চাদ্ভাগে; তন্মধ্যে দুইটী উন্মীলিত, দুইটী নিমীলিত; তাঁহার পৃষ্ঠে চারি খানি পক্ষ, তন্মধ্যে দুইটী মাত্র বিস্তৃত, অপর দুইটী সঙ্কুচিত; ক্রোনসের মস্তকেও পক্ষ ছিল।

সাঙ্কোনিয়াথো বলেন, এই সকল কথার গূঢ় তাৎপর্য্য কোন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ জানিতেন। তাঁহার স্থানে সুবিজ্ঞ ফিনিকীয় পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন। সেই সকল তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ হইবার নহে; স্ব স্ব আচার্য্য সন্নিধানে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, যদিও সে সকল গূঢ় অর্থ জানিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রণালীর ক্রমোৎকর্ষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এইসকল বৃত্তান্তের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এবং ফিনিকীয়-দিগের পৌরাণিক বিবরণ যে অপরাপর লোকদিগের তুল্য, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। কতক প্রকৃত বিবরণ, কতক সদুপদেশ-মূলক উপাখ্যান, এবং কতক রূপকালঙ্কার বিভূষিত আধ্যাত্মিক বিষয়, এইরূপ নানাপ্রকার কথা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব জাতিরই প্রাচীন বিবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফিনিকীয়ার সর্ব্ব প্রথম রাজার নাম 'আজিনর'। তিনি মিসর হইতে এই দেশে আসিয়া সাইডন নগর নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে যে, ক্রীট দ্বীপের 'যুপিটর' নামক রাজা, আজিনর ভূপতির 'ইউরোপা' নাম্নী পরমাসুন্দরী কন্যাকে

হরণ করিয়া লয়েন। তাহাতে আজিনর্ আপনার পুত্র 'কাড্মস্কে' অনুমতি করেন, তুমি যাইয়া ইউরোপার উদ্ধার কর; যত দিন তাহাকে প্রত্যাগত করিতে না পারিবে, আমার নিকট আসিও না। কাড্মস্ স্বীয় স্বসার উদ্ধারে আপনাকে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সহচর সমভিব্যাহারে স্বদেশ পরিত্যাগ করত গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশে যাইয়া একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত নগরীর নাম কিছু কাল পরে 'থিব্স্' হইল। গ্রীস দেশের ইতিহাসে এই নগরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কাড্মস্ প্রাচীন গ্রীসবাসী অসভ্য লোকদিগকে কৃষিকর্ম্মের উপদেশ দেন এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান।

আজিনরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'ফিনিকস্' রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বিখ্যাত ফিনিকীয় লাল রং প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কৃত করেন। বোধ হয়, তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকিবেন, যেহেতু সমুদায় দেশ তাঁহারই নামানুসারে 'ফিনিকিয়া' নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ফিনিকসের পর যে কোন্ ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রীক জাতীয় প্রধান কবি হোমর তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যখন গ্রীকেরা 'ট্রয়' নগর আক্রমণ করে, তখন সুবিখ্যাত ফিনিকীয় রাজা 'কালিস্' তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী রাজার বিবরণ গ্রীকদিগের গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত এত অলীক গল্প মিশ্রিত আছে যে, উদ্ধৃত ভাগও সম্পূর্ণ সত্য কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে; এই হেতু উহা ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণের সহিত একত্র নিবদ্ধ হইল। প্রামাণিক বিবরণ পর অধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[ফিনিকীয় রাজাদিগের পুরাবৃত্ত।]

কোন জাতির পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং প্রাচীন ইতিবৃত্ত এই উভয় তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে সকল দেশের পৌরাণিক বিবরণ অধিকতর স্পষ্ট এবং পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পুরাণকর্ত্তারা দেবানুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহারা অনন্যসহায় হইয়াও অক্লেশে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় জানিতে পারিতেন; তদ্ভিন্ন, ধর্ম্ম এবং নৈতিক তথ্যের শিক্ষা দান করাই তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং অবাস্তর

বিষয়ের তথ্য প্রকাশে তাঁহারা তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেন না। কিন্তু যাঁহারা ইতিবৃত্ত মাত্র লিখেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীন পুস্তক সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়—ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতের ঐক্য করিতে হয়—জীর্ণ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং পুরাতন মুদ্রাদি লইয়া অনেক অনুসন্ধান এবং অনেক বিচার করিতে হয়—এই সকল করিয়াও তাঁহাদিগের গ্রন্থ বহু স্থলে অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। কারণ বহুস্থলে প্রাচীন পুস্তকাদি কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না—প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য হইয়া উঠে না—আর কীর্ত্তিস্তম্ভাদি সকলও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের লিখিত বিবরণের অনেক স্থানই অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ থাকে।

ফিনিকীয়দিগের পৌরাণিক বিবরণ, যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইল, থথ দেবের অনুগ্রহে তাহার সর্ব্ব স্থানই প্রায় সম্পূর্ণ রহিয়াছে, বলা যায়। ফিনিকীয়ার প্রথম নগরীর স্থাপনকর্ত্তার নাম ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের পুরুষানুক্রমিক কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ফিনিকীয়দিগের প্রকৃত ইতিহাস বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে অনুসন্ধান করিলে তদ্দেশীয় রাজাদিগের নাম ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, নোয়ার প্রপৌত্র 'সাইডন' কর্ত্তৃক ফিনিকিয়ার সাইডন্ নগর স্থাপিত হয়। এই ব্যাপার খৃষ্টের ১৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। ইহার পর একেবারে শুনা যায় যে, খৃষ্টের ১৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাইডোনীয় মহীপাল পারস্য সম্রাট জরক্সিসের সমভিব্যাহারে গ্রীস দেশে জৈত্র যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার পর আবার কিছু কাল সাইডনের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। খৃষ্টের ৩৫১ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাইডোনীয় রাজা, পারস্য মহীপাল 'দরায়ূস্ অকসের' সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। কিন্তু কতকগুলি মৃত রাজার নাম মাত্র কণ্ঠস্থ করায় কি উপকার হইতে পারে? অতএব যে কয়েকটী প্রকৃত বিবরণ পাঠে সদুপদেশ বা তাৎকালিক ফিনিকীয়দিগের রীতি, চরিত্রের বিষয় বোধ হইবার সম্ভাবনা তাহাই সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

১০৪৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'হাইরাম' নামক এক রাজা টাইয়র নগরীতে রাজ্য করিতেন। তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সময়ে পালেষ্টীনের 'রাজা সলিমানও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন।

এই দুই রাজায় অত্যন্ত সম্প্রীতি হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে অতি কঠিন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিতেন। কথিত আছে, যিনি পূরণ করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে অর্থ দণ্ড স্বীকার করিতে হইত। পূর্ব্বকালে এইরূপ বাক্‌কূট হইয়া যে বিশিষ্ট আমোদ করা হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তখন হিঁয়ালীর অর্থ করাই পাণ্ডিত্যের প্রধান পরীক্ষা ছিল। সে যাহা হউক, এই দুই রাজার লিখিত দুইখানি পত্রিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই পত্রিকাদৃষ্টে তাৎকালিক ফিনিকীয়দিগের শিল্পনৈপুণ্যের উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফিনিকীয় কারুগণের সাহায্যেই পালেষ্টীনের রাজা তাঁহার রাজধানী যিরুসালেম নগরে তত্রত্য জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হাইরামও স্বদেশে অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় জলপ্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

৯৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'পিগ্মেলিয়ন' নামে এক ব্যক্তি টাইয়রে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি, মেলিকর্টস দেবের পুরোহিত ছিলেন। তিনি পৌরোহিত্য দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। রাজা তৎসমুদায় আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী 'ডাইডো' সেই সমুদায় অর্থ লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করত কার্থেজ নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিলেন। এই কার্থেজ নগর পরে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল।

৭৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইলুইলিয়স্' নামে এক জন রাজা টাইয়রে রাজ্য করিতেন। তৎকালে আসিরীয় মহীপাল বিক্রান্ত 'সলমানসুর' ফিনিকিয়া দেশ আক্রমণ করেন। তিনি যাইট খানি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া টাইয়রীয়দিগের সহিত অর্ণব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্র-যুদ্ধ-কুশল টাইয়রীয়গণ বার খানি মাত্র জাহাজ লইয়া তাঁহাকে পরাভূত করে। 'সলমানসুর' তাহাতে ভীত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

৫৭২ পূঃ খৃষ্টাব্দে বেবিলনের রাজা 'নবুকডনেসর' টাইয়র নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অতি বিপুল ছিল। তথাপি টাইয়রীয় লোকেরা ত্রয়োদশ বর্ষ কাল ক্রমাগত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরিশেষে তিনি টাইয়র নগরের বহির্ভাগে এক দিকে এমত এক সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত করিলেন যে, তাহা নগরের প্রাচীর অপেক্ষাও উচ্চতর হইয়া উঠিল। সেই মৃত্তিকাস্তূপের উপরিভাগ হইতে তাঁহার সৈনিকেরা নগর মধ্যে অবিরত অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল।

তখন টাইয়রীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আপনাদিগের অর্ণবযান যোগে পলায়ন করিল এবং অনতিদূরে একটী দ্বীপ মধ্যে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল। এই নগরের নাম 'নবটাইয়র'। পরন্তু নবটাইয়রের লোকেরা নেবুকডনেসরের সমীপে অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল, এবং সেই অবধি ফিনিকিয়া দেশ আসিরিয়া রাজ্যের অধীন হইয়াছিল। সুতরাং যখন পারসীকেরা বেবিলন সাম্রাজ্য জয় করিল, তখন তৎসহ ফিনিকিয়া দেশও তজ্জাতির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু পারস্য ভূপালেরা চিরকাল ফিনিকীয়দিগের বিশিষ্ট গৌরব করিতেন। ফিনিকীয় কারুগণের দ্বারাই তাঁহাদিগের রণতরী প্রস্তুত হইত, এবং তজ্জাতীয় নাবিকেরাই সমুদ্রে সেই সকল তর বাহন করিত। পরন্তু কি আসিরীয়, কি পারসীক, উভয় জাতিরই রাজত্ব কালে ফিনিকীয় জাতীয় এক এক ব্যক্তিরই কর্ত্তৃত্বাধীনে ফিনিকিয়ার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বিজয়ী সম্রাটেরা কখনই স্বজাতীয় কর্ম্মচারী দ্বারা ফিনিকিয়ার রাজকার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ষ্ট্রেটো' নামা একজন রাজা ফিনিকিয়ায় রাজ্য করিতেন। তিনি যেরূপে রাজা হন, তাহা কথিত হইতেছে। টাইয়র নগরের লোকেরা বাণিজ্য-কার্য্যদ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়াছিল। ধন সম্পত্তি হইলে লোকের সুখাভিলাষ এবং শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা হইয়া থাকে। ফিনিকীয়েরা ক্রমে ক্রমে ক্লেশাসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের কর্ম্ম ক্রীত দাসগণের দ্বারাই নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাতে তাহাদিগের প্রধান নগর টাইয়রের মধ্যে দাসসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, একদা দাসগণ একত্র পরামর্শ করিয়া এক রাত্রি মধ্যেই সকল নাগরিকদিগকে বধ করিল, এবং স্ব স্ব গৃহস্বামিনীগণের পাণিগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রভুর বাটীর কর্ত্তা হইয়া বসিল। দাসগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। অতএব তাহারা একজনও প্রকৃত নাগরিককে রক্ষা করে নাই। কেবল ষ্ট্রেটোর দাস আপন প্রভুর প্রাণরক্ষা করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত গোপন ভাবে লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। দাসেরা এইরূপে সমুদায় নগরের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে কাহাকে রাজ করিবে এই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহাদিগের এই মন্ত্রণাবধার হইল যে, আমরা সকলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিয়া নগরের পূর্ব্বভাগে যে

বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে মিলিত হইব, এবং পরদিবস প্রাতে সূর্য্যদেব যাহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন দিবেন, তাহাকেই রাজা করিব। ষ্ট্রেটোর দাস তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করিলে তিনি বলিলেন, তুমি ঐ মাঠে যাইয়া পশ্চিম-মুখ হইয়া নগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিও, সর্ব্বাগ্রে তোমারই সূর্য্যদর্শন হইবে। সেই দাস তাহাই করিল, এবং পূর্ব্বদিকে সূর্য্য দর্শন না হইতে হইতেই টাইয়রের অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকলে সূর্য্য-রশ্মি আসিয়া লাগিয়াছে, ইহা সকলকে দেখাইল। তখন অন্য দাসগণ চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তি কখনই আপনা হইতে এরূপ সুবুদ্ধির কর্ম্ম করিতে পারে নাই—ইহার উপদেষ্টা আর কেহ অবশ্যই আছে। এই ভাবিয়া তাহারা উক্ত দাসকে অনেক উপরোধ করিলে সে সমুদায় স্বীকার করিল। তখন দাসগণ বিবেচনা করিল, যিনি এমত সমূহ বিপদ হইতেও রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্ট অবশ্যই অত্যন্ত প্রশস্ত হইবে; অতএব তাঁহাকেই রাজা করা উচিত। ষ্ট্রেটো এইরূপে রাজপদাভিষিক্ত হইলেন।

কিছুকাল এই ষ্ট্রেটোর বংশীয় রাজারা টাইয়রে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করেন। পরে ৩৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌জণ্ডর টাইয়র নগরের নিকট আসিয়া সেই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। নগরবাসীরা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। টাইয়রনগর দ্বীপ মধ্যে অবস্থিত ছিল। সুতরাং জলপথে ভিন্ন তাহাতে যাইবার উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে ফিনিকীয়েরা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং আলেক্‌জণ্ডর অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে অনেক কষ্টে সমুদ্রে একটী সেতুবন্ধন করিলেন, এবং সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া টাইয়র নগর আক্রমণ করিয়া স্বকরকবলিত করিলেন। তাঁহার সেই সেতু অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং তাহা থাকাতে টাইয়র নগর পূর্ব্বে যেমন দ্বীপ রূপে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। উহার তিন দিকে জল এবং একদিকে আলেক-জণ্ডরের নির্ম্মিত সেতু রহিয়াছে। আলেকজণ্ডর এই প্রকারে টাইয়র জয় করিয়া সেই নগরকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধের আরম্ভেই টাইয়রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শত্রুপক্ষে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগরিকেরা আপনাদিগের পুরোহিতের স্থানে তাহা জানিতে পারিয়া উক্ত দেব-তাকে সুবর্ণ শৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে। আলেকজণ্ডর টাইয়রে প্রবেশ

করিয়া সেই দেবতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং স্বহস্তে তাঁহার বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন।

আলেকজণ্ডরের 'হেপিষ্টিয়ন' নামা এক জন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। আলেকজণ্ডর ফিনিকিয়ার অন্তর্গত সাইভন নগর জয় করিয়া তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, তুমি যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া এই নগরের রাজা কর। যে দিন এই কথা হয়, হেপিষ্টিয়ন তাহারই পূর্ব্ব দিবস এক জন ফিনিকীয় ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকেই রাজপদ দিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি রাজ্যলোভে মুগ্ধ না হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন; আমি রাজবংশীয় নহি, অতএব রাজ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে কদাপি কর্ত্তব্য নহে।" হেপিষ্টিয়ন তাঁহার সাধুতা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "ভাল, তুমি যদি স্বয়ং রাজা হইতে অস্বীকার কর, তবে রাজবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া দেও, আমি তাঁহাকেই রাজা করিব।" তিনি 'বলেনিমস' নামক এক মহাত্মার নাম করিলেন। বলেনিমস্ রাজবংশোদ্ভব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এমন দরিদ্র দশা হইয়াছিল যে, স্বহস্তে কৃষকের কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। যখন হেপিষ্টিয়নের প্রেরিত দূতগণ তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান এবং রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে আগমন করিল, তখন তিনি জীর্ণ চেল খণ্ড মাত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং কূপ হইতে জল তুলিতে ছিলেন। পরন্তু হঠাৎ তাদৃশ উচ্চ পদাভিষিক্ত হইলেও তাঁহার প্রকৃতির কি আকারের কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রজাগণ পূর্ব্বাবধি তাঁহার সাধুপ্রকৃতিকতার বিষয় বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি রাজা হওয়াতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

চতুর্থ প্রকরণ।

[আসিরীয় এবং বেবিলোনীয়দিগের বিবরণ।]

প্রকৃত আসিরিয়া দেশ টাইগ্রিস নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ছিল। আসিরিয়ার অধিকাংশই এক্ষণে কুর্দ্দিস্থান প্রদেশ সম্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আসিরীয়েরা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশ আর ইউফ্রেটিসের পশ্চিম পারবর্ত্তী কিয়দ্ভুভাগ আপনাদিগের সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করে। সুতরাং আসিরিয়া বলিলে কখন কখন উক্ত জনপদ সমুদায়ই বুঝায়।

টাইগ্রিস্ নদীর পূর্ব্ব পারবর্ত্তী দেশ 'আর্য্য' জাতির বাসস্থান এবং তাহার পশ্চিম পারে সেমেটিক জাতির আদি নিবসতি ছিল। অতএব আসিরীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে দুই জাতীয় লোক বাস করিত। তন্মধ্যে আর্য্যেরা কোন সময়ে সমধিক প্রবল হইয়া সমীপবর্ত্তী সেমেটিক লোক সমূহকে আপনাদিগের অধীন করেন। আর্য্যদিগের রাজধানীর নাম 'নিনেবা' নগর। এক্ষণে আসিয়িক তুরস্কের মধ্যে যে স্থলে 'মৌসল' নগর দৃষ্ট হয়, উহারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিনেবা রাজধানী সন্নিবেশিত ছিল। 'বটা' নামক একজন ফরাসী গ্রন্থকার এবং 'লেয়ার্ড' নামক একজন ইংরাজ উহার নানা স্থান খনন করিয়া প্রাচীন নিনেবা নগরের অনেক চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী জর্ম্মণ পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত সেই অতি পূর্ব্বকালের ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে যে, এক কালে নিনেবা নাগরিকেরা অতিশয় শিল্পনিপুণ হইয়াছিল। উক্ত নির্ম্মাণ কার্য্যে পূর্ব্বকালিক অনেকানেক বিবরণও খোদিত আছে। সেই সকল খোদিত অক্ষরের শিরোভাগ সূক্ষ্ম এবং নিম্ন দিক্ অপেক্ষাকৃত স্থূল। এই জন্য তাদৃশ অক্ষরকে সূচ্যগ্র বলা যায়। উক্ত 'সূচ্যগ্র অক্ষর' পাঠ করিবার জন্য গ্রোটফেণ্ড, ল্যাসেন, বর্ণুফ, রলিনসন, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা শতাধিক বৎসরের চেষ্টায় অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং আসিরীয় জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তের কিয়দংশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত আসিরিয়াকে অসুরদিগের রাজ্য বলিয়া কল্পনা করত ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত আসিরিয়া দেশের ইতিহাসকে

মিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সকল কথা নিতান্ত কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়।

য়িহুদী জাতির সুপ্রসিদ্ধ বাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'আসর' নামে এক ব্যক্তি বেবিলন হইতে গমন করিয়া নিনেবা নগর সংস্থাপিত করেন। কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকারেরা কহেন যে, নিনেবা নগর বেবিলনেরও পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদিগের মতে ইহার সংস্থাপনকর্ত্তা 'নাইনস্' নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে 'বাক্‌ট্রা' নগর আক্রমণ করেন। তথায় তিনি সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কেবল তাঁহার একজন সেনানীর পত্নী 'সেমিরেমিসের' বুদ্ধি কৌশলে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। নাইনস্ তৎকৃত সেই মহোপকার স্মরণ করিয়া অচিরাৎ সেমিরেমিসের পাণিগ্রহণ করেন এবং আপন মৃত্যুকালে বুদ্ধিমতী সেই পত্নীকেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়া যান। সেমিরেমিস্ কর্ত্তৃক বহু দেশ বিজিত এবং প্রসিদ্ধ বেবিলন নগর বিনির্ম্মিত হয়।

কিন্তু সেমিরেমিস এবং নাইনস্ যে বাস্তবিক কেহ ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। সূচ্যগ্র অক্ষরে খোদিত লিপি ফলক সকলে উহাদের নাম নাই। নাইনস্ কেবল নিনেবা নগরেরই প্রতিরূপ স্বরূপ, এবং সেমিরেমিস্ সিরিয়া দেশের আরাধ্যা দেবী। উহাদিগের যে দিগ্‌বিজয়ের বিবরণ তাহাও আসিরীয় জাতির পূর্ব্বকালিক প্রাধান্য সূচকমাত্র—উহা ব্যক্তি বিশেষের কীর্ত্তি বর্ণন নহে। বাইবল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আসিরীয়েরা অতীব বিক্রমশালী হইয়া বেবিলন, সিরিয়া, পালেষ্টীন, ফিনিকিয়া প্রভৃতি নানাদেশ জয়লব্ধ করত সময়ে সময়ে মিসরের প্রতিও আক্রমণ করিত। কথিত আছে যে, 'ফল্' নামে একজন আসিরীয় মহীপাল পশ্চিমে পালেষ্টীন পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা 'টীগ্লথ্ পাইলেসর' সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কস নগর অধিকৃত এবং য়িহুদীদিগের স্থানে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পর 'সলমানসুর' নামে কোন রাজা ফিনিকিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়া ইস্রাইল রাজ্য নষ্ট করেন, এবং তদ্দেশ নিবাসী য়িহুদীদিগকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যান। এই রাজার উত্তরাধিকারী সেন্নাকেরিব মহীপাল বেবিলনের বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে ঐ নগর ধ্বংস করেন। 'আসারহাডন্' নামে তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ঐ নগরের পুনর্গঠন করেন। ইহাঁর সময়াবধি আসিরীয়দিগের

বল বিক্রম ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পরিশেষে বেবিলন নগরের অধিপতি 'নবপলাসর' এবং মিডিয়ার রাজা 'কাইয়াক্সারস্' উভয়ে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করত একেবারে নিনেবা নগরকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। (পূঃ খৃ ৬০৫)।

গ্রীক গ্রন্থকারেরা বলেন যে, 'সেমিরেমিস্' নানা দেশ জয় করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত ভারতবর্ষীয় ভূপাল 'ইষ্টাবেটিস্' কর্তৃক পরাজিতা হন। সেমিরেমিস্ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ এবং হীনবল হইয়া বেবিলন নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার পুত্র পাপাত্মা 'নিনিয়াস্' মাতৃহত্যা করে। নিনিয়াস এইরূপে রাজা হইয়া কেবল ভোগ সুখেই কাল যাপন করিয়াছিল। তাহার উত্তরাধিকারী আর উনত্রিংশৎ জন রাজাও ঐরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। বিশেষতঃ সর্ব্বশেষে 'সার্ডনাপালস্' নামা যে ব্যক্তি রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য এবং কেবল ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ মহীপাল কখন কোন দেশে জন্মে নাই। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ভূষা করিত, সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিত, এবং কোনরূপ রাজকার্য্য বুঝিতও না দেখিতও না। সুতরাং বেবিলনের এবং মিডিয়ার শাসন কর্তৃদ্বয় এই সুযোগে বিদ্রোহ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সার্ডানাপালস্ যুদ্ধ না করিয়া আত্মহত্যা করিল। ইহাতেই নিনেবার প্রাধান্য নিঃশেষিত হইয়া গেল।

বাইবলের মতে বেবিলন নগর নিনেবা অপেক্ষা প্রাচীন। জলপ্লাবনের অত্যল্পকাল পরেই এই নগর সংস্থাপিত হয়। ইহার প্রথম রাজা 'নিম্‌রদ্' অভিধেয় ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে এই নগর নিনেবা নগরীয় রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। এইরূপে পাঁচ শত বৎসরেরও কিঞ্চিদধিককাল আসিরীয়দিগের অধীন থাকিয়া পরে বেবিলন স্বাধীন হয়। আসিরীয়েরা পুনর্ব্বার এই নগর জয় করে। পরিশেষে খৃষ্টের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার রাজা নবপলাসর নিনেবার ধ্বংস করিয়া স্বাধীন হন।

নবপলাসরের পুত্র 'নেবুকডনসর' অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'সরসেসিয়মের' যুদ্ধে মিসররাজ 'নেকোকে' সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। তৎপরে জুডা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান য়িহুদীদিগকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যান। তাহার পর ফিনিকিয়া তৎপরে মিসর দেশ ইহাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরা-

জিত হয়। কিন্তু নেবুকডনসরের পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী হয়েন নাই। 'বালথাজারের' রাজ্যকালে পারস্য দেশের সম্রাট সাইরস্ বেবিলন জয় করিলেন।

বেবিলন নগর অতি সুবিস্তৃত ছিল। এই নগরের আকার সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র। ইহার মধ্যভাগে ইউফ্রেটিস্ নদী প্রবাহিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিক ইষ্টকময় প্রাচীর ও তদ্বহির্ভাগে সুবিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল। নগরের পরিধি ৩০ ক্রোশের ন্যূন ছিল না। ইহার মধ্য দেশে অনেক অতি সুরম্য উদ্যান ছিল। বিশেষতঃ কতকগুলি অত্যুচ্চ অট্টালিকার উপরিভাগে যে নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া একটী কেলিকানন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জগতের কতিপয় আশ্চর্য্য দর্শনের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কথিত আছে, রাজা নেবুকডনসর মিডিয়াধিপতির কন্যা 'আমুহিয়া' নাম্নী নিজ প্রেয়সীর প্রীতির নিমিত্ত উক্ত কেলিকানন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা সেমিরেমিসের 'অনবলম্বোদ্যান' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। বেবিলনের আর একটি পরম শোভা 'বিলস' দেবের মন্দির। অন্যূন তিন শত ফিট উচ্চ, এবং মিসরীয় পিরামিডের আকারে নির্ম্মিত ছিল। বেবিলন নগরের প্রধ্বস্তাবশেষ সমুদায় অদ্যাপি পর্য্যটকগণের দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে অনেক স্থলের খননে প্রাচীন মন্দির, রাজ প্রাসাদ প্রভৃতি বাহির হইয়াছে।

বেবিলোনীয়েরা অধিকাংশই সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল এবং এক প্রকার আরামীয় (সিরিয়া প্রচলিত) ভাষায় কথপোকথন করিত। তাহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোককে কাল্ডীয় কহিত। কাল্ডীয়েরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলনে তৎপর হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করিতে পারিত, ও চান্দ্র ও সৌর বৎসরের গণনায় যেরূপ প্রভেদ হয়, তাহা বুঝিত; তাহারা নক্ষত্রমণ্ডলকে দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত করিয়াছিল, এবং গ্রহগণের সঞ্চার গণনা করিতে পারিত।

প্রাচীনকালে যাহারা প্রকৃত সিদ্ধান্তজ্যোতিষের অনুশীলন করিত, তাহারা ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনেও নিবৃত্ত থাকিত না। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের জ্ঞান থাকিলে জ্যোতিষ্কঘটিত অনেক ভাবী বিবরণ নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কিন্তু জনসাধারণ অনুমান করে যে, তাদৃশ জ্ঞান কদাপি দৈবশক্তি ব্যতিরেকে সমুদ্ভুত হইতে পারে না। এই ভাবিয়া তাহারা জ্যোতিজ্ঞদিগের স্থানে আপনাদিগের

ভাবী শুভাশুভ জানিবার চেষ্টা পায়। জ্যোতির্জ্ঞেরাও এমত কৌশল করিয়া চলেন, যাহাতে সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়। প্রাচীন জ্যোতির্জ্ঞদিগের ঐরূপ চেষ্টাতে এবং ভাবী ব্যাপার জানিবার নিমিত্ত সাধারণ লোকের আত্যন্তিক অভিলাষ বশতঃ ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতিও এরূপ যে, তাহার সকল কার্য্যেই পরস্পর সম্পর্ক থাকে। সুতরাং জ্যোতিষ্কদিগের সঞ্চারাদির সহিত যে মানুষী ব্যাপার একেবারে নিঃসম্পৃক্ত, একথাও বলিতে পারা যায় না। এই মৌলিক তথ্যের সহিত সংযোগ থাকাতেই ফলিত জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের সমাদর কিয়ৎপরিমাণে স্থায়ী হইয়া আছে।

কাল্ডীয় পণ্ডিতেরা ফলিত-জ্যোতিষকে বহুশাখায় বিস্তৃত এবং বদ্ধমূল করেন। ইহাঁদিগের মতে শুক্র এবং বৃহস্পতি, শুভ, এবং মঙ্গল ও শনি, অশুভ গ্রহ বলিয়া গণ্য হইত; আর বুধ গ্রহ স্বয়ং কোন বিশেষ শক্তিমান নহে—শুভগ্রহের সঙ্গে থাকিলে শুভ হয়, অশুভের সংযোগে অশুভোৎপত্তি করে। এবম্বিধ অনেকানেক নিয়ম অবলম্বন করিয়া কাল্ডীয়েরা জনগণের ভাবী শুভাশুভ গণনা করিত।

ইহারা কালপরিমাণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে জলঘড়ী নির্ম্মাণ করে; এবং দ্রব্যের পরিমাণের নিমিত্ত বিবিধ পরিমাণ-সূত্র নির্দ্দিষ্ট করে।

অনেক গ্রন্থকর্ত্তা অনুমান করেন যে, কাল্ডীয়েরা সেমেটিক জাতীয় লোক ছিল না—আর্য্যবংশীয় ছিল। অন্যান্য আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় উহারা প্রথমতঃ প্রতিমাপূজা করিত না—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির পূজা করিত। পরিশেষে উহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যকে ‘বিলস’ দেব নামে এবং চন্দ্রকে ‘মিলিতা’ দেবী নামে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

পঞ্চম প্রকরণ।

পারসীকদিগের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

এসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগে যে অধিত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্য বা ইরাণী জাতির আদি নিবাসস্থান। উক্ত অধিত্যকা তুরুষ্কের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া আছে। মিডিয়া, ফার্শ এবং বাক্ এই তিনটি প্রদেশ উক্ত অধিত্যকার অংশ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে ফার্শ প্রদেশে যে আর্য্যজাতি বাস করিত, তাহাদিগকে পারসীক কহা যায়।

প্রাচীন পারসীকদিগের বংশীয়েরা অদ্যাপি পারস্য দেশে নিবাস করিতেছে। এক্ষণকার পারসীকেরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। তাহারা কোন বিশেষ কীর্ত্তিশালী নহে। কিন্তু একবাটানা, সুসা, পর্শিপলিস প্রভৃতি প্রাচীন পারসীক নগর সকলের ভগ্নাবশেষ দেখিলে প্রতীতি হয় যে, তন্নির্ম্মাতৃগণ কোন সময়ে অতীব কীর্ত্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী ছিল।

বোধ হয়, প্রথমে পারস্য দেশ আসিরিয়া রাজ্যের অধীন থাকে, পরে মিডিয়া দেশের রাজা আসিরিয়া রাজ্য ধ্বংস করিলে ইহা মিডিয়ার অধীন হয়। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই সাইরস নামক এক মহাত্মা এই দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। তিনি যে কেবল পারস্য দেশকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, এমত নহে। তিনি অতি শীঘ্র দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া বেবিলন, মিডিয়া, আর্মিনিয়া এবং আসিয়িক তুরুষ্কের পশ্চিমাংশ সমুদায় যাহাকে এক্ষণে আসিয়া মাইনর বলে, তাহাও নিজ অধিকারসম্ভুক্ত করিলেন। পরিশেষে সিথীয় বা তাতার জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি হত হয়েন। এই ব্যাপার খৃষ্টের ৫২৯ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে।

সাইরসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র কাম্বাইসিস্ পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইহাঁ কর্ত্তৃক মিসরদেশ বিজিত হইয়া পারস্য-রাজ্য সম্ভুক্ত হয়।

কাম্বাইসিসের পর প্রথম দরায়ুস্ পারস্যের রাজা হইলেন। তিনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজয় করণে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের কিয়দ্ভাগ

(বোধ হয়, সমুদায় পঞ্জাব) তাঁহার অধিকার সভুক্ত হয়। দরায়ুস্ রাজা পারস্যের শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া যান। তিনি সমুদায় সাম্রাজ্যকে বিংশতি 'সেট্রাপীতে' (মণ্ডলরাজ্যে) বিভক্ত করেন। ঐ সকল খণ্ড-রাজ্যের অধিপতিগণ 'সেট্রাপ' (মণ্ডলেশ্বর) উপাধি বিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব অধিকারে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন; কেবল বর্ষে বর্ষে সম্রাটের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কর প্রদান করিলেই হইত। সম্রাট প্রতি সেট্রাপির কর আদায়ের নিমিত্ত এক একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠইয়া দিতেন। সেই ব্যক্তি সম্রাটের গূঢ় চর স্বরূপে সেট্রাপের নিকটে অবস্থান করিয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু সেট্রাপ এবং তাঁহার দেওয়ান এই দুইজন মাত্র হইতেই কদাপি কোন প্রদেশের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত না। ইঁহারা আবার প্রতি গ্রামের, প্রতি নগরের, প্রতি জমিদারীর প্রধান প্রধান ব্যক্তি নিকরের হস্তে আপনাদিগের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ অর্পিত করিয়া সমুদায় প্রদেশ শাসনাধীন করিতেন। বস্তুতঃ পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অধিকার সকল পরস্পর দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিল না। এক সেট্রাপির প্রজার সহিত অন্য সেট্রাপির প্রজা সর্ব্বতোভাবে নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিত। সুতরাং পারস্য সাম্রাজ্য মিসরাদি পূর্ব্বোক্ত সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা বহু-দেশ-বিস্তৃত এবং সমধিক পরাক্রান্ত হইয়াও যথোচিত দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় নাই।

প্রথম দরায়ুস্ রাজার পর তাঁহার পুত্র জরক্সিস পারস্যের রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের পরম সাহসিক মহোৎসাহশালী বীরসমূহ কর্ত্তৃক পারস্য সৈন্যনিচয় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। এই সময় অবধি গ্রীক এবং পারস্য জাতির চির-বৈর সংস্থাপিত হইয়া যায়। এই বৈরতা-প্রবৃত্ত গ্রীকেরা পুনঃ পুনঃ পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে 'মাসিডোনিয়ার' রাজা মহানুভাব আলেক্জণ্ডর গ্রীস দেশান্তর্গত নানা জনপদ নিবাসী সৈনিকগণকে মিলিত করিয়া পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পারসী-কেরা তাঁহার নিকট পরাজিত হইল, এবং এসিয়া খণ্ডে ইউরোপীয়দিগের প্রভুত্ব সেই প্রথম সংস্থাপিত হইল।

আলেক্জণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রদেশে 'বাক্ট্রিয়া' নামে যে রাজ্য সংস্থাপিত হয়, পূর্ব্বকালে

ভারতবর্ষের সহিত উহার বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছিল। অনুমান হয় যে, 'বাক্‌ট্রিয়া' দেশের গ্রীক রাজারাই আমাদিগের পুরাণে 'যবন' বা 'কাল-যবন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজাদিগের মধ্যে 'যুক্রেটিডাস্' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। ইনি খৃষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিতেন। এই যবন রাজগণের নামাঙ্কিত ও কীর্ত্তিবিবরণ সম্বলিত মুদ্রা দর্শনে কথঞ্চিৎরূপে ইঁহাদিগের বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[পারসীকদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী।]

প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী এবং ভাষা যে প্রকার ছিল, তাহা এক্ষণে কেবল একখানি গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ঐ গ্রন্থের নাম 'ভেস্‌তা'। উহা জেন্দ ভাষায় লিখিত। এই হেতু উহাকে জেন্দাভেস্‌তা কহে। জেন্দ ভাষা সংস্কৃত-মূলক না হউক, কিন্তু সংস্কৃত এবং জেন্দ উভয়েই যে একমূল হইতে উৎপন্ন তাহার সন্দেহ নাই ; আর ভেস্‌তার' ধর্ম্মপ্রণালী যদিও আধ্যাত্মিকতায় বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের সহিত তুলনার যোগ্য না হউক, তথাপি উভয় ধর্ম্মই যে কিয়ৎপরিমাণে বাহ্যতঃ একপ্রকৃতিক ইহাও বলা যাইতে পারে।

ভেস্‌তার মতে 'জবৈন অকরণ' (অর্থাৎ অনাদ্যনন্ত কালমাত্র) হইতে 'অর্ম্মস্‌দ্‌' এবং 'অহ্রিমান' জন্মে। সেই দুইজনে নিরন্তর বিবাদ হয়। অর্ম্মসদ হইতে আলোক, তাপ, জ্ঞান, বুদ্ধি, ক্রিয়া, গার্হস্থ ধর্ম্ম সমুদায় সমুৎপন্ন হয়। অহ্রিমান হইতে অন্ধকার, শৈত্য, মোহ, জড়তা, বন্য-দশা, প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অর্ম্মস্‌দদেবের পারিষদ অমর সকলের নাম 'অম্‌স্পন্দ'। এই অম্‌স্পন্দদিগের অধীন সামান্য দেবতানিকর জগতের সকল স্থানেই এক একজন অধিষ্ঠাতৃ স্বরূপে অবস্থিতি করেন। অহ্রিমানের পারিষদ দৈত্যগণ সর্ব্বদা অর্ম্মসদদেবের অনুচর সমূহকে স্থানভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে জগতে ঐ দুইদলে অনুক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। কিন্তু পরিশেষে অর্ম্মস্‌দই অহ্রিমানকে জয় করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে আলোক, জ্ঞান ও সুখ বিস্তৃত করিবেন।

গ্রহনক্ষত্রগণ সকলেই আলোকময়। অতএব পারসীকেরা উহাদিগকে সাক্ষাৎ অর্ম্মস্‌দদেবের প্রতিরূপ ভাবিয়া পূজা করিত। অগ্নিও সেই কারণে তাহাদিগের পূজ্য ছিল। প্রাচীন পারসীকেরা কোন মন্দির বা অন্য প্রকার

দবালয় মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিত না। উহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তর াধ্যভাগে ও পর্ব্বতশিখরে প্রাতে ও মধ্যাহ্নে জ্ঞান ও আলোক প্রদাতা র্ম্মস্‌দদেবের উদ্দেশে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতি বন্দনাদি করিত।

প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্ম যে কত পুরাতন তাহা কেহই স্থির করিতে াারেন না। কিন্তু অনুমান হয় সেই ধর্ম্মের সংহিতা-নিবন্ধকার 'জরথুস্ত্র' বা জোরোয়াস্তর' খৃষ্টের ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জোরোয়াস্তর মিডিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

গ্রীক জাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[গ্রীস দেশের প্রকৃতি এবং প্রদেশ বিভাগ।]

গ্রীস একটী প্রায়োদ্বীপ। উহা ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে সমুদ্র শাখা আছে, তাহার নাম 'ইজিয়ান' সাগর এবং পশ্চিম দিকে যে সমুদ্র শাখা আছে তাহার নাম 'আইওনিয়ান্' সাগর। গ্রীস দেশটী পর্ব্বতময়। সেই সকল পর্ব্বতের কোন কোন শৃঙ্গ এমত উচ্চ যে, তাহাদিগের শিখর দেশ চিরনীহার মণ্ডিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সমুদায় অতিশয় উর্ব্বরা এবং সর্ব্ব স্থানেরই জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। গ্রীসের উপকুল ভাগে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর-শাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে দেশটি বণিগ্‌বৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত এবং সাগর শাখাসমূহ কর্ত্তৃক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজিত হওয়াতে গ্রীস দেশ অতি পূর্ব্ব কালাবধি নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণ ভাগ 'পিলোপনিসসের' মধ্যে সাতটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। উহাদিগের নাম 'করিন্থ', 'আর্গলিস', 'লেকোনিয়া', 'মেসিনা', 'ইলিস', 'আর্কেডিয়া' ও 'একেয়া'। মধ্য গ্রীসের মধ্যে আটটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। তাহাদিগের নাম 'মিগারিস', 'আটিকা', 'বিওসিয়া', 'ফোসিস্', 'লোক্রিস্', 'ডোরিস্', 'ইটোলিয়া' এবং 'আকার্ণানিয়া'। উত্তর গ্রীস 'থেসালি' 'ইপাইরস্' এবং 'মাসিডোনিয়া' এই প্রদেশত্রয়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে 'মাসিডোনিয়া' প্রদেশ প্রথমে গ্রীসের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না।

আসল গ্রীস দেশ এইরূপে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীসের উভয় উপকূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাও পূর্ব্বকালে গ্রীসের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল দ্বীপের মধ্যে 'রোড্স্', 'সাইপ্রাস্', 'সাই-ক্লেডিস্ পুঞ্জ', 'কিফালোনিয়া', 'সিথিয়া', 'ক্রীট', 'কর্সাইরা' প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ, প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীকেরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার সহকারে অনেকানেক

দূরদেশেও অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ 'এসিয়ামাইনরে', 'সিসিলী' দ্বীপে, 'ইটালির' দক্ষিণভাগে এবং মিসরের বায়ুকোণে ইহাদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ উপনিবেশ ছিল।

গ্রীস এইরূপে নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হওয়াতে ইহার ইতিহাসও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল জনপদনিবাসিগণ এক ধর্ম্মাক্রান্ত, এক বর্ণোদ্ভব এবং প্রায় সকলেই এক ভাষা ভাষী হইয়াও আপনারা সকলে যে এক জাতি তাহা প্রথমে স্বীকার করিত না! এমন কি, উহারা আপনাদিগের সমুদায় দেশটীর কোন একটী সাধারণ নাম প্রদান করে নাই। কিন্তু ক্রমে যখন উহাদিগের অধিকতর সম্মিলন হইল, তখন উহারা আপনাদিগকে 'হেলেনীয়' এবং স্বদেশকে 'হেলাস্' নামে অভিহিত করে। 'রোমীয়েরা' প্রথমে এই দেশকে গ্রীস বলে, তদনুকরণে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লোকেরাও ইহাকে গ্রীস বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[প্রাচীন গ্রীসের বিবরণ—পৌরাণিক বৃত্তান্ত—হরকুলিস্]

[থিসিউস্—কলকিস্ এবং ট্রয়ের যুদ্ধ যাত্রা।]

খৃষ্টের ১৮০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে হইতে গ্রীস দেশের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই কালের প্রথম অংশের ইতিহাস যদিও সম্পূর্ণরূপে অলীক না হয়, তথাপি উহা যে নানা অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ তাহার সংশয় নাই। ঐ ভাগ গ্রীকদিগের কাব্যেতিহাস।

উক্ত ইতিহাসের মতে গ্রীসের প্রচীন অধিবাসিগণ 'পিলাস্‌জী' নামে আখ্যাত ছিল। ইহারা নিতান্ত অসভ্যাবস্থ ছিল, পর্ব্বত-গুহা মধ্যে বাস করিত, মৃগয়া-লব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত, এবং পশুচর্ম্মের অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া কথঞ্চিৎ শীতাতপ এবং লজ্জানিবারণ করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইলে মিশর হইতে 'য়ুরেনস' নামা কোন মিসরীয় রাজপুত্র গ্রীসে আসিয়া তথায় সভ্যতার বীজবপন করিলেন। তিনি 'টাইটান' নামক নিজ পুত্রগণকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। কিন্তু টাইটানদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ 'সাটরন' সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, পাছে আপনিও নিজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক সেইরূপে অবমানিত হয়েন, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে জাতমাত্র বধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার 'য়ুপিটর' নামক একটী পুত্র জন্মিল।

যুপিটর নিজ মাতা কর্ত্তৃক ক্রীট দ্বীপে নীত হইয়া রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি তথায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পুনর্ব্বার গ্রীসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অতি শীঘ্রই নিজ পিতা ও তৎপক্ষীয় টাইটানদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু যুপিটর সমুদায় রাজ্য একাকী গ্রহণ করেন নাই। তিনি 'নেপচুন' এবং 'প্লুটো' নামক সোদরদ্বয়ের সহিত সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতা সহকারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই পৌরাণিক বিবরণের যে কত ভাগ ঐতিহাসিক তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করা যায় না। 'সাটরন', 'যুপিটর' প্রভৃতি যাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইল, গ্রীসে তাঁহারা সকলেই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। তৎসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত বিবরণ যে রূপকালঙ্কারে বিভূষিত, তাহার সন্দেহ নাই। 'সাটরন' দেব বাস্তবিক কালের প্রতিরূপ। যেমন কাল যাহা আপনি উৎপাদন করে, আবার আপনিই তাহার ধ্বংস করিয়া থাকে, সেইরূপ সাটরনও নিজ সন্ততিগণকে বিনাশ করিতেন। অতএব উক্ত বিবরণের যদিও কোন ঐতিহাসিক মূল থাকে, তাহা যে অতি গূঢ়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এসিয়া হইতে কোন অনির্ণেয় বহু প্রাচীনকালে 'হেলেনীয়' নামে এক জাতি আসিয়া গ্রীসের পূর্ব্ব নিবাসী 'পিলাসজীয়'দিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের অনেককে বিনষ্ট এবং নির্ব্বাসিত করে। আর কতকগুলি 'পিলাসজীয়' উহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। হেলেনীয়েরা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সেই তিনভাগের মূল ভাষা একই ছিল। কিন্তু অবান্তর ভেদে তাহার নাম ভেদ হইয়াছিল। একপ্রকার হেলেনীয় ভাষার নাম 'ইয়োলীয়', দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'ডোরীয়' এবং তৃতীয় প্রকারের নাম 'আইয়োনীয়'।

হেলেনীয়দিগের আগমনের বহুকাল পরে ১৮৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ইনাকস্' নামা এক ব্যক্তি 'ফিনিকিয়া' হইতে আসিয়া 'আর্গস' নামে একটী নগর সংস্থাপিত করেন। ইহার প্রায় ৩০০ বৎসর পরে, ১৫৫০ পূঃ খৃঃ অব্দে 'সিক্রপ্স' নামে একজন 'মিসরীয়' রাজপুত্র 'আটিকা' প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় 'এথেন্স' নগর স্থাপিত করেন। ১৫২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ফিনিকস্ নামক কোন মহাত্মা 'করিন্থ' নগরীর মূল পত্তন করেন। 'কাডমস্' নামে আর এক ব্যক্তি ১৪৯৩ পূঃ খৃ অব্দে 'ফিনিকিয়া' হইতে আসিয়া 'বিওসিয়া' প্রদেশে 'থিব্স' নগর নির্ম্মাণ করেন।

সেই সময়ে 'লিলেক্স' নামক এক ব্যক্তি মিসর হইতে আসিয়া 'লেকোনিয়া' প্রদেশে 'স্পার্টা' নগরের পত্তনারম্ভ করিয়া যান। ১৪৮৫ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ডানায়স্' নামে আর একজন মিসরীয় রাজা গ্রীসে আসিয়া 'আর্গস্' নগরে অবস্থান প্রাপ্ত হয়েন।

১৩৫০ পূঃ খৃঃ 'ফ্রিজিয়া' দেশের অধিপতি 'পিলপ্‌স' গ্রীসে আইসেন। তিনি এবং তাঁহার বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের দ্বারা গ্রীসের প্রায় সকল প্রদেশই অধিকৃত হয়। বোধ হয়, তজ্জন্য গ্রীসের সমুদায় দক্ষিণ ভাগ 'পিলপ্‌সের' নামানুসারে 'নিলপনিসস্' নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

'পিলপ্‌সের' বংশে জগদ্বিখ্যাত 'হরকুলিস্' নামক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, 'মাইসিনি' নগরাধিপের কন্যা 'আল্কমীন্যর' সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া দেবরাজ 'যুপিটর' তাঁহাকে হরণ করেন। তাঁহারই গর্ভে যুপিটরের ঔরসে হরকুলিসের জন্ম হয়। কিন্তু যুপিটরের পত্নী যুনো দেবী নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া সেই সপত্নীসন্তানের প্রাণ বিনাশার্থ দুইটি অজগর সর্প প্রেরণ করেন। হরকুলিস সূতিকাগারেই সর্পদ্বয়কে নিধন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এক পরাক্রান্ত সিংহকে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করেন, এক বহুশীর্ষ ভয়ঙ্কর বিষধরকে সংহার করেন এবং এক অতি অপরিষ্কৃত পূতিগন্ধ পীড়াকর স্থানে নদামুখ নির্ম্মুক্ত করিয়া দিয়া তৎসমুদায় পরিষ্কৃত করেন। এইরূপে বিবিধপ্রকারে লোকসাধারণের হিতসাধন ও দিগ্বিজয় করিয়া পরিশেষে সস্ত্রীক স্বদেশে আগমন করিলে পর, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্ববশীভূত করণাভিপ্রায়ে এমত একটী বিষাক্ত অঙ্গাভরণ পরিধান করিতে দেন যে, তদ্ধারণে নিতান্ত যন্ত্রণাযুক্ত ও অধীর হইয়া 'হরকুলিস' জ্বলন্ত চিতারোহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। যুপিটর দেব তৎক্ষণাৎ দিব্য রথ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

থিসিউস্ গ্রীসের আর একটী প্রসিদ্ধ মহাবীর। ইনি এথেন্স রাজ ইজিউসের পুত্র ছিলেন। কোন সময়ে এথেন্সবাসীরা ক্রীটরাজ মাইনসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি এথেনীয়দিগকে বর্ষে বর্ষে সাতটী কুমারী এবং তৎসংখ্যক কুমারকে ক্রীটরূপে করস্বরূপে প্রেরণ করিতে হইত। বোধ হয়, তাহারা ক্রীটের রাজা কর্ত্তৃক দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। কিন্তু এথেন্স

নগরের লোকেরা বলিত যে, ক্রীটদ্বীপে ডিডালস নামক কোন শিল্পি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক রাক্ষসগৃহ মধ্যে গো নরাকার মিনোটার নামে যে একটী অসুর বাস করিত, সেই অসুরের আহারের নিমিত্ত কুমার কুমারীগণ প্রেরিত হইত। রাজ কুমার থিসিউস স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া ক্রীটদ্বীপে গমন করিলেন, এবং মল্লযুদ্ধে মিনোটারকে নিহত করিয়া ক্রীটের রাজকুমারী আরিয়াড্নীকে বিবাহ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে তিনি রাজা হইয়া দেশের মঙ্গলোন্নতি সাধনের নিমিত্ত সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি এথেন্স নগরবাসিগণের ভাবী সভ্যতার মুলপত্তন করিয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বে এথেন্স নগর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র পল্লীতে বিভক্ত ছিল। তিনি উহাদিগকে একত্র করিলেন, এবং প্রজাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ধনবানদিগকে শাসন-কর্ত্তৃত্ব, মধ্যবিত্ত-দিগকে শিল্পকর্ম্ম এবং দীন প্রজাবৃন্দকে কৃষিকার্য্য অর্পণ করিলেন।

থিসিউসের এই প্রধান কীর্ত্তি ব্যতীত গ্রীক পৌরানিকেরা তাঁহার অনেক অদ্ভুত কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আর্গো নামক জল-যানারোহণে কৃষ্ণসাগর পারে কলকিস দেশ গমনের যে বিবরণ আছে তাহা অতীব চমৎকার জনক। কিন্তু এই ব্যাপারে থিসিউসের প্রধান কর্ত্তৃত্ব ছিল না; থেসালী প্রদেশের রাজা জেসন ইহাতে সর্ব্বাধ্যক্ষস্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে, থিব্স নগরের রাজকুমার ফ্রিক্সস্ এবং তাঁহার সহোদরা হেলি বিমাতার ঈর্ষায় পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিবার বাসনা করিলে দেবরাজ যুপিটর তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া এক স্বুবর্ণ-লোমযুক্ত অলৌকিক মেষ প্রেরণ করেন। হেলি এবং ফ্রিক্সস্ উভয়ে সেই মেষপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকাশপথে গমন করিতে করিতে রাজকুমারী হেলি হঠাৎ মহা ভয়ে ভীত হইয়া স্খলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যে স্থানে পড়েন, সেই সমুদ্রভাগকে অদ্যাপি হেলিস্পণ্ট বলে। ফ্রিক্সস নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণসাগর পার হইয়া কল্‌কিস্ দেশাধিপতির নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু কল্‌কিস্ দেশাধিপতি, ফ্রিক্সসের স্বুবর্ণময় ঊর্ণা পাইবার লোভে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।

কল্‌কিস্ রাজকৃত ঐ অপরাধের দণ্ড বিধানার্থ জেসন, গ্রীস দেশীয় মহাবীর সকলকে একত্রিত করিয়া আর্গো নামক জল-যানারোহণে কল্‌কিস দেশে গমন করেন, এবং কল্‌কিস্‌রাজের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তদপহৃত স্বুবর্ণময় ঊর্ণা এবং

রাজকন্যা মিডিয়াকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, জেসনের সমুদ্রযাত্রা ৬৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

আনুমানিক ১১৮৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আর একবার সমুদায় গ্রীস দেশের রাজগণ একমত হইয়া একত্রে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধযাত্রাকে 'ট্রয়ের যুদ্ধযাত্রা' কহে। ইহা মহাকবি 'হোমর' প্রণীত জগদ্বিখ্যাত 'ইলিয়ড' নামক মহাকাব্যে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, 'স্পার্টার' রাজা 'মেনেলেয়সের' পত্নী অপরূপ রূপবতী 'হেলেনা' ট্রয় রাজকুমার 'পারিস' কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, 'মেনেলেয়স' পত্নীর উদ্ধারের নিমিত্ত আপন ভ্রাতা 'আগামেম্নন' ও অন্যান্য রাজাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইঁহারা সকলে একমত হইয়া অন্যূন লক্ষ সৈনিক পুরুষ সমভিব্যাহারে গিয়া এসিয়া মাইনরের অন্তর্ব্বর্ত্তী 'ট্রয়' নগর আক্রমণ করিলেন। একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল নিরন্তর যুদ্ধ হইলে পর ট্রয় নগর অধিকৃত হইল, এবং গ্রীকেরা তত্রত্য সকল লোককে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া নিবৃত্ত হইল।

কিন্তু যে সকল গ্রীক রাজারা ট্রয় নগর ধ্বংস করিলেন, তাঁহারা সুখস্বচ্ছন্দে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। অনেকে পথিমধ্যে নানা ক্লেশ পাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন; আর যাঁহারা প্রাণে প্রাণে দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগের সমুদায় অধিকার আপনাদিগের হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে—পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা নাই।

'ট্রয়' যুদ্ধের অশীতিবর্ষ পরে আর একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। হরকুলিসের বংশীয়েরা আপনাদের কুলপতির মৃত্যুর পর 'ডোরিস' প্রদেশে যাইয়া বাস করে। তথায় 'ডোরিয়দিগের' আশ্রয় লাভে উহারা দিন দিন প্রবল হইতেছিল। প্রথমে 'হরকুলিসের' জ্যেষ্ঠপুত্র 'হাইলস' 'ডোরিস' হইতে আসিয়া পিলপনিসস অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার পর আরও একবার তদ্বংশীয়েরা ঐরূপ উদ্যম করেন। কিন্তু দুই বারই উঁহারা ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে ১১০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'টিমিনস', 'ক্রেস্ফন্টিস' এবং 'আরিষ্টডিমস' নামক হাইলসের পৌত্রত্রয়, 'আর্কেডিয়া' ভিন্ন 'পিলপনিসসের' অন্য সমুদায় অংশ অধিকার করিয়া লইলেন। 'টিমিনস' 'আর্গসের' রাজা হয়েন, এবং 'আরিষ্টডিমসের'

দুই পুত্র 'যুরিস্থিনিস্' এবং 'প্রক্লিস' উভয়ে মিলিত হইয়া স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ডোরীয়েরা যে যে দেশ জয় করে, তথাকার ভূমি সম্পত্তি সমুদায় আপনাদিগের হস্তগত করে। তাহাতে তত্তদ্দেশের পূর্ব্বাধিবাসিগণকে দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

[গ্রীসে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী এবং মহোৎসব স্থাপনের বিবরণ।]

ডোরীয়দিগের আগমন হওয়াতে পিলপনিসসের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ অনেকেই এসিয়া মাইনরের উপকূল ভাগে গিয়া নিবাস করে। কিন্তু কতকগুলি লোক মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স নগরে যাইয়া শরণ লয়। এথিনীয়েরা উহাদিগকে বাসস্থান এবং অভয় প্রদান করাতে ডোরীয়েরা ক্রুদ্ধ হইয়া এথেন্স নগর আক্রমণ করে। কিন্তু পরাক্রান্ত এথিনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিলে পরিণামে জয় পরাজয় কিরূপ হইবে, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ডেলফির মন্দিরে 'আপলো' দেবতার সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। দূতের প্রতি দেবতার এই আদেশ হইল যে, যদি ডোরীয়েরা এথিনীয় ভূপালের প্রাণ সংহার না করে, তাহা হইলেই উহারা শত্রুকে পরাজয় করিতে পারিবে, নচেৎ আপনারাই পরাজিত হইবে। এই দেবাদেশ শ্রুতিপরম্পরায় এথিনীয়দিগের কর্ণগোচর হইল, এবং তাহাদিগের রাজা উদারচেতা 'কোড্রস' নিতান্ত স্বদেশহিতৈষিতাপরবশ হইয়া শত্রুদ্বারা আত্মনিধনের সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি এক জন সামান্য কৃষকের বেশধারণপূর্ব্বক ডোরীয়দিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া কোন সৈনিকের সহিত ঘোরতর বিবাদ করতঃ অচিরাৎ তৎকর্ত্তৃক হত হইলেন। ডোরীয়েরা সকলেই শীঘ্র জানিতে পারিল যে, এথিনীয়-রাজ তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তখন অবশ্য পরাজিত হইবে জানিয়া তাহারা আর যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না—অবিলম্বে স্বদেশে প্রতিগমন করিল।

এথেন্সবাসীরা ইতঃপূর্ব্বেই স্বদেশে প্রজা-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। এখন এই সুযোগ পাইয়া তাহারা তদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিল যে, কোড্রসের তুল্য উৎকৃষ্ট রাজা আর কেহ হইবে না; অতএব অদ্যাবধি দেবরাজ যুপিটরই আমাদিগের রাজা হইবেন; আর নগরের

শান্তি রক্ষার ভার কোড্রসের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'মিডনের' প্রতি সমর্পিত হইবে; পরন্তু তাঁহার উপাধি রাজা না হইয়া 'আর্কন' (অর্থাৎ কর্ত্তা) হইবে। এথিনীয়েরা প্রথমে কতিপয় ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত 'আর্কন' পদাভিষিক্ত করে; কিন্তু কিছু কাল পরে ব্যবস্থা হয় যে, আর্কনেরা দশ বর্ষ মাত্র প্রভুত্ব করিতে পারিবেন, এবং তৎপরে আর্কনের পদ প্রতিবর্ষেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইত।

কোড্রসের মৃত্যুর পর প্রায় দুই শত বর্ষ কাল গ্রীসে নানা উপদ্রব ও রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সুস্পষ্ট বা সুনিশ্চিত নহে। যেমন কোন বাটী নির্ম্মাণের আরম্ভ হইলে সেই স্থান ধূলিময় এবং নিতান্ত অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারই মধ্যে ক্রমশঃ নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, এবং পরিশেষে সুন্দর সৌধ বিশেষ তথায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুশোভিত করে, গ্রীসের সেই সময়টী ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম সমূহ সংঘটিত হইয়া পরিশেষে সমুদায় গ্রীসে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল।

গ্রীসের প্রজাতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ঐকমত্য সংস্থাপনেরও এই সময়ে প্রথম সূত্রপাত হয়। পিলপনিসসের নৈঋত ভাগে 'ইলিস' নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। তথাকার রাজা মহাত্মা 'ইফিটস' আপন রাজধানী 'ওলিম্পিয়া' নগরে যুপিটর দেবের এক মন্দির এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ডেল্‌ফির আপলো দেবের স্থানে এইরূপ প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিলেন যে, চারি চারি বৎসর অন্তরে সকল গ্রীসীয় নগর হইতে শ্রাবণ মাসে ওলিম্পিয়া নগরে দূত গমন করিবে, এবং তথায় যুপিটর দেব ও হরকুলিসের উদ্দেশে, গ্রীক জাতীয় যাত্রিকেরা চারি দিবস নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিবে; যদি কোন দুই নগরের পরস্পর বিবাদ থাকে, তাহা ঐ চারি দিন নিবৃত্ত থাকিবে, এবং ওলিম্পিয়া সাক্ষাৎ দেবভূমি ও সাধারণের নির্ব্বিবাদ স্থান বলিয়া গণ্য হইবে। এই নিয়ম গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া ৭৭৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওলিম্পীয় মহোৎসব হইল। এই মহোৎসব হইতেই গ্রীসীয়েরা আপনাদিগের অব্দ গণনা করিত। গ্রীক ইতিহাস লেখকেরা কোন ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহা প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি যে কোন মহোৎসবের মধ্যে ঘটিয়াছিল, তাহাই লেখেন।

ওলিম্পীয় মহোৎসব সংস্থাপিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে করিন্থ, ডেল্‌ফি এবং

আর্গস নগরে আরও তিনটী মহোৎসব স্থাপিত হয়। এই চারিটী মহোৎসবে মল্লক্রীড়া, অশ্বক্রীড়া, রথচালন, সঙ্গীত, বাদ্য, কবিতা ইত্যাদি বিবিধ রমণীয় ব্যাপারের প্রদর্শন ও পরীক্ষা হইত। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাকে সর্ব্বজন সমক্ষে লরেল বৃক্ষ পত্র বিনির্ম্মিত মুকুট প্রদান করা হইত। তাহাতে তাঁহার যেরূপ গৌরব হইত, স্বর্ণ মুকুটে বিভূষিত কোন চক্রবর্ত্তী রাজারও তেমন গৌরব হইত না। এই সময়টী গ্রীক জাতির অভ্যুদয় কাল। জাতীয় অভ্যুদয় কালে লোকে অস্বার্থপর, উদার চরিত এবং কেবল যশোলব্ধ হইয়া সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করেন। ধন বই যে আর কিছুই কিছু নয়--গাছের পাতার মুকুটে যে কোন উপকার নাই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য এবং নীচানুকরণপ্রিয়, কেবল তাঁহাদিগেরই এইরূপ বুঝিবার ক্ষমতা হয় যে, ধন সঞ্চয় করাই মানব জন্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে গ্রীক জনপদ মাত্রেই লোকেরা নাগরিক, গ্রাম্য এবং দাস—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে যে প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তথাকার কেবল নাগরিকেরাই প্রবল ছিল; গ্রাম্য লোক এবং দাসেরা রাজশক্তির সহিত কোন সম্পর্কই রাখিত না। গ্রাম্য লোকেরা স্বাধীন ছিল এবং কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করিত; কিন্তু দাসেরা প্রভুদিগের নিতান্ত অধীন ছিল; এমন কি কোথাও কোথাও তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেও প্রভুদিগকে দণ্ডার্হ হইতে হইত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[লাইকর্গস্ এবং সোলন।]

গ্রীস দেশের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব এবং তুমুল অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পার্টা নগর সর্ব্বপ্রথমে বিমুক্ত হইয়া আপনার শ্রী এবং গৌরব সাধনে সমর্থ হইল। কথিত আছে যে, একজন মহানুভব পুরুষের প্রযত্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বারাই এই কল্যাণকর ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাঁর নাম 'লাইকর্গস'। ইনি ক্রীট ও আসিয়ামাইনর প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করত বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাই সকল দোষের আকর। কোন জাতি যদি কখন ইন্দ্রিয় সুখভোগে নিতান্ত তৎপরমতি

না হয়, তবে তাহাদিগের গৌরবের কদাপি হানি হইতে পারে না। অতএব স্পার্টার লোকেরা লাইকর্গসকে আপনাদিগের দেশের নিমিত্ত ব্যবস্থা-প্রণালী নিরূপিত করণের অনুরোধ করিলে, তিনি এই কয়েকটী অভূতপূর্ব্ব নিয়ম-সংস্থাপিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্পার্টার সকল লোকের সম্পত্তি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন, তাহাতে কেহ সম্পন্ন কেহ বিপন্ন এমন প্রভেদ রহিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ধন সঞ্চয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য মুদ্রার ব্যবহার রহিত করিলেন। কেবল দীর্ঘাকার লৌহখণ্ড মুদ্রার স্বরূপ প্রচলিত হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ স্পার্টার নাগরিকেরা কেহ আপনার বাটীতে যথেচ্ছ পান ভোজনাদি করিতে পারিবে না, সকলকেই সাধারণ ভোজন-গৃহে আসিয়া সাধারণ পাকশালায় প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ পিতা মাতা নিজ নিজ ইচ্ছাক্রমে সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করিতে পারিবেন না; কৌমারাবধি শিশুগণ সাধারণ শিক্ষাচার্য্য এবং ধাত্রীগণের নিকট সমর্পিত হইবে। উহারা যথা নিয়মে সকলকে লালন পালন এবং সুশিক্ষা দান করিবে। লাইকর্গস ইহাও নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে কোন শিশু হীনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ অথবা নিতান্ত দুর্ব্বল-শরীর হইলে তাহাকে প্রতিপালন না করিয়া 'টেজিটস' পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

লাইকর্গসের ব্যবস্থাপিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কিয়ৎকাল থাকিতে থাকিতেই স্পার্টানগরবাসীরা আপনাদিগকে অন্যাপেক্ষা এমত প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিতে লাগিল যে, অনতিবিলম্বে উহারা আর্গস এবং মেসিনিয়া নামক দুই দেশের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। আর্গসরাজ 'গেটন' অতি বিচক্ষণ ও সমরদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। স্পার্টীয়েরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। কিন্তু মেসিনীয়েরা উহাদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। স্পার্টানিবাসিগণ মেসিনিয়দিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিয়াছিল। এই হেতু ইহার কিছু কাল পরেই মেসিনিয়েরা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের সেনাপতি যুদ্ধবীর 'অরিষ্টমিনিস' অতি উদার স্বভাব এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার কৌশলে এবং বিক্রমে বহুকাল অবধি স্পার্টার জনগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভয়ব্যাকুল হইয়াছিল। পরিশেষে তিনিও যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশে এবং সিসিলি দ্বীপের উত্তর ভাগে যাইয়া

উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। মেসিনিয়দিগের সেই উপনিবেশ-স্থান অদ্যাপি "মেসিনা" নামে বর্ত্তমান আছে।

এইরূপে স্পার্টানগর সাতিশয় পরাক্রান্ত হইলে পর মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত আটিকা প্রদেশের রাজধানী এথেন্স নগরীও অতি শীঘ্র প্রসিদ্ধিলাভ করিল। এথেন্স নগরে পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া অবশেষে 'সাইলন' নামা কোন ব্যক্তি কতকগুলি 'সামান্য প্রজাকে' স্বদলস্থ করিয়া আপনি সর্ব্বাধিপত্যলাভের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিল। ইহাতে নাগরিক 'কুলীনবর্গ' তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া উঠে। সাইলন উহাদিগের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে কতিপয় অনুচর সমেত প্রাণভয়ে পলায়ন করতঃ এক দেবমন্দিরে শরণ লইল। গ্রীকজাতির মধ্যে এমত প্রথা ছিল যে, কেহ কোন দেবতার শরণ লইলে সে সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও ঐ দেবতার মন্দির মধ্যে কদাপি দণ্ডার্হ হইত না কিন্তু সাইলনের শত্রুপক্ষীয়েরা নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া সে প্রথার বিপরীতাচরণ করিল। সানুচর সাইলন দেবালয় মধ্যে নিহত হইল।

কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই এথেন্স নগরে আবার 'প্রজা সাধারণ' প্রবল হইয়া উঠিল এবং যে সকল কুলীনগণ বিধর্ম্মাচরণ সহকারে সাইলনের প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। এইরূপে দুই প্রতিপক্ষদলের পরস্পরের প্রতি বিবিধ অত্যাচার হওয়াতে প্রজামাত্রেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া 'ড্রেকো' নামক এক মহাত্মাকে ব্যবস্থাপকের পদে অভিষিক্ত করিল। ড্রেকো পরম জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতেন না যে, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি সাধারণের যেরূপ দ্বেষ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইয়া বরং তাদৃশ অনুচিত ব্যবস্থার প্রতিই বিরাগ জন্মে। এইটী না বুঝিয়া ড্রেকো এই নিয়ম করিলেন যে, দোষী মাত্রেরই প্রাণদণ্ড বিধেয় হইবে। ঈদৃশ কঠিন ব্যবস্থাপ্রণালী যে কখন কোন দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য।

এথিনীয়েরা অত্যল্প কাল মধ্যেই ড্রেকোর প্রণীত নিয়ম সকল অপ্রচলিত করিয়া 'সোলন' নামক কোন অতীব বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আপনাদিগের ব্যবস্থাপকরূপে বরণ করিল। সোলন ব্যবস্থাপক পদে অভিষিক্ত হইয়া যে সকল নিয়ম প্রচলিত করিলেন তাহার গুণে এথেন্স নগর অল্পকালে গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ এথিনীয়দিগের সাধারণী সভাতে কেবল বংশ মর্য্যাদানুসারেই সভ্যগণের অধিষ্ঠান হইত। সোলন তৎপরিবর্ত্তে উক্ত সাধারণ সভাকে বিভবানুসারিণী করিলেন। এইরূপ করাতে উচ্চ পদবীলাভ সকল ব্যক্তিরই স্ব স্ব যত্নের অধীন হইয়া আসিল। সোলন এথিনীয় নাগরিকদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীসম্ভুক্ত ছিল, তাহারা প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত। যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীসম্ভুক্ত, তাহারা অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিত। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ধর্ম্মধারী পদাতিক হইল। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। এই শ্রেণীচতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে সভা হইত, তাহাতে সকল শ্রেণীরই সমান শক্তি ছিল। প্রথম শ্রেণীর লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া যে সেই শ্রেণীর অভিমত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইবে এমন ছিল না। এই মহতী সভাতে রাজকীয় সকল বিষয়েরই বিচার এবং মীমাংসা হইত। কিন্তু ইহা ভিন্ন এথেন্সে আর দুইটী প্রসিদ্ধ সভা ছিল। তাহার একটীর নাম 'বুলি' বা চতুঃশতের সমাজ'। সাধারণ সভাতে কেমন সকল বিষয়ের বিচার হইবে, কি কি নিয়ম প্রস্তাবিত হইবে, কোন্ কোন্ প্রাচীন বিধি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রসঙ্গ হইবে, উক্ত 'বুলি' নামক সভাতে তাহাই নির্দ্ধারিত হইত। দ্বিতীয় সভার নাম 'এরিওপেগস্'। এই সভাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হইত। কিন্তু সকল সভা হইতেই সাধারণী সভাতে 'আপীল' অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইতে পারিত। সুতরাং ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সকল শক্তিই সাধারণী সভার হস্তগত হইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রথমেই সেরূপ হয় নাই। প্রত্যুত পিসিষ্টেট্‌স্ নামক কোন ব্যক্তি কৌশল করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় রাজশক্তি আপনার করকবলিত করত এথেন্সে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহার অন্যায়োপাত্ত রাজশক্তি ন্যায়পরায়ণতা সহকারে কার্য্যকারিণী হইয়াছিল। তাঁহার শাসনাধীন হইয়া এথিনীয় প্রজাগণ বহু কালের পর সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ লোকদিগের অতিশয় গৌরব করিতেন এবং স্বয়ং কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় মহাকবি হোমর প্রণীত কাব্যের সন্দর্ভ শোধন করিয়া তাহার বর্ত্তমান আকারে বিন্যস্ত করেন।

পিসিষ্ট্রেটসের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র 'হিপিয়াস' এবং 'হিপার্কস্' এথেন্সে

নগরে নির্বিবাদে রাজা হইলেন। কিন্তু এথিনীয়েরা চিরকাল অস্থিরমতি ছিল। বিশেষতঃ উহারা কখন দীর্ঘকাল পরাধীনতা সহ্য করিতে পারিত না। অতএব একটি সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল, এবং হিপার্কসকে বধ করিয়া হিপিয়াসকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল। হিপিয়াস স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া পারস্যরাজ প্রথম দরায়ুসের শরণাপন্ন হইলেন। দরায়ুসের সহিত এথিনীয়দিগের বিবাদের অন্য সূত্রও সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তিনি হিপিয়াসের সমীপে অঙ্গীকার করিলেন যে, গ্রীসদেশ জয় করিয়া তাঁহাকে সেই দেশের রাজা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[গ্রীকদিগের সহিত পারসীকদিগের যুদ্ধ।]

গ্রীকদিগের সহিত পারস্যরাজ দরায়ুসের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত, ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কথিত হইয়াছে যে, গ্রীস হইতে সময়ে সময়ে অনেকানেক লোক যাইয়া আসিয়া মাইনরের উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সেই সকল উপনিবেশস্থান অতি শীঘ্রই ধনে জনে সমৃদ্ধিলাভ করিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় এবং শিল্পনৈপুণ্যে গ্রীসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। যেমন কলমের গাছে মূল বৃক্ষ অপেক্ষাও অতি শীঘ্র ফল ধরে, উপনিবেশমাত্রেই প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীসের ঔপনিবেশিকেরা তাদৃশ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াও আপনাদিগের গৃহবিবাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। উহারা কখনই একমত অবলম্বন করিল না; প্রত্যুত ডোরীয়, আইওনীয় এবং ইয়োলীয়দিগের মধ্যে স্বদেশে যেরূপ বিবাদ ছিল, উপনিবেশ মধ্যেও সেইরূপ বিবাদ রহিয়া গেল। সুতরাং উহারা প্রতিবেশী 'লিডিয়া'রাজ "ক্রীসস্" কর্ত্তৃক একে একে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া রহিল। ক্রীসস্ পারস্যরাজ সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই অবধি গ্রীকদিগের উপনিবেশ সমস্তও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকেরা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিত, কোন সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহাচরণ করিয়া, স্বাধীন হয়। কিয়ৎকাল পরে একদা দরায়ুস "ডন" নদীর তীরবর্ত্তী "সিথীয়" জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসিলে, উক্ত গ্রীকেরা তাঁহাকে হীনবল বোধ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, এবং প্রথমে স্পার্টার এবং তৎপরে এথেন্সের

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনীয়েরা উহাদিগকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। তত্রত্য যোদ্ধৃগণের সহায়তায় বিদ্রোহীরা "সার্ডিস" নগর আক্রমণ করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই দরায়ুস ঐ বিদ্রোহ দমন করিলেন।

দরায়ুস সেই অবধি গ্রীক জাতির প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব এথেন্সরাজ হিপিয়াস তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে সাতিশয় আদরপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদায় গ্রীস দেশ জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তিনি স্বীয় জামাতা "মার্ডোনিয়সকে" সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া বহু সংখ্যক রণতরী এবং স্থলচর সৈন্যসহ গ্রীসে প্রেরণ করেন। কিন্তু "থ্রেসের" দক্ষিণ উপকূলে "এথস" পর্ব্বতের সন্নিধানে এক ভয়ঙ্কর ঝঞ্জাবায়ু উত্থিত হইয়া অনেক রণতরী ও তৎসহ বহু সৈনিক বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঐ যুদ্ধযাত্রা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া যায়।

কিন্তু দরায়ুস এইরূপ দৈবাঘাত দর্শনে ভীত হইলেন না। তিনি ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন সহকারে এক মহতী সেনা সংগ্রহ করিলেন, এবং 'ডেটিস' ও 'আর্টাফর্ণিস' নামক দুই জন সেনাপতির প্রতি তৎপরিচালনের ভার অর্পিত করিয়া গ্রীসে প্রেরণ করিলেন। এই সেনা কর্ত্তৃক গ্রীসের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ পরাজিত হইল, এবং পরিশেষে এথেন্সের সমীপবর্ত্তী 'ইউবিয়া' দ্বীপও অধিকৃত হইল। এথিনীয়েরা এই আসন্ন বিপৎকালে স্পার্টার স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু অদূরদর্শী ও একান্ত স্বার্থপর স্পার্টাবাসীরা আপনাদিগের উপর তৎকালে কোন বিপৎপাতের শঙ্কা নাই দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল না। যাত্রার শুভদিন নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। এথিনীয়েরা কি করে, শত্রু সমুপস্থিত দেখিয়া অনন্যসহায় আপনারাই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল। কথিত আছে যে, উহাদিগের সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার লোক ছিল, পারসীকেরা তিন লক্ষের ন্যূন নয়; সুতরাং পারসীকেরা বিবেচনা করিল যে, তাহারা অবশ্যই জয়ী হইবে। কিন্তু এথিনীয়দিগের সেনাপতি 'মিলটাইডিস' আপন সেনাদিগকে 'মারাথন' নামক স্থানে এমন সুকৌশলে ব্যবস্থাপিত করিলেন, এবং তাহারাও আপনাদিগের ধন, প্রাণ, স্বাধীনতাদি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে এতাদৃশ অদ্ভুতপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রকাশ করিল

যে, পারসীকেরা অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্ষত বিক্ষত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল।

দরায়ুস ঐ ঘটনার সংবাদ পাইয়াও নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি গ্রীস বিজয়ের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে মিসরীয়েরা বিদ্রোহ উত্থাপন করাতে তিনি গ্রীসের প্রতি শীঘ্র দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিতে পারিলেন না, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে গ্রীস দেশ পূর্ণ দশ বৎসরকাল নিরুপদ্রব রহিল। এই সময়ের মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টার সৈন্যগণ মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পারসীকদিগের অধিকৃত সমুদায় গ্রীসের দ্বীপগুলি আক্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন করিয়া দিল।

পরে ৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দরায়ুসের পুত্র জরাক্সিস অন্যূন বিংশতি লক্ষ সেনা এবং তদুপযুক্ত রণপোতসমূহ লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করিলেন। উত্তর ভাগের সমুদায় গ্রীসীয় নগর তাঁহার নিকট জল ও মৃত্তিকা প্রেরণ দ্বারা অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু মধ্য এবং দক্ষিণ গ্রীসের জনগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্ব প্রথমে থেসালি প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে "থর্ম্মপিলি" নামক একটী দুর্গম গিরিশঙ্কট মধ্যে কতকগুলি পিলপনিসীয় সেনা স্পার্টার রাজা "লিওনিডাস" কর্ত্তৃক সমানীত হইয়া জরাক্সিসের গতিরোধ করিল। ইহারা এমত সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল যে, একজন বিধর্ম্মিলোক একটী গোপনীয় পথ দ্বারা পারসীক সৈন্যকে উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আনয়ন না করিলে, বোধ হয়, এই স্থানেই জরাক্সিসকে পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইত। যাহা হউক পারসীকেরা রহস্য বর্ত্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া গ্রীক বীরগণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, এবং স্পার্টামহীপতি স্বদেশ প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করা একান্ত অবজ্ঞাস্পদজ্ঞানে সানুচর নিহত হইলেন।

জরাক্সিস্ এইরূপে থর্ম্মপিলি উত্তীর্ণ হইয়া, অতি দ্রুত গমনে এথেন্স নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। এথিনীয়েরা তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপক্ষের হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য জ্ঞানে বিজ্ঞবর 'থেমিষ্টক্লিসের' পরামর্শানুসারে সপরিবারে জাহাজারোহণ করিয়া 'সালামিস' 'ট্রেজিনা' এবং 'ইজাইনা' প্রভৃতি উপনিবেশে প্রস্থান করিল। জরাক্সিস তাহাদিগের জনশূন্য নগর অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময় পারসীকদিগের রণতরী সকল গ্রীকদিগের যুদ্ধপোতসমূহকে আক্রমণ করিল। সালামিস দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রে এই যুদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে সালামিসের যুদ্ধ বলে। ইহাতে পারসীকেরা থেমিষ্টক্লিসের যুদ্ধ কৌশলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, এবং পারস্য সম্রাট উপকূলভাগে একটী গণ্ডশৈলের উপর অবস্থিত হইয়া স্বচক্ষে আপন রণতরী ও সেনাসমূহের নিপাত দর্শন করিলেন। এই নৌযুদ্ধে গ্রীকদিগের বিক্রম দর্শনে তাঁহার মনে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, তিনি আপন সেনাপতি 'মার্ডোনিয়সের' পরামর্শানুসারে তাঁহার নিকট তিন লক্ষ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশপ্রস্থান করিতে কালবিলম্ব করিলেন না।

জরাক্সিস চলিয়া গেলে এথিনীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল, এবং অতি শীঘ্রই আপনাদিগের নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক এমত সুদৃঢ় প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল যে, উহা একেবারে শত্রুর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল। থেমিষ্টক্লিসের পরামর্শানুসারে এই সময় অবধি এথিনীয়েরা অনেকানেক সমুদ্রপোতও নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; তাহাতে এথেন্স নগর অচিরকাল মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে এবং বাণিজ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল।

ইহার পূর্ব্বে স্পার্টার রাজা, 'পসেনিয়স' এথেন্স নগরের সেনাপতি সুসাধু 'আরিষ্টাইডিস' উভয়ে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিওসিয়া প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথায় 'প্লেটিয়ার' যুদ্ধে মার্ডোনিয়সকে পরাজয় করিয়া গ্রীস দেশকে পারসীকদিগের উপদ্রব হইতে নিঃশেষে পরিত্রাণ করেন। যে দিন প্লেটিয়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিবস স্পার্টার অপর রাজা 'লিয়োটিকিডিস্' মিকেলির যুদ্ধে অবশিষ্ট আর এক দল পারসীক সৈন্যেরও বিনাশ করিয়াছিলেন।

যে সময়টীর স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণিত হইল, ইহা নিঃসন্দেহই গ্রীকজাতীয়দিগের মহামাহাত্ম্যের কাল। এই সময়ে গ্রীকেরা একান্ত অস্বার্থপরচিত্তে স্বদেশের হিত সাধনার্থ ধনপ্রাণ পণ করিয়াছিল, এবং এই জন্যই তাহারা তাদৃশ বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ বিদ্যানুশীলনদ্বারা জগতের উপকারসাধনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যাহার যে দোষ থাকে, তাহা কখনই নিতান্ত অস্ফুটভাবে থাকে না; সেই দোষের কোন কোন চিহ্ন সকল সময়েই অবশ্য প্রকাশ পায়। গ্রীকদিগের মধ্যে পরস্পর নিরতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল; তাহা স্পার্টীয়দিগের মারাথনের যুদ্ধে আসিতে অস্বীকার করায় একবার স্পষ্টীভূত হয়।

আবার যখন থেমিষ্টক্লিস এথেন্স নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন, তখন স্পার্টার লোকেরা তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে উক্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এথিনীয়েরাও যে নিতান্ত লঘুচিত্ত এবং অব্যবস্থিতবুদ্ধি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাহারা আপনাদিগের পরমোপকারী এবং সুবিজ্ঞ সেনানী পরম্পরার প্রতি সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া উহাদিগকে একে একে নির্ব্বাসিত ও অন্যান্য প্রকারে দণ্ডিত করে। প্রথমে তাহারা মারাথন যুদ্ধজেতা বিখ্যাত 'মিল্টাইডিস'কে কোন সামান্য অপরাধে অপরাধী করিয়া কারাগৃহমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। মিল্টাইডিস কারাগারেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার পর মহাত্মা 'আরিষ্টাইডিসকে' তাহারা অকারণে নির্ব্বাসিত করে। পরিশেষে রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষ 'থেমিষ্টক্লিস'ও এথিনীয়দিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েন। গ্রীকেরা এই সকল দোষেই পরিণামে অন্য কর্ত্তৃক পরাজিত এবং গৌরবচ্যুত হইয়া দীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পসেনিয়স—কাইমন—পেরিক্লিস—এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধি]

পরিণামে যাহাই হউক, সম্প্রতি পারস্যসম্রাটকে পরাজিত করিয়া অবধি কিছুকাল গ্রীকজাতির মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা ছিল না। তাহারা সমীপবর্ত্তী সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপগুলিকে অতি শীঘ্রই পারস্যের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল, এবং মধ্যে মধ্যে এসিয়াখণ্ডের নানা স্থানে সশস্ত্র অবতীর্ণ হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময় স্পার্টার রাজারা মিলিত গ্রীকসৈন্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধজেতা 'পসেনিয়স' কর্ত্তৃক পারস্য মহারাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। এই জন্য জরাক্সিস তাঁহাকে গোপনে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে সমুদায় গ্রীস দেশের একাধিপত্য এবং আপনার একটী কন্যা প্রদানের অঙ্গীকার করিলে, দুর্ম্মতি পসেনিয়স নিজ জন্মভূমির অপকার করণে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার কুমন্ত্রণা সফল না হইতে হইতেই স্পার্টার লোকেরা তাহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিয়া সাধারণী সভাতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। পসেনিয়স প্রাণভয়ে ভীত হইয়া একটি দেবালয় মধ্যে শরণ লইল। স্পার্টার নাগরিকেরা তাহার বধার্থে নিতান্ত উৎসুক হইয়া

ঐ দেবালয় সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবালয় মধ্যে নরহত্যা করিলে মহাপাপ হয়, এই জন্য সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কি করিবে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে পসেনিয়সের মাতা সেই স্থানে যাইয়া এক খণ্ড প্রস্তর দেবালয়দ্বারে সংস্থাপিত করিলেন। লোকে তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্কেতের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া প্রস্তরগ্রথিত করিয়া দেবালয়ের দ্বাররুদ্ধ করিয়া ফেলিলে পসেনিয়স অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পসেনিয়সের এই দুষ্টাচরণে স্পার্টার সুমহতী হানি হইয়াছিল। অপরাপর গ্রীক নাগরিকেরা স্পার্টার প্রতি বীতবিশ্বাস হইয়া আর তাহার অধীনে আপনাপন সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিল না। এথিনীয়েরাই এখন সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়া গ্রীসদেশে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব লাভ করিল, এবং আপনাদিগের সেনাপতি 'কাইমনের' পরামর্শানুসারে পারস্য রাজ্যের প্রতি মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া বিপুল অর্থ এবং যশোলাভ করিতে লাগিল। কাইমন মহাবীর মিল্টাইডিসের পুত্র ছিলেন। ইনি বহু যুদ্ধে পারসীকদিগকে পরাজিত করেন; বিশেষতঃ ৪৬৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইউরিমিডনের' যুদ্ধে পারসীকদিগের অনেক রণপোত এবং বহুসংখ্যক স্থলচর সৈন্য এক দিবস মধ্যেই পরাভূত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে কেবল কাইমনই যে এথেন্সের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এমত নহে। কাইমনের পিতৃশত্রু "জান্টিপসের" পুত্র "পেরিক্লিস" নামা অতি সদ্বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ এক ব্যক্তি সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া কাইমনের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। কাইমন এথেন্সের কুলীনদিগের এবং পেরিক্লিস তত্রত্য প্রজাসাধারণের স্বপক্ষ ছিলেন। এই দুই ব্যক্তিকে লইয়া এথেন্সে মহাদলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলাদলি আরও বদ্ধমূল হইবার হেতু এই যে, এথিনীয় কুলীনগণ স্পার্টার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া রাখিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিল। প্রজাসাধারণের ইচ্ছা তাহার বিপরীত ছিল। এই সময়ে লেকোনিয়া প্রদেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া স্পার্টার অনেক ক্ষতি হওয়াতে সেই সুযোগ পাইয়া হেলট নামক দাসবর্গ এবং মেসিনীয়েরা স্পার্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্পার্টাবাসীরা এই সময়ে এথেনীয়দিগের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিলে উহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা যাইবে কি না, এই বিষয় লইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দলে ঘোরতর বিসম্বাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে কাইমনের

মতাবলম্বীরাই জয় লাভ করিল; স্পার্টীয়েরা অনেক যুদ্ধের পর দাসবর্গকে দমন এবং মেসিনীয় বিদ্রোহীদিগকে নির্ব্বাসিত করিল। উক্ত মেসিনীয়েরা আবাস-বিরহিত হইয়া এথিনীয়দিগের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, এথিনীয়েরা উহাদিগকে "নাপাক্টস" নগরে অবস্থান প্রদান করিল। এই তৃতীয় মেসিনীয় যুদ্ধ ৪৫৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

এই যুদ্ধের শেষাবস্থায় এথিনীয়দিগের সহিত স্পার্টার বিবাদের সূত্রপাত হয়। স্পার্টার লোকেরা অকারণে এথিনীয়দিগের অপমান করিলে এথিনীয়েরা সেই আক্রোশে স্পার্টার চিরবৈরী 'আর্গসের' সহিত সন্ধি করে। তাহাতে করিন্থ নগর স্পার্টার স্বপক্ষ বলিয়া এথেন্সের প্রতি বিরূপ হয়, আর থিব্‌সও তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়। ফলতঃ গ্রীস দেশের চিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হয় যে, যে দেশ যাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সে তাহার অরিপক্ষ ও তৎপর-বর্ত্তী দেশের মিত্রপক্ষ হইয়াছিল। এইরূপ হওয়া একটী সাধারণ নিয়ম। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে ইহা প্রচলিত আছে। যাহা হউক এই বিবাদে দুই তিনটী যুদ্ধ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বিশেষ ফল দর্শে নাই। পরিশেষে 'কাইমন' এবং "পেরিক্লিস" উভয়ে একমত হইয়া ঐ শুষ্ক বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে পুনর্ব্বার সকল নগরে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইয়া সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

এইরূপ শান্তি ৪৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর 'ডেল্‌ফি' দেবালয়ের অধিকারিত্ব লইয়া ফোসীয় এবং ডেল্‌ফীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে স্পার্টীয়েরা ডেল্‌ফীয়দিগের এবং এথিনীয়েরা ফোসীয়দিগের স্বপক্ষ হইল। তিন বৎসর ধরিয়া এ বিবাদ চলে। পরে ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে "থুকিডিডিস্" নামা জনৈক-সুবিদ্বান্ ব্যক্তি এথেন্স নগরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি পেরিক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া যাহাতে সে সন্ধিস্থাপন না হয়, এথিনীয়দিগকে এমত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পেরিক্লিসের মতই রক্ষা পাইয়াছিল। থুকিডিডিস্ অতি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর পেরিক্লিস্ সেমস্ দ্বীপ জয় করেন, এবং অপরাপর

বহুস্থলে এথিনীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। তাহার পর তিনি এথিনীয়-দিগের সহকারী অপরাপর গ্রীকদিগকে বলিলেন, যদি তোমরা পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আপনারা সেনা ও রণতরী প্রস্তুত করিতে অনিচ্ছুক হও, তবে আমাদিগকে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান কর, আমরা সকলের প্রতি-নিধি স্বরূপ হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিব। এই প্রস্তাবে অনেকেই সম্মত হইল, সুতরাং সেই অবধি এথেন্সের নাগরিকেরা অপর গ্রীক-দিগের স্থানে কর গ্রহণ করিতে লাগিল। এই প্রকার সংগৃহীত অর্থ সমুদায়ই যে সংগ্রাম কার্য্যে ব্যয়িত হইত এমত নহে। উহার অধিকাংশই এথেন্সের শোভাবর্দ্ধনে পর্য্যবসিত হইত! এই এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধির কাল। এই সময়ে এথিনীয়দিগের যেমন বল বিক্রম, তেমনি প্রভুত্ব আর ততোধিক শিল্পনৈপুণ্য এবং বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন যে সকল বিচিত্র প্রাসাদ এথেন্সে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং যাঁহারা তদ্দর্শন করেন তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন যে, তেমন দিব্য নির্ম্মাণ কার্য্য পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। পেরিক্লিসের সময়ে যেমন হর্ম্ম্যশিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, তেমনি চিত্রবিদ্যা, ভাস্করীয় বিদ্যা, নাট্য-বিদ্যা এবং কাব্যে-তিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রেরও সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে "ফিডিয়াস" নামক পৃথিবীর অদ্বিতীয় শিল্পকর এবং "এস্কিলস্", "সফোক্লিস", "যুরিপিডিস" প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাটক রচয়িতৃগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিন্তু "পেরিক্লিস" এথিনীয়দিগের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াও উহাদিগের নৈসর্গিক কৃতঘ্নতা দোষের ফল ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার সদ্বক্তৃতাগুণে প্রজাসাধারণ অতি শীঘ্রই পুনর্ব্বার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িল এবং যাহারা তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই লজ্জা প্রাপ্ত হইল। পরন্তু পেরিক্লিস এথেন্সের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে 'আস্পেসিয়া' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারবনিতাদিগের এবং স্বদেশ প্রচলিত ধর্ম্মদ্বেষ্টা দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, অপরিসীম সম্পত্তিশালী হওয়ায় এথিনীয়দিগের মধ্যে বিলাসলালসা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা সেই সময় হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

[পিলপনিসীয় যুদ্ধ—নিসিয়াস্‌কৃত সন্ধি।]

এথিনীয়েরা যে স্বাভিসন্ধি সাধন নিমিত্ত অপরাপর গ্রীক নাগরিকদিগের স্থানে কর সংগ্রহ করিতেছিল, সেই অন্যায়াচরণের ফল অতি শীঘ্রই ফলিল। গ্রীক নাগরিকগণ এথেন্সের দৌরাত্ম্যে পরিপীড়িত হইয়া অনেকেই স্পার্টার সহায়তাবলম্বন দ্বারা এথেন্সের গর্ব্বচূর্ণ করিবার মনন করিয়াছিল। গ্রীকদেশে আইওনীয় এবং ডোরীয় নামক দুই জাতীয় লোক তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে আইওনীয়গণ সর্ব্বত্রই এথেন্সের সপক্ষ এবং তদ্দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া সাধারণ তন্ত্র শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিতে সমুৎসুক হয়। আর ডোরীয়গণ স্পার্টার সপক্ষ এবং তৎপ্রচলিত রীত্যনুসারে কুলীনতন্ত্র শাসন-প্রণালী গ্রহণ করিতে একান্ত যত্নবান থাকে। সুতরাং গ্রীসদেশ যে অতি শীঘ্রই দুই প্রতিপক্ষ মহাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষ এবং অবশেষে বিবাদ বিসম্বাদে এবং সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ পিলপনিসীয় যুদ্ধের আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ বহুকালব্যাপী হইয়াছিল এবং ইহার পরিণামে উভয় দলই এমত ক্ষীণবল হয় যে, অতি সহজেই সাধারণ শত্রুর কবলিত হইয়া পড়ে। প্রায়ই জ্ঞাতি বিবাদের ফল এই; তদ্দ্বারা কাহারও কোন লাভ হয় না; চরমে উভয় প্রতিপক্ষেরই সমূহ হানি ঘটিয়া থাকে।

এই মহাযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত অতি সামান্যরূপেই হইয়াছিল। ‘কর্সাইরা’ দ্বীপ এবং ‘এপিডাম্নস’ নগর উভয়ই করিন্থের উপনিবেশস্থান। ঐ দুই স্থানের লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া কর্সিরীয়েরা এথেন্সের এবং এপিডাম্নসের লোকেরা করিন্থের সাহায্য প্রার্থনা করে। করিন্থ স্বয়ং এথেন্সের সহিত বিরোধ করণে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া স্পার্টার শরণাপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আর্গস ব্যতীত আর সকল পিলপনিসীয় নগর এবং মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত ‘মেগারা’, ‘ডোরিস’, ‘লোক্রিস’, ‘বিয়োসিয়া’ ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশ স্পার্টার দলস্থ হইল। তদ্ভিন্ন ইহারা পারস্য সম্রাটের স্থানেও সাহায্য প্রার্থনা করিল। এথিনীয়েরা ‘কাইয়স’, ‘লেসবস’, ‘প্লেটিয়া’ ‘নপাকটশ’, ‘আকার্ণানিয়া’ প্রভৃতি কতিপয় জনপদবাসীদিগের স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে তুই দল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে স্পার্টার রাজা 'আর্কিডেমস্' ৪৩১ পূঃ খৃষ্টাব্দে বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আটিকা প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পেরিক্লিসের পরামর্শানুসারে এথিনীয়েরা আপনাদিগের সুদৃঢ় প্রাকার বেষ্টিত নগর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া রহিল; আর্কিডেমস অরক্ষিত তারদেশ বিলুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে এথিনীয়েরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। উহারা আপনাদিগের রণপোত সমস্ত সুসজ্জিত করিয়া পিলপনিসসের উপকূলভাগে গিয়া অবতীর্ণ হইল, এবং স্পার্টীয়েরা উহাদিগের যত ক্ষতি করিয়াছিল উহারা তাহার শত গুণ অধিক ক্ষতি করিয়া আসিল। ফলতঃ প্রথম বৎসরের যুদ্ধে এথিনীয়দিগের জয় স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় বৎসরে আর্কিডেমস্ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। এথিনীয়েরা পুনর্ব্বার এথেন্স নগরাভ্যন্তরে শরণ লইল এবং রণতরী দ্বারা স্পার্টা পক্ষীয়দিগকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ এথেন্সের মধ্যে বহুজন সমাগম জন্যই হউক বা কারণান্তর প্রযুক্তই হউক, তথায় ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হইল। এই মহামারীতে চারি সহস্র নাগরিক এবং অন্যূন দশ সহস্র দাসের মৃত্যু হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা পেরিক্লিসেরও লোকান্তর গমন হয়। এই জন্য ইহার পর বৎসর এথিনীয়েরা বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। বিক্রম প্রকাশ করিবে কি? যখন আর্কিডেমস্ এথেন্সের চির সুহৃদ প্লেটীয়দিগের আক্রমণ করিলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর তাহাদিগের নগর উৎসন্ন করিলেন, তখনও এথিনীয়েরা প্লেটীয়দিগের সাহায্যার্থে গমন করিতে পারিল না।

পিলপনিসীয় যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে ৪৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে লেস্‌বস দ্বীপের লোকেরা স্পার্টার সপক্ষ হইয়া এথেন্সের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু 'পাচিস' নামক এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক উহাদিগের প্রধান নগর 'মিটিলীনি' অধিকৃত হইল। সেই অবধি লেসবস দ্বীপ এথেন্সের মিত্ররাজ্য না হইয়া অধীনরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই বৎসর সিসিলী দ্বীপনিবাসী আইওনীয় এবং ডোরীয় নাগরিকদিগের মধ্যে গ্রীসের অন্তর্ব্বিবাদ সংক্রামিত হইয়া উক্ত দ্বীপের সিরাকুস এবং লিয়ন্টিন নামক নগরের মধ্যে প্রথম নগরটী স্পার্টার সপক্ষ এবং দ্বিতীয়োক্তটী এথেন্সের সপক্ষ হইয়া পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

৪২৬ পূঃ খৃঃ অব্দে এজিস নামা স্পার্টার রাজা পুনর্ব্বার সসৈন্যে আটিকা

আক্রমণ করিলেন। ডিমস্থিনিস নামা একজন এথিনীয় পোতাধ্যক্ষও মেসিনিয়া প্রদেশে সসৈন্যে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার প্রাচীন নগর পাইলসে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ মেসিনীয়েরা অনেকে আসিয়া মিলিত হয় এবং স্পার্টার লোকেরা সমূহ যত্ন করিয়াও সে দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। আপনাদিগের গৃহদ্বারে এমন প্রবল শত্রুর সমাবেশ দেখিয়া স্পার্টার জনগণ সাতিশয় সন্ত্রাশযুক্ত হইল। তখন স্পার্টীয়রাজ আটিকা হইতে সসৈন্যে স্বদেশ রক্ষার্থে ফিরিয়া পাইল সজয় জন্য উহার অনতিদূরবর্ত্তী স্ফাকটিরিয়া দ্বীপে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। এথিনীযেরাও সেইসময়ে ঐ যুদ্ধস্থলে কতকগুলি রণ-তরী প্রেরণ করে। সুতরাং স্ফাকটিরিয়া দ্বীপস্থ স্পার্টীয় সেনাগণ কোথায় পাইলস লইবে, না আপনারাই দুই দিকে শত্রুসৈন্যদ্বারা রুদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু রুদ্ধ হইলে কি হয়, উহারা অনেকেই স্পার্টার প্রধান প্রধান বংশের সন্তান, মানভয়ে ভীত এবং সকলেই রণপণ্ডিত; তাহারা এমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, এথিনীয়েরা দুই দিক হইতে একেবারে আক্রমণ করি-য়াও তাঁহাদিগের অধিকৃত দ্বীপে দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। এই সময়ে এথি-নীয়দিগের সভাতে, দুই ব্যক্তি অতিশয় প্রবল হইযাছিল। তাহাদিগের মধ্যে এক-জনের নাম ক্লিয়ন, অপর ব্যক্তির নাম নিকিয়াস। ক্লিয়ন নিতান্ত গর্ব্বিত, মূর্খ এবং অব্যবস্থিত চিত্ত ছিল। নিকিয়াস শান্তস্বভাব, বিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। যখন স্ফাকটিরিয়া জয় হইতেছে না, এই সংবাদ এথেন্সে পৌঁছছিল তখন ক্লিয়ন বলিয়া উঠিল, "যদি আমি সেনাপতি হই, তবে রণস্থলে গমন মাত্র স্পার্টীয় বীরগণকে পরাজিত ও নিগড়বদ্ধ করিয়া আনিতে পারি।" এথিনীয়েরা জানিত যে, ক্লিয়নের কোন ক্ষমতাই নাই। তথাপি লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের কি বিচিত্র কার্য্য! তাহারা তামাসা দেখিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ সকলে একমত হইয়া ক্লিয়নকেই সেনাপতি করিযা প্রেরণ করিল। কিন্তু কেমন দৈব ঘটনা! ক্লিয়ন স্ফাকটিরিয়া দ্বীপে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধের উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে স্পার্টীয়দিগের শিবির সন্নিহিত বনে অগ্নি লাগিল, সুতরাং উহারা যুদ্ধে যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরাজিত ও বন্দীকৃত হইল এবং ক্লিয়নের প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল।

ইহার পর ক্লিয়ন আর একটী যুদ্ধে যায়। মাসিডোনিয়ার সন্নিহিত সমুদ্রের

উপকূল ভাগে কতিপয় নগর এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছিল। বিশেষতঃ স্পার্টার রাজা মহাবীর সাধুশীল ব্রাসিডাস তৎপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া এথিনীয়দিগের অনেক হানি করিতেছিল। ক্লিয়ন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত এবং স্বয়ং নিহত হইল। কিন্তু স্পার্টীয়দিগের রাজাও বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হইলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষের বিবিধ অপকার দর্শনে উভয় দলের লোকেই সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে ৪২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইল। নিকিয়াস এই সন্ধির প্রধান প্রয়োজক ছিলেন বলিয়া ইহাকে নিকিয়াসের সন্ধি বলে।

অষ্টম অধ্যায়।

[সিসিলী আক্রমণ, আলকিবাইডিস, এথেন্সের স্বাধীনতা বিলোপ।]

গ্রীসে কোন সন্ধি স্থায়ী হইবার নহে। বিশেষতঃ এই সময়ে নিকিয়াসের প্রতিযোগী 'আলকিবাইডিস' নামক বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপর এবং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত যে যুবাপুরুষ এথিনীযদিগের সভামধ্যে আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার একান্ত বাসনা হইল যে, পুনর্ব্বার দুই দলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কারণ তাহা হইলে তিনি সেনাপতি হইয়া খ্যাতি এবং সম্পত্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন। ফলতঃ তাঁহার কৌশলেই পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে 'মিলস' দ্বীপ এথিনীয়দিগের অধিকৃত হয়।

এথিনীয়েরা ইহার কিয়ৎকাল পরে সিসিলীদ্বীপ জয়াভিলাষে বহু রণতরী এবং সমূহ সেনা প্রেরণ করে। প্রথমে আলকিবাইডিস্, লামাকস্ এবং নিকিয়াস তিন জনে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া সিসিলী যাত্রা করেন। কিন্তু আলকিবাইডিসের শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার অবিদ্যমানে অভিযোগ উত্থাপন করাতে তাঁহাকে প্রত্যানীত করিবার নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্রী প্রেরণ করা হয়। আলকিবাইডিস তৎপ্রাপ্তি মাত্র সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করতঃ স্পার্টা নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তিনি তত্রত্য নাগরিকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এথিনীয়েরা যাহাতে সিসিলী দ্বীপ জয় করিতে না পারে, এমত চেষ্টা করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্পার্টার লোকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতঃ অবিলম্বে "গিলিপস" নামা আপনাদিগের সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমেত সিসিলী

দ্বীপে প্রেরণ করিল। এদিকে "হর্ম্মক্রেটিস" নামক একজন সদ্বক্তা ও সদ্বিবেচক যুদ্ধবীর সিসিলী দ্বীপে সিরাকুসীয় নাগরিকদিগের অধ্যক্ষতা গ্রহণপূর্ব্বক বিলক্ষণ কৌশল সহকারে উক্ত নগর রক্ষা করিতেছিলেন। গিলিপসের সহিত তাঁহার সংযোগ হইলে এথিনীয়েরা দুর্ব্বল হইল। ফলতঃ কোন দেশের স্থান সন্নিবেশাদি যদি উত্তমরূপ জানা না থাকে, সেখানকার সমুদ্র ভাগের কোথায় কত জল, কেমন স্রোত কিছুই পরিজ্ঞাত না হয়, বিশেষতঃ যদি সেই দেশের প্রজা বিরূপ হয়, তবে তাহা জয় করা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। নিকিয়াসও যে তেমন কোন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না। আর তাঁহার অভিনব সহযোগী ডিমস্থিনিসও তাঁহার অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী লোক ছিলেন না। সুতরাং বিচক্ষণ হর্ম্মক্রেটিস এবং রণপণ্ডিত গিলিপসের হস্তে উহারা সর্ব্বতোভাবেই পরাভূত হইয়া সপোত সসৈন্য বন্দীকৃত হইলেন। বন্দীকৃত এথিনীয়েরা অধিকাংশই সিসিলীয়গণের দাসত্বে নিযুক্ত হইল।

এথেন্সে এই দুঃসমাচার প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। এথিনীয়েরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, গৌরব, বিভব সকলই সিসিলী সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর কখন পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ স্পার্টার লোকেরা উদ্যম করিলে সেই সময়েই এথেন্স জয় করিতে পারিত। কিন্তু উহারা তখন কিছুই করিল না। কেবল আটিকার মধ্যে "ডেসিলিয়া" নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এথেন্সের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। "আলকিবাইডিস"ও স্পার্টার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া এথেন্সের সহিত যে সকল দেশের মৈত্রী ছিল, তাহাদিগকে একে একে স্পার্টার সপক্ষ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এথিনীয়েরা আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া অগত্যা আলকিবাইডিসেরই প্রত্যাগমনার্থ সচেষ্ট হইল। আলকিবাইডিস বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তোমরা শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণী সভার ক্ষমতা হ্রাস করতঃ আমার মনোনীত চারিশত লোকের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ কর, তবে আমি তোমাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া শত্রু পরাভব করি। গত্যন্তর রহিত দুর্ভাগ্য এথিনীয়েরা তাহাই স্বীকার করিল; তখন "আলকিবাইডিস" স্বয়ং তাহাদিগের সেনাপতি হইলেন এবং অচিরকালমধ্যে স্পার্টার বহু সৈন্যচয় পরা-

ভূত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের পোতাধ্যক্ষ 'মিণ্ডেরসকে' যুদ্ধে নিহত ও তদধীন সমুদায় যুদ্ধপোত স্বহস্তগত করিলেন। এথিনীয়দিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু ইহার অত্যল্পকাল পরে আলকিবাইডিসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সৈন্যচয় অপর একজন সেনানায়কের দোষে স্পার্টার সুচতুর সেনাপতি ও রাজা লাইসাণ্ডার কর্তৃক পরাভূত হইল। ইহা হওয়াতে এথিনীয়েরা সন্দেহ করিল যে, আবার বুঝি আলকিবাইডিস শত্রুপক্ষ হইয়াছে, নচেৎ তৎপরিচালিত সৈন্যের কদাচ পরাভব হয় না; এই বিবেচনা করিয়া, উহারা আলকিবাইডিসকে পুনর্ব্বার নির্ব্বাসিত করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিল। আলকিবাইডিস ইহার পর আর কখন জন্মভূমির মুখ দর্শন করিতে পাইলেন না। পারস্য রাজের সেট্রাপ ফার্ণাবেজস তাঁহাকে বিনষ্ট করে।

ইহার পর "আর্গিমুস" অন্তরীপের সন্নিধানে স্পার্টার এবং এথেন্সের সৈন্যে তুমুল নৌসংগ্রাম হয়। তাহাতেও এথিনীয়েরা জয় লাভ করে, এবং বিপক্ষ সেনাপতি সুসাহসিক "কালিক্রেটিডাস" রণশায়ী হয়েন। কিন্তু এথিনীয় নাগরিকেরা এমনি পাপিষ্ঠ যে, যুদ্ধজেতা সেনানীগণের বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ করিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। বোধ হয় যেন এত দিনে এথিনীয়দিগের পাপের ভার পূর্ণ হইল। কারণ ইহার পর লাইসাণ্ডর পুনর্ব্বার স্পার্টার সেনাপতি হইয়া 'ইগসপটেমসের' যুদ্ধে এথিনীয় সমুদায় যুদ্ধপোত আপন হস্তগত করিলেন এবং অবিলম্বে সসৈন্যে এথেন্সের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এথিনীয়েরা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অশরণ হইয়া পড়িয়াছিল। লাইসাণ্ডর এথেন্স অধিকার করিয়া থেমিষ্টক্লিস বিনির্ম্মিত এথেন্সের প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন; এবং সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে নিজ নির্দ্দিষ্ট ত্রিংশৎ ব্যক্তির দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। তিনি এথিনীয়দিগকে অঙ্গীকার করাইলেন যে, তাহারা কখন বার খানির অধিক যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিবে না; আর তাহারা স্পার্টার শত্রুকে আপনাদিগের শত্রু এবং স্পার্টার মিত্রকে আপনাদিগের মিত্র জ্ঞান করিয়া চলিবে। ফলতঃ যে এথেন্স গ্রীকদেশের চক্ষুস্বরূপ ছিল, ইহার পর তাহা কেবল নামে মাত্র বিদ্যমান রহিল। এই ব্যাপার ৪০৪ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে।

নবম অধ্যায়।

[ত্রিংশদ্দুরাচারের শাসন—সক্রেটিস—বিদ্যাচর্চ্চা—
এজিসিলিয়স—পারস্য সাম্রাজ্য—জেনোফন—
আণ্টালকিডাস কৃত সন্ধি।]

এথেন্সে লাইসাণ্ডর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন আরম্ভ হইলে প্রজা সকল অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতে লাগিল। অনেক সুভদ্র ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন, অনেকে নির্ব্বাসিত হইলেন; দুষ্ট লোক মাত্রের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল; ফলতঃ এথেন্সের পরম শত্রুরাও উহার তাৎকালিক দুরাবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াছিল। অন্যের কথা কি, স্পার্টার লোকেরাও অনেকে আপনাদিগের পূর্ব্ব প্রতিযোগী এথেন্সকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার শাসনকর্ত্তা ত্রিংশদ্ব্যক্তির মধ্যে 'থরামিনিস' নামা একজন প্রজাপক্ষ হইয়া অত্যাচার নিবারণে যত্ন করাতে তাঁহার সহচরেরা দ্বেষভাবসম্পন্ন হইয়া হেমলক নামক বিষময় বৃক্ষপত্রের রস পান করাইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করে।

এই সময়ে "হেমলক" রসপানে আর একটী এথিনীয় মহাত্মার প্রাণবিনাশ হয়। ইনি পৃথিবীতে কেবল পরোপকার সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহাঁকে 'ডেলফির' জাগ্রত "আপলো" দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—ইহাঁরই শিষ্যমণ্ডলীর প্রণীত বিবিধ দর্শনশাস্ত্রের জ্যোতিঃ দ্বারা সকল ইউরোপীয় জনপদ অদ্যাপি প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে; ইহাঁরই চরিত্র অদ্যাপি ইউরোপীয় লোকের আদর্শস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; এই পরমজ্ঞানী মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক, জগৎগুরু, সুসাধু, সক্রেটিস এই সময়ে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর মৃত্যুর বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেরই শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং সকলেরই মন হইতে মৃত্যুভয় দূরীকৃত হয়। ইনি কারারুদ্ধ হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যে কথোপকথন করেন, তাহারই তাৎপর্য্য সঙ্কলন করিয়া তদীয় প্রিয় শিষ্য "প্লেটো" জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তক পাঠ করিয়া জীবাত্মার চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে এমত দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, একদা "ক্লিয়ম্ব্রোটাস" নামা কোন গ্রীক যুবক স্বেচ্ছাতঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সক্রেটিসও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিতে গেলে

অবশ্যই বোধ হইবে যে, ইহলোকে মনুষ্যের যে সকল দুর্ঘটনা ঘটে তাহার সকলই তাঁহার ইহজন্মার্জ্জিত স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইতে পারে না।

এথেন্স হইতে যত সুভদ্র ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হয়েন তন্মধ্যে 'থ্রাসিবুলস' নামা এক মহাত্মা ত্রিংশদ্দুরাচারের প্রতি প্রজামণ্ডলীর বিরাগ দর্শন করিয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধনের উপায় করিলেন। ইনি হঠাৎ আসিয়া এথেন্স আক্রমণ করতঃ উক্ত দুরাচারদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। স্পার্টার লোকেরাও দয়া প্রকাশ করিয়া এথেন্সকে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে দিল। বিশেষতঃ লাইসাণ্ডরের প্রতিপক্ষ স্পার্টার রাজা 'পসেনিয়সের' অনুগ্রহে এথিনীয়েরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের পূর্ব্বরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিতে পারিল।

এথিনীয়েরা ইহার পর শীঘ্র কোন বিশেষ যুদ্ধে হস্তার্পণ করে নাই। তাহাদিগের নগরে 'আরিষ্টফেনিস' প্রভৃতি যে সকল মহাকবিগণ নাটিকা ত্রোটকাদি বিরচন করিতেছিলেন, 'প্লেটো' এবং 'ডাইওজিনিস' প্রভৃতি দার্শনিকগণ দর্শন শাস্ত্রের যেরূপ সম্যক্ চর্চ্চা করিতেছিলেন, থুকিডিডিস্ প্রভৃতি ইতিহাস লেখকগণ যে সকল বিচিত্র পুরাবৃত্ত বিরচন দ্বারা গ্রীকদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিতেছিলেন, এথিনীয়েরা সেই সকল দর্শন শ্রবণাদি করিয়া নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কালাতিবাহিত করিতে লাগিল।

কিন্তু স্পার্টার লোকেরা কখনই কাব্যরসপ্রিয় ছিল না; যুদ্ধই তাহাদিগের একমাত্র ব্যবসায় ছিল; তাহারা পারস্যরাজ্যের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিমগ্ন হইল।

পারস্য সম্রাটেরা গ্রীসের প্রতিকূলে সমূহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাদিগের বৃহৎ সাম্রাজ্য অতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং কোন সম্রাটই সমধিক কাল রাজ্য করিয়া দেশের বলবৃদ্ধি করেন, এমত অবকাশ পান নাই। জরক্সিসের পরবর্ত্তী ভূপালেরা কেহ দুই মাস কেহ বা সাত মাস মাত্র রাজ্য করিয়া কোন বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপন ব্যতিরেকেই লোকান্তর গমন করেন। পরিশেষে 'আর্টাজরক্সিস নিমন্' এবং 'সাইরস' নামক ভ্রাতৃদ্বয়ে রাজ্যাধিকার লইয়া মহা বিবাদ হয়। 'সাইরস' কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার লোভে কতকগুলি গ্রীক জাতীয় সৈন্যের সহায়তায় জ্যেষ্ঠের প্রতিকূলে জৈত্র যাত্রা করেন। বেবিলনের নিকটবর্ত্তী 'কুনাক্সা' নামক স্থানে দুই

প্রতিপক্ষসৈন্যে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গ্রীক সেনাগণ বিজয়ী হয়; কিন্তু সাইরস স্বয়ং নিহত হয়েন। ইহার পর পারস্য সম্রাটের অনুচরবর্গ উক্ত গ্রীক সেনার অধিনায়কগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রাণবধ করে। এইরূপে গ্রীক সৈন্যগণ শক্ররাজ্য মধ্যে রাজবিহীন এবং নায়কবিহীন হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু সুসম্মিলিত সাহসিক বীরগণের কেমন ক্ষমতা! দশ সহস্র মাত্র গ্রীক সেনা অনায়াসে বিঘ্নসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সক্রেটিসের শিষ্য বিজ্ঞবর জেনোফন নামক ইতিহাস-লেখক ঐ গ্রীক সেনাগণকে স্বদেশে প্রত্যানীত করেন।

এই সময় অবধি গ্রীকজাতির সহিত পারসীকদিগের পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গ্রীস দেশের মধ্যে এক্ষণে স্পার্টাই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল। অতএব তদ্দেশীয় সেনাপতিগণ সসৈন্যে যাইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগি-লেন। 'এজিসিলেয়স্' নামা অতি বুদ্ধিমান স্পার্টার খঞ্জ ভূপাল পারস্য সাম্রাজ্যকে ছারখার করিয়া ফেলিলেন। পারসীকেরা বাহুবলে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া আপনাদিগের অর্থবল বিস্তার আরম্ভ করিল; উহারা আর্গস, করিন্থ, এথেন্স এবং থিবস প্রভৃতি নগরের নাগরিকগণকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত করিল। এই যুদ্ধের উপক্রম হইলে স্পার্টীয়েরা আপনাদিগের রাজা এজিসিলেয়সকে গ্রীসে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি স্বদেশের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারিলেন না। পরিশেষে ২৮৭ পূঃ খৃঃ অব্দে 'আণ্টাল কিডাস' নামক একজন স্পার্টার নাগরিক পারস্যে যাইয়া সাধারণ সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিল। উক্ত সন্ধিপত্রীর নিয়মানুসারে 'এসিয়া মাইনরের' উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় উপনিবেশ সমুদায় পারস্য সম্রাটের অধীন হইল, গ্রীসের অন্তর্গত কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ নগর মাত্রের পরস্পর স্বাধীন থাকিবার প্রস্তাব হইল, এবং স্পার্টার যুদ্ধপোত সমস্ত পারস্য সম্রাটের হস্তগত হইল। ফলতঃ একান্ত স্বার্থপর স্পার্টার লোকেরা আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রীসের মাহাত্ম্য পারস্য-সম্রাটের পদাবনত করিল।

দশম অধ্যায়।

[থিব্‌সের প্রাধান্য—ফিলিপ—ডিমস্থিনিস—মাসিডোনিয়ার প্রাধান্য।]

স্পার্টীয়েরা এইরূপে পারস্যের সহিত হীন সন্ধি করিয়া নানা প্রকার

কৌশলে পুনর্ব্বার স্বদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা তাহাদের সেনাপতি 'ফিবিডাস' অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক থিবস নগরের দুর্গাধিকার করিয়া তন্মধ্যে সৈন্য রাখিয়া আসিল। স্পার্টীয়েরা ফিবিডাসের দণ্ড করিল বটে, কিন্তু তৎকৃত অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। এই সময়ে থিবসের সহিত স্পার্টার সন্ধি ছিল; সুতরাং স্পার্টার তাদৃশ দুষ্টাচরণ দর্শনে গ্রীসের সকল লোকেই স্পার্টীয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে 'পিলোপিডাস' নামক কোন মহাত্মা থিবস হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া স্থানান্তরে নিবাস করিতেছিলেন। তিনি একদা রাত্রি-যোগে কতিপয় স্বজন সমভিব্যাহারে ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া থিবস নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং স্পার্টীয়পক্ষ দুরাচারদিগকে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত করিয়া, জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। এই সময়ে 'ইপামিনণ্ডাস' নামা কোন পণ্ডিত থিবসে বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া তৎকালোপযোগী শস্ত্রবিদ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে পর, থিবসের লোকেরা তাঁহাকেই সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। ইপামিনণ্ডাস যুদ্ধে নানা প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিলেন, এবং 'লিউক্ট্রার' যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয়দিগের গর্ব্বচূর্ণ করিয়া স্পার্টা নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে গেলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে থিবস নগর গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইল। এথিনীয়েরাও ঈর্ষাবশ হইয়া আপনাদিগের পরম শত্রু স্পার্টীয়দিগের সহিত যোগ দিল। কিন্তু উহারা কেহই থিবসের তেজোহ্রাস করণে সমর্থ হইল না। 'মান্টিনিয়ার' যুদ্ধে এথেন্স এবং স্পার্টার মিলিত সৈন্যচয় ইপামিনণ্ডাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি স্বয়ং নিহত হইলেন। এই সময়ে স্পার্টার রাজা সুবিখ্যাতনামা এজিসিলেয়সও লোকান্তর গমন করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মিসরে গমন করিয়াছিলেন। কারণ মিসরীয়েরা পারস্যরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু এজিসিলিয়স মিসরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি হীনবল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনান্তর লৌকিকলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে স্পার্টীয়েরা একান্ত ক্ষীণবল হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং ৩৬১ পূঃ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র অবধারিত হইয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমরানল নির্ব্বাপিত হইল।

থিবীয়দিগের প্রাধান্যের সময় তাহারা মাসিডোনিয়া প্রদেশে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। তৎকর্তৃক মাসিডোনীয় রাজাদিগের অন্তর্ব্বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, এবং তথাকার রাজপুত্র ফিলিপ থিব্স নগরে আনীত হয়েন। ইপামিনণ্ডাস, যুবরাজ ফিলিপের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে স্বাবিষ্কৃত সমর-কৌশল সকল শিক্ষা করাইয়া বিলক্ষণ যুদ্ধনিপুণ করিয়াছিলেন। ফিলিপ স্বদেশে রাজা হইয়া আপনার রণপাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মাসিডোনিয়া এবং থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় ঔপনিবেশিক-দিগকে আপন অধীন করিলেন, মাসিডোনিয়ার সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, এবং যখন গ্রীকেরা সকলে মিলিত হইয়া ফোসীয়দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি কৌশলপূর্ব্বক আপনাকে ঐ মিলিত সৈন্যের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করাইলেন! এইরূপে মাসিডোনিয়ার রাজা গ্রীসের মধ্যে অদ্বিতীয় শক্তি-সম্পন্ন হইলে পর কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এথেন্স নগরের প্রধান সদ্বক্তা 'ডিমস্থিনিস' বহু পুর্ব্বাবধি ফিলিপের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জগতে যে সকল প্রজা-সাধারণ ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছেন, ডিমস্থিনিস তাঁহা-দিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহাঁর জীবনচরিত পাঠ করিলে মনে অদ্ভুত রসের উদয় হয়, এবং 'মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই,' এই প্রসিদ্ধ উক্তি সপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি বালককালে তোতলা ছিলেন, ইহাঁর মুদ্রা-দোষও বিবিধ প্রকার ছিল; স্মৃতিশক্তিও উত্তম ছিল না—বহু পরিশ্রমে যাহা অভ্যাস করিতেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা সমুদায় বিস্মৃত হইতেন। ইনি শিক্ষা-গুরুও উত্তম পায়েন নাই, এবং সহাধ্যায়িগণ পাঠকালে ইহাঁর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিয়া হাস্য বিদ্রুপাদিদ্বারা সর্ব্বদাই মনোমালিন্য জন্মাইত। কিন্তু ডিমস্থিনিস্ এই সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া জগতে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার তুল্য সদ্বক্তা কোন ব্যক্তি এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বাল্যকালে জিহ্বার জড়তা নিবারণ করিবার নিমিত্ত মুখমধ্যে উপলখণ্ড স্থাপন করিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন—মুদ্রাদোষ নিবারণার্থ আপন স্কন্ধদেশের উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ করবালদ্বয় আলম্বিত করিয়া রাখিতেন, সুতরাং বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হইলেই অসি-

ধারে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইত।—স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তিনি যে পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহা স্বহস্তে সমুদয় লিখিতেন, বিশেষতঃ থুকিডিডিস প্রণীত বিচিত্র ইতিহাস গ্রন্থখানিকে তিনি উপর্য্যুপরি আট বার লিখেন। পরন্তু পাছে লোকালয়ে গমন করিলে নিরর্থক সময়াতিপাত হয়, এই ভয়ে অর্দ্ধমুণ্ডিত মস্তক হইয়া স্বগৃহে নিরুদ্ধ থাকিতেন; এবং একখানি দর্পণ সমক্ষে রাখিয়া স্ববিরচিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বয়ং স্বকীয় দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। ডিমস্থিনিস্ এইরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ এবং যেমন দুরাকাঙ্ক্ষ তেমনি চতুর, সুতরাং কেহ তাহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন না। ডিমস্থিনিস্ এথেন্স পুরবাসিগণকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতেন, যেন তাহারা ফিলিপের বলবৃদ্ধি করিতে না দেয়। কিন্তু এথিনীয়েরা প্রথমে কোন বিশেষ চেষ্টা করিল না। পরিশেষে ৩৩৮ পূঃ খৃঃ অব্দে যখন ফিলিপের দুষ্টাভিপ্রায় সুব্যক্ত হইল, তখন এথিনীয়েরা থিবীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া 'কিরোনিয়া' নামক স্থানে যুদ্ধ করে। কিন্তু সেই যুদ্ধে উহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হয়। এই অবধি মাসিডোনিয়ার রাজা নামে না হউন, কিন্তু কার্য্যে সমুদায় গ্রীসের অধিপতি হইয়াছিলেন। অনন্তর ফিলিপ মনস্থ করিলেন, সমুদায় গ্রীসীয় সৈন্য লইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ৩৩৭ পূঃ খৃঃ অব্দে করিন্থ নগরে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে অবধারিত হয় যে, গ্রীসের সর্ব্বস্থান হইতে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিলিপ পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু 'পসেনিয়স' নামা কোন দুরাত্মা সহসা তাঁহার প্রাণবধ করাতে তৎকালে সম্মিলিত গ্রীকদিগের অভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

[মহানুভব আলেকজাণ্ডার—এণ্টিপেটর।]

যখন ফিলিপের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডারের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র। কিন্তু আলেকজাণ্ডার সেই তরুণ বয়সেই নিজ নৈসর্গিক অসাধারণ ক্ষমতার নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন, তাঁহাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তদীয় পিতৃশত্রুগণ সকলে পুনর্ব্বার শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রণসজ্জা করিয়া প্রথমতঃ থ্রেসদেশবাসী

অসভ্য লোকদিগের উপর আপনার প্রভুত্ব পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য অনেক শত্রুকে দমন করিয়া নিজ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল একেবারে উপদ্রবশূন্য করিয়াছেন, এমত সময়ে শুনিলেন, থিবীয়েরা সকলে ঐক্যমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে। তাহারা জনরবে শ্রবণ করিয়াছিল যে, আলেকজাণ্ডার থ্রেসবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই শুনিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আলেকজাণ্ডার এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র অতি বেগে আগমন করিয়া হঠাৎ থিবসনগর সমক্ষে উপনীত হইলেন। থিবীয়েরা তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। আলেকজাণ্ডার উহাদিগের প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সমুদায় থিবস নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, আর যাবতীয় নাগরিকগণকে দাসস্বরূপে বিক্রীত করিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডারের এই পরুষ দণ্ডে যদিও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইয়াছে বটে, তথাপি উহার দ্বারা তৎকালে এই এক মহদুপকার দর্শিল যে, বিদ্রোহোন্মুখ অপরাপর গ্রীকেরা তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া নিবৃত্ত হইল, এবং যেমন তাহারা তাঁহার পিতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার প্রাধান্যও স্বীকার করিল।

৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ত্রিংশৎ সহস্র পদাতি এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে গেলেন। এসিয়ামাইনরে 'গ্রাণিকস' নদীর কূলে প্রথম যুদ্ধ হইলে তিনি জয়লাভ করিলেন এবং তাহাতেই সমুদয় এসিয়ামাইনর তাঁহার অধিকৃত হইল। অনন্তর পারস্য সম্রাটের বৃত্তিভুক্‌ অনেক গ্রীসীয়সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও "হালিকার্ণাসস্‌" নগর আলেক্‌জাণ্ডারের অধিকৃত হইল। ইহার পর "গর্ডিয়ম" নামক নগরে প্রবেশ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডার তথাকার প্রসিদ্ধগ্রন্থি ছিন্ন করতঃ তথাকার ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ করিয়া আপনি যে এসিয়াখণ্ডের প্রধান সম্রাট হইবেন, জনগণের মনে এমত প্রতীতি জন্মাইলেন। এইরূপ কথিত ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থি খুলিতে পারিবে সেই এসিয়াখণ্ডে অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য লাভ করিবে। আলেকজাণ্ডার গ্রন্থি মোচন করিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজ করবাল দ্বারা তাহা ছিন্ন করতঃ কহিলেন, "এইরূপেই সাম্রাজ্য লাভ করিতে হয়।" ইহার পর তিনি 'সিডনস্‌' নামক নদীর

সাতিশয় শীতল জলে অবগাহন করিয়া হঠাৎ জ্বরিত হয়েন। সেই পীড়ার সময় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল :—"আপনার চিকিৎসক ফিলিপ শত্রুস্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ঔষধের ছলে আপনাকে বিষপ্রদান করিবে, অতএব ফিলিপ প্রদত্ত ঔষধ আপনি সেবন করিবেন না।" কিন্তু আলেকজাণ্ডার শৈশবাবধি ফিলিপকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন; তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাপি এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; এইজন্য যখন ফিলিপ তাঁহাকে ঔষধ প্রদান করিতে আসিলেন, আলেকজাণ্ডার এক হস্তে সে ঔষধ লইয়া পান করিতে করিতে অপর হস্ত দ্বারা ফিলিপকে পূর্ব্বোক্ত পত্র পাঠ করিতে দিলেন। ধর্ম্মাত্মা ফিলিপ আপনার প্রতি প্রভুর তাদৃশ বিশ্বাস দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

পারস্যরাজ দরায়ুস এত দিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিয়া সিলিসিয়া প্রদেশের প্রান্তে আসিয়া আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করিলেন। ঐ স্থানের নাম 'ইসস্'। তথায় যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে পারস্যসম্রাট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও কন্যাদ্বয় বিজেতার হস্তগত হইয়া তৎকর্তৃক অতি সমাদর ও সম্মান পূর্ব্বক পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার বহু যত্নে 'টাইয়র' এবং 'গাজা' নামক নগরদ্বয় অধিকৃত করিয়া তত্রত্য নাগরিকগণের থিবীয়দিগের তুল্য দুর্গতি করিলেন এবং ক্রমে 'পালেষ্টিন', 'সিরিয়া' ও 'মিসর' প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া 'লিবিয়া' মরুর মধ্যস্থ 'যুপিটর আমন' দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলেন। আলেকজাণ্ডার নীল নদের মুখে আলেকজান্দ্রিয়া নগর নির্ম্মাণ করেন। টাইয়র বিনাশে চতুর্দ্দিকস্থ নানা দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থে আলেকজান্দ্রিয়াতেই আসিতে থাকায় সেই নগর অচিরকাল মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দরায়ুস পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর সৈন্যসংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার তৎশ্রবণমাত্র মিশর হইতে নির্গত হইলেন, এবং 'ইউফ্রেটিস' ও 'টাইগ্রিস' নদী উত্তীর্ণ হইয়া 'আর্বেলা' নামক স্থানে আসিয়া পারসীক সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রিতে আলেকজাণ্ডারের প্রধান সেনাপতি পার্মিনিও তাঁহাকে রকান উন্নত

প্রদেশ হইতে শত্রুসৈন্য প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই রাত্রিতেই শত্রুকে আক্রমণ করা বিধেয়। কিন্তু মহাত্মা আলেক্‌জাণ্ডার উত্তর করিলেন, "না আমি চৌর্য্য দ্বারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী নহি।" যুদ্ধে আলেক্‌জাণ্ডারের সম্পূর্ণ বিজয় হইল (৩৩১ পূঃ খৃঃ); দরায়ুস নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার সহচর দুরাত্মা 'বেসস' কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। আলেক্‌জাণ্ডার বেসসের প্রতি সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'বাকৃট্রিয়া', 'সগ্‌ডিয়ানা' প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশ সমস্ত আলেক্‌জাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিল। তিনি ক্রমে ক্রমে আধুনিক তুরাণের দক্ষিণ ভাগ ও কাবুল প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া বর্ত্তমান আটক নগরের সন্নিহিত কোনস্থানে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে 'পোরস' নামা কোন বীর পুরুষ পঞ্জাব প্রদেশে রাজ্য করিতেন। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন পুরঃসর আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং তাঁহার সমুদায় সৈন্য যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশেষে পোরস বন্দিভাবে আলেক্‌জাণ্ডারের সমক্ষে নীত হইলে যখন বিজেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাবীর! তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব?" পোরস নির্ভয়ে উত্তর করিলেন "রাজার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহাই কর।" আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার তেজোগর্ভ বাক্যে রুষ্ট না হইয়া সাতিশয় তুষ্টই হইলেন, এবং রাজোচিত ব্যবহার করিয়া পোরসকে তাঁহার সমুদায় রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

পোরসকে জয় করিয়া আলেক্‌জাণ্ডার দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ শতদ্রু নদীতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার সৈন্যগণ নিরন্তর যুদ্ধপরিক্লিষ্ট হইয়া অতঃপর দিগ্বিজয়ে তাঁহার সহগামী হইতে অসম্মত হইলে আলেক্‌জাণ্ডারকে অগত্যা দিগ্‌বিজয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি সহজে ফিরিয়া আসিলেন না। তিনি সিন্ধু নদীতে অনেক তরী নির্ম্মাণ করাইয়া 'নিয়ার্কস' নামা আপনার এক জন সেনাপতিকে পোতাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন এবং আপনি স্থলচর সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া উক্ত নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমস্ত জয় করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, পরিশেষে যখন ভারত সমুদ্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তখন আর

নূতন দেশ জয় করা হইল না ভাবিয়া আলেক্‌জাণ্ডার মনোদুঃখে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

নিয়ার্কস সমুদায় অর্ণবপোত লইয়া সমুদ্রে গমন করতঃ ক্রমে আরব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধু নদীর মুখ হইতে পশ্চিমাস্য হইয়া গমন করতঃ বলেচ্ স্থানের ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সেই মরুভূমিতে বিবিধ কষ্টে আলেক্‌জাণ্ডারের সমূহ সৈন্য নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে তিনি বেবিলন নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

কিন্তু অতঃপর আলেক্‌জাণ্ডারকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হইল না। তাঁহার সাতিশয় পানদোষ জন্মিয়াছিল; এমন কি, এক দিন অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া তিনি এমত উন্মত্ত হয়েন যে, আপনার প্রিয়তম সেনাপতি ও ধাত্রীপুত্র ক্লাইটসকে স্বহস্তে নিহত করেন। এই পান দোষেই তাঁহার ভয়ঙ্কর জ্বর উপস্থিত হয়। তিনি একাদশ দিবস জ্বর ভোগ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন।

আলেক্‌জাণ্ডার অন্যান্য যুদ্ধবীর রাজাদিগের ন্যায় নরশোণিতলোলুপ ছিলেন না। তিনি খ্যাতিলিপ্সা করিতেন বটে, কিন্তু কেবল যুদ্ধ করিয়াই যে খ্যাতিলাভ করিবেন, এমত ইচ্ছা করিতেন না। যাহাতে মনুষ্য সাধারণের বিদ্যা ও সুখবৃদ্ধি হয়, নিরন্তর এমন চেষ্টা করিতেন।

আলেক্‌জাণ্ডার যুদ্ধে যত নগর নষ্ট করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক নগর সংস্থাপিত করেন। তিনি গ্রীস হইতে আগমন কালে স্বসমভিব্যাহারে অনেকানেক ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা এসিয়াখণ্ডে গ্রীকদিগের শাস্ত্র এবং শিল্প-বিদ্যা প্রচারিত হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের গুরু জগদ্বিখ্যাত "আরিষ্টটল" নিজ শিষ্য কর্ত্তৃক প্রেরিত বিবিধ রত্ন, প্রাণী ও উদ্ভিদাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডারের আর এক মহা গুণ এই বলিতে হয় যে, তিনি বিজিত পারসিকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া যাহাতে তাহারা গ্রীকদিগের ন্যায় জ্ঞানবান ও গুণবান হয়, এমত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দরায়ুস

রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতিকেও অনুরোধ করিয়া প্রধান প্রধান পারসীক বংশীয় কামিনীগণের পাণিগ্রহণ করান। সম্রাট এইরূপে গ্রীক এবং পারসীকদিগকে মিলিত করিয়া উভয়ের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে গ্রীকেরা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ আলেক্‌জাণ্ডার পারসীকদিগের ব্যবহৃত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত প্রভৃতি অতি বিনীতবৎ আচরণে আপনার মনোস্তুষ্টি প্রকাশ করাতে সাহঙ্কার-প্রকৃতিক গ্রীকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অনেকে রাজবিদ্রোহের মন্ত্রণা করিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডার বহু যত্নে ঐ বিদ্রোহের দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে 'পার্মিনিও' এবং তৎপুত্র 'ফিলোটাস' প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক আলেক্‌জাণ্ডার যে একজন অতি উদার চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে যে ব্যক্তি আশৈশব যখন যে কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার কীর্ত্তি জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলেরই স্বীকৃত হইয়া থাকে, এবং যাহার মনোগত কোন বাসনাই কখন ব্যর্থ হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি যে আপনার অলৌকিক সৌভাগ্য দর্শনে আপনাকে মনুষ্যসাধারণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে, এবং আপনাকে মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় কোন কোন নিয়মের অনধীন জ্ঞান করিবে, ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

আলেক্‌জাণ্ডার যখন পারস্য দেশ জয় করিতে যান, তখন পিতৃবন্ধু 'এণ্টিপেটরকে' আপন প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া মাসিডোনিয়ায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। এণ্টিপেটর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। স্পার্টানিবাসিগণ প্রথমে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। কিন্তু এণ্টিপেটর 'ইজি' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাভূত করিলে স্পার্টায়েরা তাঁহার পদাবনত হইয়া শরণ প্রার্থনা করে। ইহার পর আর গ্রীসে শীঘ্র কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে, এথিনীয়েরা অস্ত্র ধারণ করে। উহারা প্রথমে এণ্টিপেটরকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করে, এবং তাহার পর থেসালীর অন্তর্গত 'লামিয়া' নামক নগরে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। পরন্তু, হঠাৎ উহাদিগের সেনাপতির মৃত্যু

এবং এসিয়া হইতে সমূহ মাসিডোনীয় সৈন্যের আগমন হওয়াতে এথিনীয়েরা ৩২২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ক্রাননের' যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই সময়ে ডিমস্থিনিস বিষ-পানদ্বারা শরীর ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত এথেন্সের মাহাত্ম্যও তিরো-হিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

[আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ—গ্রীসে রোমীয়দিগের প্রাধান্য।]

আলেক্‌জাণ্ডার মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হইবেন তিনিই আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন। বোধ হয়, যেন ঐ মহাত্মা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে উত্তরাধিকারিত্বে কাহাকেও অভিহিত করায় আপনার মানহানি ব্যতীত অন্য কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতিগণ যিনি যাহা পাইলেন, অমনি সেই রাজ্যের রাজা হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 'টলমি সোটর' মিসরের রাজা হইলেন, এণ্টিপেটর ও তাঁহার পুত্র 'কাসাণ্ডর' মাসিডোনিয়ার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, 'আন্টিগোনস' এবং 'ইউমিনিস' এসিয়া মাইনরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, 'সেলুকস' বেবিলন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন এবং 'লিসিমাকস' থ্রেসে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কাসাণ্ডর মাসিডোনিয়ার আধি-পত্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আলেক্‌জাণ্ডারের বংশনাশ করিলেন। আন্টি-গোনস কর্ত্তৃক ইউমিনিস হত হইলেন। তাহাতে আন্টিগোনসের প্রতি রুষ্ট হইয়া অপরাপর সেনাপতিগণ সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং ৩০১ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র 'ডেমিট্রিযসকে' ইপসরের যুদ্ধে পরা-ভূত করিয়া আপনারা তাঁহাদিগের সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। এই ডেমিট্রিয়স ইহার কিয়ৎকাল পরে এথেন্সে গিয়া তথায় আপন পক্ষ বৃদ্ধি করেন, এবং তাহার পর ম্যাসিডোনিয়ার রাজা হন; কিন্তু নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত 'ইপাইরসের' রাজা 'পিরহসে'র সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেলুকস তাঁহাকে ধরিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পিরহস কিছুকাল মাসিডোনে রাজ্য করিলে পর থ্রেস দেশের রাজা লিসিমা-কস আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। পিরহস লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া মাসিডোন ত্যাগ করিলে লিসিমাকস তাবৎ গ্রীস ও মাসিডোনের

উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাপালন নিতান্ত মন্দ করেন নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীর অনুরোধে তৎ সপত্নী পুত্রের প্রাণবধ করিলে পর, তাঁহার বিধবা পুত্রবধু দুঃখার্ত্ত হইয়া সেলুকসের সমীপে পলায়ন করিল। সেলুকস তৎকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ২৮৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'সাইরুপিডিয়নের' যুদ্ধে সসৈন্যে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু সেলুকসও গ্রীসের অধিরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন না। মিসররাজ টলমির পুত্র 'টলমি সেরানস' সেলুকসের প্রাণবধ করিয়া আপনি মাসিডোনের রাজা হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে 'কেল্ট' জাতীয় অনেক লোকে গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সেরানস হত হইলেন। এই কেল্ট জাতীয়েরা আপনাদিগের রাজা 'ব্রেনস' কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ডেলফির দেবালয় আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই (২৭৯ পূঃ খৃঃ)। টলমি সেরানসের মৃত্যু হইলে পব ডেমিট্রিয়সের পুত্র 'আন্টিগোনস গনাটাস' মাসিডোনিয়ার রাজা হয়েন--কিন্তু পিরহস ইটালি হইতে আসিয়া তাঁহাকে একবার সিংহাসন ভ্রষ্ট করেন; পরে পিরহস স্বয়ং আর্গস আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইলে গানাটাস পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

গনাটাসের বংশীয় 'ফিলিপ' যে সময়ে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনাধিকারী হইলেন, তখন তিনি অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন; অতএব 'আন্টিগোনস ডসন' নামে এক ব্যক্তি তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিলপনিসসের অন্তর্গত 'একেয়া' প্রদেশের বারটি নগরের লোক মিলিত হইয়া একটি সাধারণ সভা স্থাপন করতঃ পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমুদায় গ্রীসের স্বাধীনতা সাধনের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু তৎকালে স্পার্টার রাজা 'এজিস' এবং তাঁহার পর তদুত্তরাধিকারী 'ক্লিওমিনিস' উভয়ে নিজ প্রজাবর্গের রীতি চরিত্র সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার স্পার্টা নগরের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য সংস্থাপনের যত্ন করিতে ছিলেন। একীয় নাগরিকগণের প্রাড্‌বিবাক 'আরাটস' ও তাহাদিগের সেনাপতি 'পিলোপিমেন' মাসিডন রাজপ্রতিনিধি আন্টিগোনস ডসনকে আপনাদিগের পক্ষ করিয়া স্পার্টার রাজা ক্লিওমিনিসের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ২২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সেলোসিয়ার যুদ্ধে স্পার্টার রাজা পরাজিত হইলেন।

যে সময়ে একীয় নাগরিকেরা পরস্পর সন্ধিবন্ধনদ্বারা প্রবল হইবার চেষ্টা পায় সেই সময়ের মধ্যে গ্রীসের ইটোলিয়া প্রদেশবাসিগণও আপনাদিগের মধ্যে ঐরূপ সন্ধিবন্ধন করে। অতএব তৎকালে এথেন্স, স্পার্টা, থিব্‌স প্রভৃতি গ্রীসের প্রধান প্রধান স্থান বলহীন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে একীয়, ইটোলীয় এবং মাসিডোনীয় এই তিন জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পর বিবাদেই গ্রীসের স্বাধীনতা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কারণ রোমীয়েরা তৎকালে সাতিশয় প্রবল হইয়া ক্রমশঃ আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল; মাসিডোনরাজ ফিলিপ উহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইটোলিয়ার সৈন্যগণ রোমীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিল এবং সেই জন্যই 'কাইনোকিফেলী' নামক স্থানে (১৭৯ পূঃ খৃঃ) যে যুদ্ধ হয় তাহাতে মাসিডোনীয়রাজ পরাজিত হইলেন। এই সময়াবধি রোমীয়েরা গ্রীস দেশে অদ্বিতীয় প্রাধান্য লাভ করিল। ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'পর্সিয়স' রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি রোমীয়দিগের প্রাধান্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। 'পিডনা' নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমীয়েরা জয়ী হইয়া পর্সিয়সকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যায় (১৬৮ পূঃ খৃ)।

ইহার কিয়ৎকাল পরে একীয়েরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশপূর্ব্বক রোমীয়-দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে এক দল রোমীয় সৈন্য আসিয়া গ্রীস আক্রমণ করে, এবং 'লুকোপিট্রার' যুদ্ধে একীয় সেনাগণকে পরাভূত করিয়া করিন্থ নগর ধ্বংশ করিয়া ফেলে (১৪৬ পূঃ খৃষ্ট)। সেই সময়ে রোম কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, গ্রীসের নগরে নগরে আর কোন প্রকার সন্ধিবন্ধন হইবে না, এবং অতঃপর রোমীয়েরাই গ্রীস দেশের শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

সপ্তম প্রকরণ।

রোমকজাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ইটালী দেশের প্রকৃতি ও বিভাগ—ঐ দেশ নিবাসী প্রাচীন জাতীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—রোমের পূর্ব্বাবস্থা—উহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—রোমীয়দিগের সামাজ ব্যবস্থা—শাসন-প্রণালী—বিবিধ প্রকার সাধারণী সভা—ধর্ম্মপ্রণালী—রাজতন্ত্রতার নাশ।]

ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী প্রায়দ্বীপ আছে। ঐ প্রায়দ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, এবং ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। উহার মধ্য ভাগে মেরুদণ্ড স্বরূপ আপিনাইন নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, এবং সেই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগের উপত্যকা ভূমিতে নানা জনপদ আছে।

পূর্ব্বকালে এই দেশের দক্ষিণ উপকূলে গ্রীক জাতীয় লোকেরা আসিয়া অনেকানেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। তাহার উত্তরে অর্থাৎ ইটালী দেশের মধ্যস্থলে পিলাসজীয় বংশোদ্ভব লোকেরা বাস করিত। তাহারা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রথমে তাহাদিগের ঐক্যবাক্য ছিল। পিলাস্‌জিজাতীয়দিগের উত্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমান টাস্কানী প্রদেশে আর একটি স্বতন্ত্র জাতির নিবাস ছিল। তাহাদিগের নাম ইট্রস্কান বা ইট্রুরীয়জাতি। আরও উত্তরে অর্থাৎ পো নামক নদীর অববাহিকার মধ্যে গলজাতীয় লোকের বাস ছিল। এই জন্য তৎপ্রদেশ শিশাল্পিন্‌গল্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

ইটালীর মধ্যস্থল নিবাসী যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিলাস্‌জীয় জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা লাটিন, অস্কান, ভলসীয়, সাবাইনীয়, সাম্নাইট, ইকুরীয় এবং অম্ব্রিয় ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা যে সকলেই এক বংশোদ্ভব, এক প্রকৃতিক এবং পূর্ব্বে একই মূল ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারাই মিলিত হইয়া পরাক্রান্ত রোমীয় জাতির উৎপাদন

করে, সুতরাং তাহাদিগের বিবরণেই সমুদায় ইটালী দেশের ইতিবৃত্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাসাদি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত জাতীয়েরা কতিপয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রামে বাস করিয়া থাকিত, এবং তাহারই মধ্যে কোন গ্রাম বিশেষকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া স্বীকার করিত। উল্লিখিত লাটিন জাতীয়দিগের ঐরূপ প্রধান স্থলের নাম 'আলবালঙ্গা' ছিল। ত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন লাটিন নগরের প্রতিভূগণ প্রতি বর্ষে এক একবার করিয়া সেই নগরের প্রান্তে আগমন করতঃ 'যুপিটর লাটিয়ারস' দেবের পূজা এবং সাধারণ-বিবেচ্য বিষয় সকলের বিচার করিত।

টাইবর নদীর তীরবর্ত্তী পালাটাইন পর্ব্বতের অধিত্যকায় রোম নামে যে নগর ছিল তাহা ঐ ত্রিশটী লাটিন নগরের মধ্যে একটি। এই নগরটী ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে এবং সমুদায় ইটালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তর প্রদেশ নিবাসী গলজাতীয়েরা এই নগর আক্রমণ করতঃ ইহার সাতিশয় দুরবস্থা করিয়া পরিশেষে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে ইহার প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ যাহা ছিল, সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রোম নগর কিরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়াছিল—কোন্ কোন্ প্রধান ব্যক্তি বা ইহাতে প্রাচীন কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কোন্ সময়ে এই নগরের শাসন-প্রণালী কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—তৎসমুদায় সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। পরন্তু রোমীয়েরা কালক্রমে অতিশয় প্রবল ও সম্পত্তিশালী এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত হইয়া উঠে সুতরাং তাহারা আপনাদিগের জন্মভূমির পুরাবৃত্ত সংকলনে যে সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; জনশ্রুতি পরম্পরায় এবং প্রাচীন কবিগণের রচনায় যে সকল পুরাকালের বিবরণের উল্লেখ ছিল, তাহা হইতেই পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকেরা এক এক প্রকার স্ব স্ব মনঃ কল্পিত পুরাবৃত্ত সংকলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লিপি-কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া নব্য ইউরোপীয় লোকেরাও বহুকালাবধি উক্ত কল্পিত বিবরণ সমস্তকে প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সকল বিবরণের বাস্তবিক প্রকৃতি অবগত হওয়া গিয়াছে। পরন্তু আধুনিক অনুসন্ধান

যায় উক্ত উপাখ্যান সমস্তের অলীকত্ব সপ্রমাণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন রোমীয়-দিগের সামাজিক অবস্থা এবং শাসন-প্রণালীর অনেকানেক বিচিত্র নিয়মও অবগত হওয়া গিয়াছে—অতএব তাদৃশ অনুসন্ধান যে পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের পক্ষে বিশিষ্ট ক্ষেমঙ্কর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

রোম নগর লাটিন জাতির অধিকৃত ভূভাগের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে সাবাইনীয়দিগের অধিকার এবং উত্তর ভাগে ইট্রুরীয়দিগের দেশ। কোন সময়ে সাবাইনীয়দিগের এবং ইট্রুরীয়দিগের দুইটী নগর রোম কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অথবা তাহার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়া যায়। তদবধি রোমের প্রজাবর্গ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রকৃত রোম নিবাসিগণ রামনিস্—সাবাইনীয় নগরবাসীরা টাইটিস্—এবং ইট্রুরীয় বংশোদ্ভব সকলে লুসিরিস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শ্রেণী ত্রিতয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীর যাদৃশ ক্ষমতা, সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর তাদৃশ ছিল না। প্রত্যেক শ্রেণী দশটী দশটী ভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল ভাগের নাম 'কিউরী'। অতএব রোম নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশটী কিউরী ছিল। প্রত্যেক কিউরীও দশ দশ 'জেন্সে' বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেন্সের অন্তর্গত লোকেরা আপনাদিগকে সগোত্র জ্ঞান করিত, সুতরাং রোমে তিন শত স্বতন্ত্র গোত্রের বাস ছিল। গোত্র-সম্ভূত ব্যক্তিবর্গকে পেট্রিসীয় বলা যাইত।

উক্ত তিন শত গোত্রের মধ্যে যে দুই শত গোত্র রামনিস্ এবং টাইটিস্ শ্রেণী ভুক্ত ছিল, সেই দুই শত গোত্রের জ্ঞানবান বয়োবৃদ্ধ গৃহ স্বামিগণ রাজার উপদেষ্টা এবং কার্য্যসচিব ছিলেন। উহাদের যে সভা হইত, তাহার নাম সেনেট। সেনেটের সভ্যগণ রাজাদেশানুসারে সভাস্থলে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। যে বিষয়ে রাজা এবং সেনেটের এক মত হইত, তাহা পূর্ব্বোক্ত তিন শত জেন্সের 'কমিটিয়া কিউরীয়েটা' নামক সাধারণ সভাস্থলে পুনর্ব্বার বিচারিত হইত। ইহাতেই দেখা যায় যে, রোমীয়েরা কখনই একান্ত রাজতন্ত্রাধীন ছিল না। প্রথমাবধি তাহাদিগের রাজগণকে প্রজাসাধারণের অভিমতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইত। রোমের রাজা একাধারে রোমের প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান বিচারকর্ত্তা, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান যাজক ছিলেন; কিন্তু তিনি তথাকার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন না—আর শান্তি-

রক্ষণাদি কর্ম্মেও তিনি সেনেটের অভিমতি না লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ কমিটিয়া কিউরীয়েটা সভাতে তাঁহার প্রতি অভিযোগ পর্য্যন্ত চলিতে পারিত। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাস লেখকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মার্স দেবের পুত্র মহাবীর 'রমুলস' রোমনগর সংস্থাপিত করিয়া উল্লিখিত সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া যান।

যদি এই পর্য্যন্তই দেখিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে রোমের রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রোমীয়েরা প্রথমাবধি সাতিশয় সমরপ্রিয় ছিল। তাহারা অনুক্ষণ চতুর্দ্দিকস্থ লাটিন, সাবাইনীয় এবং ইট্রুরীয় জাতির প্রতি আক্রমণ করিয়া আপনাদিগের অধিকার বৃদ্ধি করিত। কথিত আছে যে, তাহাদিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাজা 'টলস্ হষ্টিলিয়স' এবং 'আঙ্কস্ মার্সসের' সময়ে রোম নগরের বহির্ভাগে অনেক লোক তাহাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করে। কমিটিয়া কিউরীয়েটা সভাতে সে সকল লোকের আহ্বান হইত না। তাহাদিগকে 'প্লিবীয়' বলা যাইত। তদ্ভিন্ন রোমনগরের মধ্যে অনেকানেক শিল্পী ও অপরাপর বৈদেশিক লোক আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা কোন জেন্স সম্ভূক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং সাধারণ সভাস্থলে তাহাদিগের আহ্বান হইত না। তাহাদিগকে 'ক্লাইএণ্ট' কহিত। ক্লাইএণ্টরা নগর মধ্যেই বাস করিত, অথচ শাসনকার্য্য সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং তাহারা নাগরিক দুষ্ট লোকের ভয়ে এক একটি জেন্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত কি জেন্স সম্ভূক্ত পেট্রিসীয়, কি প্রত্যন্ত নিবাসী প্লিবীয়, কি জেন্স-শরণাপন্ন নাগরিক ক্লাইএণ্ট, ইহাদিগের সকলেরই আবার অনেকানেক ক্রীত দাস ছিল। দাসেরা নিতান্ত হীন অবস্থায় কালযাপন করিত; উহাদিগের স্বামী উহাদিগকে বিক্রয় করিতে পারিত, প্রাণবধ করিলেও দণ্ডার্হ হইত না—ফলতঃ গৃহপালিত গো-মেষাদির অবস্থা হইতে দাসদিগের অবস্থা অধিক উৎকৃষ্ট ছিল না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, রোমের শাসন-প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল—বাস্তবিক প্রজাতন্ত্র ছিল না।

কিন্তু কালক্রমে প্লিবীয়দিগের সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, লুসিরিস হইতেও জেন্স স্বামিগণ সেনেট সভায় প্রবিষ্ট হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে

লাগিল এবং প্রাচীন জেন্স কতিপয় ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন প্লিবীয়দিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ ধনশালী ছিল, তাহারা নূতন নূতন জেন্সে নিবদ্ধ হইল। কথিত আছে, রোমের পঞ্চম রাজা টার্কুইনস্ প্রিস্কসের রাজ্যকালে এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটে।

রোমের ষষ্ঠ রাজা 'সার্ব্বিয়স্' প্লিবীয়দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নগর ও পল্লীগ্রাম নিবাসী সমুদায় প্লিবীয়দিগকে ত্রিংশৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কমিটিয়া ট্রিবিউটা নামে তাহাদিগের একটী সাধারণ সভা সংস্থাপিত করেন। কিন্তু প্লিবীয়েরা সেই সভাস্থলে সমাগত হইয়া কেবল আপনাদিগের শ্রেণীসম্পৃক্ত সকল বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারিত; সাধারণ রাজশাসনকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। সর্ব্বিয়স্ আর একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা সাধারণ সকল বিষয়েই প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা প্রাপ্তি হইবার সোপান হইল। এই সভার নাম কমিটিয়া সেঞ্চুরিয়েটা। উহাতে দাস ভিন্ন অপর সকল প্রকার রোমীয় লোকের আহ্বান হইত। ইহার সভ্যগণ স্ব স্ব বিভবানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ পাঁচ শ্রেণী আবার ১৯৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেক ভাগকে সেঞ্চুরি বলিত। কিন্তু কোন সেঞ্চুরিতে অল্পসংখ্যক এবং কোনগুলিতে অধিকসংখ্যক লোক থাকিলেও সভাস্থলে প্রতি সেঞ্চুরির মতই সমান বলবৎ হইত। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই অশীতি সেঞ্চুরি নিবেশিত থাকাতে এবং অপর চারি শ্রেণীতে ১১৫টী সেঞ্চুরি থাকায় সভার সমুদায় ক্ষমতাই সেই শ্রেণী সম্ভুক্ত আঢ্য রোমীয়দিগের হস্তেই ছিল বলা যায়। বস্তুতঃ মহাত্মা সোলন্ এথেন্স নগরে যে প্রণালীতে সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন, সর্ব্বিয়সের এই সভাও বহু অংশে তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এই প্রকার বিভবানুসারিণী সভার দোষ গুণ দুইই আছে। ইহার গুণ এই যে, বংশ মর্য্যাদানুসারিণী শাসন-প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কোন সামান্য বংশোদ্ভব ব্যক্তি যদিও সহস্র গুণশালী হয়েন, তথাপি তিনি রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। নীচবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়াই ঈশ্বর প্রদত্ত গুণগ্রামকে নীচ ব্যবসায়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হয়। চেষ্টা করিলে উন্নতিলাভ করিতে পারিব, মনোমধ্যে এমত একটা বোধ না থাকিলে কোন ব্যক্তিই উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হয় না। এই জন্য বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসনপ্রণালী অপেক্ষা বিভবানুসারিণী শাসন-প্রণালী

চেষ্টা-শক্তির সম্বর্দ্ধিনী বলা যাইতে পারে। কারণ যত্নদ্বারা সম্পত্তিশালী হওয়া যায়, কিন্তু সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করা কখনও কাহারও চেষ্টার অধীন হইতে পারে না। পরন্তু বিভবানুসারিণী শাসন-প্রণালীর দোষও আছে। ইহার দোষ এই যে, ইহাতে শান্তি প্রবণতা কমিয়া যায়। আঢ্য এবং দুঃস্থ লোকে এক সভাস্থ হইলে যখন দুঃস্থেরা দেখিতে পায় যে, আঢ্যদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা অধিক এবং আঢ্যেরা শুধু টাকাতেই বড়—আভিজাত্যের বা সদাচারের বা সদ্‌গুণের জন্য নহে, তখন তাহারা প্রায়ই সম্ভ্রমতা না করিয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে; আঢ্যদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা থাকিতে দেয় না। কিন্তু সাধারণ হীনাবস্থ প্রজামাত্রেই অতিশয় অজ্ঞ ও লঘুচিত্ত হইয়া থাকে। যে সে ব্যক্তি মিষ্ট কথায় অথবা উৎকোচ প্রদান করিয়া উহাদিগের মন ভুলাইতে পারে। সুতরাং ক্রমশঃ বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর বিভবানুসারিণী-শাসনপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজ্যশাসনের ভার স্বতঃই ব্যক্তি বিশেষের হস্তগত হইয়া যায়। "

রোমের সপ্তম রাজা 'টার্কুইনস' সুপর্ব্বস্ একান্ত গর্ব্বিত এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি সর্ব্বিয়স্ প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করাতে রোমীয়েরা একমত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার পুত্র সেকস্‌টস্, লুক্রিসিয়া নাম্নী কোন রোমীয় কুলবধূর সতীত্বনাশ করায় তিনি তাঁহার পিতাকে এবং পতিকে সকল কথা জানাইয়া আত্মহত্যা করেন। টারকুইন লাটিনদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মনে রোমের প্রতি বৈরভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রোমীয়েরা আর কাহাকেও রাজপদাভিষিক্ত করিল না; দুই ব্যক্তিকে 'কনসল' উপাধি প্রদান করিয়া শান্তিরক্ষকের ও সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ইঁহাদিগের এক একজন এক এক মাস করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন এবং বৎসরান্তে তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিলে অন্য দুই ব্যক্তি তৎপরে নিযুক্ত হইতেন। রোমে এইরূপ শাসন-প্রণালী ৫০৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়।

রোমীয়দিগের রাজ্যশাসন-প্রণালী এক প্রকার বর্ণিত হইল। উহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীও উত্তম ছিল। উহারা বহু দেব দেবী মানিত এবং সকল পর্ব্বতে—সকল বনে—সকল নদীতে—দেবতাবিশেষের আবির্ভাব স্বীকার করিত; কিন্তু

উহারা প্রথমাবস্থায় কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না। রোমীয় ইতিহাস-বেত্তারা কহেন যে, রোমের দ্বিতীয় রাজা 'নুমাপম্পিলিয়স্,' 'ইজিরিয়া' দেবীর অনুগ্রহে রোমের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রণয়ন করেন। নুমা 'পিথাগোরস' নামক গ্রীক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাবে ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। রোমীয়দিগের মধ্যে 'পন্টিক্' 'অগর' 'ফ্লোমেন' 'বেষ্টা' প্রভৃতি যত প্রকার যাজক যাজিকার পদবী ছিল, নুমাই তৎসমুদায সংস্থাপিত করেন। পরন্তু ইতিহাসলেখকদিগের এই সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে; প্রাচীন রোমীয়েরা ইট্রুরীয়দিগের স্থানে ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করে। কোন জাতির ধর্ম্ম বা রাজ্যশাসনের রীতি কখনই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, এবং হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষকে তৎপ্রণেতা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপন—লাটিন জাতীয়দিগের পরাভব—পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়-দিগের মধ্যে বিবাদারম্ভ—ট্রিবিউন প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগ—কোরাইওলেনস্—ভূমিবিভাগবিষয়িণী ব্যবস্থা—প্লিবীয়দিগের বলবৃদ্ধি—শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত—নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব।]

রোমীয়েরা আপনাদিগের শাসন-প্রণালী সম্যক্‌রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়া চিরকাল শ্লাঘা করিত। সুতরাং রোমীয় কবিগণ যে সেই প্রজাতন্ত্র শাসনারম্ভের সময়কে সর্ব্বপ্রকার বীরতার সময় বলিয়া বর্ণন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন তাঁহারা আপনাদিগের আদিপুরুষ রমুলসকে মার্স দেবের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সংস্থাপক নুমাকে ইজিরিয়া দেবীর বল্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সেইরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তক জুনিয়স ব্রুটসকেও তাঁহারা অতিমানুষগুণসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। যাহা হউক, 'জুনিয়স ব্রুটসের' অলৌকিক অপক্ষপাতিতা, 'হোরেসিয়স কক্লিসের' ভীম-পরাক্রম, 'মুসিয়স্ স্কিভোলার' অতিমানুষসহিষ্ণুতা—ইত্যাদি বিবরণ যদিও প্রকৃত ইতিবৃত্তমূলক না হয়, তথাপি রোমের সেই প্রথম অভ্যুদয়কালে যে তথায় অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বীরপুরুষগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। *

* কথিত আছে (১) জুনিয়স্ ব্রুটস বিচারাসন পরিগ্রহ করিয়া দেশদ্রোহ অপরাধে নিজ

ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তিগণের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে রোমনগর কখনই সেই মহাসঙ্কটাবহ কাল উত্তীর্ণ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্বলাভ করিতে সমর্থ হইত না,. বিশেষতঃ ইট্রূরীয়দিগের অধিপতি পর্শেনা ঐ সময়ে এক বার সম্পূর্ণরূপেই রোমনগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নগরবহির্ভাগে যে ২৬টী প্লিবীয় পল্লী ছিল, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দশটী পল্লী নিজ অধিকার সম্ভুক্ত করিয়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ রোমীয়দিগকে প্রত্যর্পিত করিয়া যান। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার ত্রিশটী লাটিন নগর মিলিত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাতে রোমীয়েরা সাতিশয় ভীত হইয়া লার্স্যস নামক এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদাভিষিক্ত করিল। যুদ্ধাদি বিপদের সময় কোন একজন যোগ্য লোকের একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না। ডিক্টেটর রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অধিকার পাইতেন ; কেহই তাঁহার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিত না। এমন কি, তিনি মনে করিলে দেশাচার ও চির প্রচলিত ব্যবস্থাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে পারিতেন। কথিত আছে, রোমীয়েরা ৫৯৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে রিজিলস্ হ্রদের নিকট লাটিন জাতীয় সৈন্যগণকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করে। এই যুদ্ধে লাটিনদিগের মন্ত্রণাসহায় রাজ্যচ্যুত টারকুইনস্ স্থপর্ব্বস্ আহত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান কাল হইতেই রোমের কবিকল্পিত বিবরণও অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃত ইতিবৃত্তের প্রকাশ হইতে থাকে।

যত দিন জনগণের অন্তঃকরণে কোন সাধারণ শত্রুর ভয় প্রবল থাকে, তাবৎকাল উহাদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ উদ্রিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই ভয় দূরীকৃত হইলেই লোকের পরস্পর দ্বেষভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। টার্কুইনসের অন্তর্দ্ধান হইলে রোমের পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় নামক দুই প্রতিপক্ষ দলে সেইরূপ ঘটিল। অন্যান্য অসভ্য জাতীয়দিগের ঋণসংক্রান্ত ব্যবস্থার ন্যায় প্রাচীন রোমীয়দিগের ঋণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিতান্ত নৃশংস ছিল এবং তাহাতে

ঔরস পুত্রের প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন। (২) হোরেসিয়স কক্লিস একাকী শত শত বিপক্ষ ইট্রুস্কান সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিয়া টাইবার নদীর সেতু দিয়া রোমনগরের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৩) মিউসিয়স স্কিভোলা বন্দী হইলে প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডের মধ্যে নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া অবিকৃত মুখে শত্রু রাজা পর্শেনাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ন্যায় তিন শত রোমীয় যুবক তোমার বধের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে জানিবে।

পেট্রিসীয়দিগের নিকট ঋণগ্রস্ত প্লিবীয়েরা নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইতেছিল। এই জন্য প্লিবীয়েরা প্রার্থনা করে যে, তাহারা কোনরূপে ঋণদায় হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু পেট্রিসীয়গণ তাহাতে অসম্মত হয়। তাহাতে প্লিবীয়েরা সকলে মিলিত হইয়া ৪৮৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া যায়। তখন পেট্রিসীয়েরা দেখিল যে, এই সময়ে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নগর রক্ষা করা ভার হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা 'মেনিয়স্ আগ্রিপা' নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্লিবীয়দিগের নিকট প্রেরণ করে। আগ্রিপা অতি সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন, এবং সাধারণ লোকে যে রূপকবর্ণনার বিশিষ্ট সমাদর করিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্লিবীয়দিগের নিকটে গমন করিয়া মানবদেহস্থ হস্তপদাদির সহিত উদরের বিবাদ সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা উহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। প্লিবীয়েরা তৎশ্রবণে ক্ষান্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহারা যে কেবল কথাতেই ভুলিল, এমত নহে। তাহারা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ অথবা দাসত্বে নিযুক্ত প্লিবীয়-দিগকে মুক্ত করাইল, এবং ট্রিবিউন অভিহিত পাঁচ জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করাইল। ট্রিবিউনেরা, কমিটীয়া ট্রিবিউটা নামক সাধারণী প্লিবীয় সভার অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং যাহাতে প্লিবীয়দিগের অনিষ্টকর কোন নিয়ম প্রচলিত না হইতে পায়, এমত চেষ্টা করিতেন। ট্রিবিউনেরা প্রাড়্বিবাকাদি কোন রাজ কর্ম্মচারীর দণ্ডাধীন ছিলেন না। এই সময়ে 'ইডাইল' অভিধেয় আর দুই জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। ইহারা নগরীয় হর্ম্ম্যাদি সমস্তের তত্ত্বাবধান করিত, এবং যাহাতে উত্তমর্ণ ও বণিকবর্গের অত্যাচারে প্লিবীয়েরা দুঃখ না পায় তজ্জন্যও যত্ন করিত।

প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাদ হওয়াতে রোমে কৃষি-কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইয়া-ছিল। তজ্জন্য ৪৯০ পূঃ খৃঃ অব্দে তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিসিলী দ্বীপ হইতে অনেক বণিকতরী শস্য পরিপূরিত হইয়া রোমে আনীত হইয়াছিল। নিরন্ন প্লিবীয়েরা ঐ শস্য পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে। তাহাতে আভিজাত্যাভিমানী 'কোরাইওলেনস' নামক এক ব্যক্তি পেট্রিসীয়দিগকে এই পরামর্শ দেন যে, প্লিবীয়েরা ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ না করিলে উহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ

করা হইবে না। ইহা শুনিয়া প্লিবীয়েরা কোরাইওলেনসকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করে। তাহাতে তিনি রোমীয়দিগের পরম শত্রু ভলসীয়দিগের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং নিজ অসামান্য সৈন্যাধ্যক্ষতাগুণে অতি শীঘ্রই আসিয়া রোম নগর অবরুদ্ধ করিলেন। রোমে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পেট্রিসীয়গণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া স্তুতিবাদ করিলেও তাঁহার ক্রোধোপশম হইল না। পরিশেষে তাঁহার গর্ভধারিণী স্বয়ং গমন করিয়া যথাসাধ্য অনুনয় করিলে কোরাইওলেনস মাতৃবাক্য অবহেলনে অসমর্থ হইয়া ভলসীয় সৈন্যগণকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভলসীয়েরা রোমনগর জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল। সেই আশা ভঙ্গ হওয়াতে তাহারা স্বদেশে যাইয়াই কোরাইওলেনসের প্রাণদণ্ড করিল।

এই সময়ে ভলসীয়দিগের সহিত লাটিনদিগের বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। 'স্পুরিয়স্ কাসিয়স্' নামক এক জন বিচক্ষণ কন্সল সেই সুযোগে লাটিনদিগের সহিত রোমের সন্ধিবন্ধন করেন। তাহার পর (৩৮৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে) উক্ত কাসিয়সেরই যত্নে হর্ন্নিসীয়দিগের সহিত রোমের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই রূপ লাটিন, হর্ন্নিসীয় এবং রোমীয় জাতির ঐকমত্যাবধারণ হইলে ভলসীয়েরা তাহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুতরাং ভলসীয়দিগের দেশ সমুদয় ক্রমশঃ রোমীয়দিগের হস্তগত হইতে লাগিল।

যে বৎসর হর্ন্নিসীয়দিগের সহিত রোমীয়দিগের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই বৎসরেই ভূমিবিভাগের নিয়ম অবধারণের নিমিত্ত রোমে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তাহারা সমুদায় ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত করিত। এক ভাগ বিজিত জনপদবাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হইত আর এক ভাগ রোমের অধিকার সম্ভূক্ত হইত। শেষোক্ত ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব থাকিত না; উহা রোমের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। এই রূপে রোমের সাধারণস্বামিক ভূমি ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভূমিতে যত শস্যোৎপন্ন হইবে তাহার দশমাংশ মাত্র রাজকীয় করস্বরূপে প্রদান করার সর্ত্তে পেট্রিসীয়েরা ঐ সমস্ত ভূমি জমা করিয়া লইতে পারিত; কেবল দ্রাক্ষালতা অথবা অলিব বৃক্ষ রোপণ করিলে পূর্ণ লাভের পঞ্চমাংশ করস্বরূপ দিতে হইত। প্লিবীয় অথবা ক্লাইয়েণ্টদিগের কাহারও সেরূপ

অধিকার ছিল না। এই প্রকার সাধারণ ভূমিসম্পত্তি থাকাতে যে রোমীয়নাগরিকদিগের সমূহ উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিলে প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত এবং কোন কারণে কিয়দংশ দান করিলেই তাহাদিগের দারিদ্র্য দশার মোচন হইতে পারিত। এই রূপে দীন প্লিবীয়দিগকে সাধারণভূমির কিঞ্চিৎ অংশ অনেকবার প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত ভূসম্পত্তি নিজেরা জমা লইলেই বিশেষ লাভ হয়, এজন্য পেট্রিসীয়গণ ক্রমে দানের নিয়ম রহিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কাসিয়স তৃতীয়বার কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, প্লিবীয়গণ অনেকে দারিদ্র্যদশাপন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, অতএব তাহাদিগকে সাধারণ ভূমির কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাউক। পেট্রিসীয়েরা কন্সলের এই প্রস্তাবে অতিশয় বিরক্ত হইল; কিন্তু প্লিবীয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা সহকারে কন্সল মহোদয়ের মতের পোষকতা করাতে পেট্রিসীয়েরা তৎপ্রতিরোধে সমর্থ হইল না। কিন্তু বর্ষের শেষে যখন কাসিয়স আপন পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন পেট্রিসীয়েরা তাঁহার নামে কমিটিয়া কিউরিয়েটা সভাতে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। কাসিযসের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের এমত আক্রোশ হইয়াছিল যে, তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন উহারা তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিল। এইরূপে কাসিয়সের ব্যবস্থাপিত ভূমি বিভাগের নিয়ম তখন প্রচলিত হইতে পারিল না। ইহার বহুবর্ষ পরে (৪৭৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে) যখন এক জন ট্রিবিউন তাৎকালিক কন্সলদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে চাহেন যে, উহারা কাসিয়সের প্রণীত ভূমিবিভাগ ব্যবস্থা প্রচলিত করেন নাই, তখনও পেট্রিসীয়েরা গোপনে সেই কণ্টকস্বরূপ ট্রিবিউনের প্রাণ বিনাশ করিয়া আপনাদিগের স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল।

ইহার পর অবধি প্রতিপক্ষ পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দলে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। পেট্রিসীয়েরা প্রথমতঃ এমত বলে যে, কমিটীয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক সভাতে প্লিবীয়েরাও অবস্থান প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সেই সাধারণী সভার দ্বারা কন্সল মনোনীত না হইয়া তাহাদিগের কিউরিয়েটা সভাতেই সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে! দুই বৎসর তাহাই হইল। প্লিবীয়েরা আপনাদিগের ট্রিবিউটা সভাতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু

তাহারা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে একদিনও বিরত হয় নাই। পরে ৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাহারা এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল যে, দুই জন কন্সলের মধ্যে তাহারাই একজনকে নিযুক্ত করিতে পারিবে। আবার ৩৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়দিগের নিরন্তর যত্নে ইহাও ব্যবস্থাপিত হইল যে, ট্রিবিউন ও ইডাইলগণ সেঞ্চুরিয়েটা সভাতে মনোনীত না হইয়া ট্রিবিউটা সভাতেই মনোনীত হইবে। অপরন্তু এই সময়ে ইহাও অবধারিত হইল যে, ট্রিবিউটা সভাতে কেবল প্লিবীয়দিগের নিজসম্পৃক্ত বিষয়ের বিবেচনা না হইয়া তথায় রাজকার্য্যের তাবৎ বিষয়েরই পর্য্যালোচনা হইতে পারিবে। আর ঐ সভাতে নূতন নূতন নিয়মেরও উদ্ভাবন হইতে পারিবে, এবং সেই সকল নিয়ম পেট্রিসীয় সভার অনুমোদিত হইলেই সর্ব্বসাধারণের পালনীয় হইবে।

যখন এই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন রোমে যে কেমন অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল, তাহা বর্ণনা অসাধ্য। বাস্তবিক রোম নগর দুইটী পরস্পর প্রতিপক্ষ সৈন্যের শিবির স্বরূপ হইয়াছিল। সকলের মনেই দৃঢ়তর বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, লোভ এবং হিংসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এমত সময়ে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইল, এবং তাহাতে শত শত ব্যক্তি প্রতিদিন কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং তখন যে রোমনগর নিতান্ত ক্ষীণবল হইয়া অনায়াসেই শত্রুর বশ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ইকুয়ীয় এবং ভল্‌সীয়গণ মিলিত হইয়া রোমের দ্বার পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। আর একজন সাবাইন জাতীয় সামান্য দস্যু রোমের প্রধান দুর্গ 'কাপিটলে' আসিয়া আপনার বাসস্থান সংস্থাপিত করিল। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়েরা যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করাইয়া লয়, তদ্দারা রোমের সর্ব্বিয়স কৃত শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, অর্থাৎ প্লিবীয়েরা ট্রিবিউটা সভাতে, আর পেট্রিসীয়েরা কিউরিএটা সভাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। সেঞ্চুরিএটা সভার কোন ক্ষমতাই থাকে না। এই সকল কারণে শাসন-প্রণালী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইলে ৪৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে আর্সা নামে একজন ট্রিবিউন প্রস্তাব করিলেন যে, রোমের ব্যবস্থা-প্রণালী সমুদায় সংশোধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

[দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা—দিসেম্বর নিয়োগ—পুনর্ব্বার কমন্স নিয়োগ—সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধ, ট্রিবিউনের নিয়োগ—বিয়াই নগর জয়—গল জাতীয় লোকের দ্বারা রোমের দাহ—লিসিনীয় ব্যবস্থা—প্রিটরের নিয়োগ—প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি—লাটিন ও সাম্নাইট জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—পিরহসের সহিত যুদ্ধ—ইটালীর লোক বিভাগ—শাসন-প্রণালী।]

রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতেছিল—বিষয় বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা ও বিচারের প্রয়োজন হইতেছিল—প্রতিপক্ষ দুই দলের দ্বেষাদ্বেষীতেও শাসনপ্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল—এবং অধিকার বিস্তৃত হওয়াতে ধর্ম্মাধিকরণে নানাপ্রকার জটিলতা উপস্থিত হইতেছিল—সুতরাং এই সময়ে ব্যবস্থা-প্রণালী সংশোধিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হইবার সম্যক্ আবশ্যকতা হইয়াছিল। অতএব ট্রিবিউন আর্সা তদর্থে প্রার্থনা করিলে যদিও পেট্রিসীয়েরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয় নাই বটে, তথাপি অত্যল্পকাল মধ্যে তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্লিবীয়দিগের সহিত একমত হইতে হইল। প্রথমতঃ তিনজন সেনেটর এথেন্স নগরে আইন শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়েন, এবং তাঁহারা আইন শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর ৪৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দশজন সুবিজ্ঞ পেট্রিসীয়ের প্রতি একখানি ব্যবস্থাসংহিতা প্রস্তুত করিবার ভার প্রদত্ত হয়। ঐ দশজন ব্যবস্থাপক সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা যে সংহিতা প্রস্তুত করেন, তাহা দ্বাদশখানি প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য ইতিহাসে উহা 'দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই সকল অভিনব ব্যবস্থা রোমের প্রাচীন ব্যবস্থা অপেক্ষা প্লিবীয়দিগের পক্ষে অধিক অনুকূল হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এমত অবধারিত হইল যে, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইয়েণ্ট দল প্লিবীয়দিগের ট্রিবিউটা সভাসম্ভূক্ত হইবে। সেঞ্চুরিএটা সভাতে সকল বিষয়েরই পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে, এবং তৎসভাকৃত নিস্পত্তির পর আর কাহারও বিচার চলিবে না। আর ইহাও নিশ্চিত হইল যে, সেই সময়াবধি রোমে দুই জন কন্সল নিযুক্ত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দশ জন দিসেম্বর নিযুক্ত হইবেন, ও তাঁহারাই সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন; কিন্তু ঐ দশ জনের মধ্যে পাঁচজন

প্লিবীয় দলস্থ লোক হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিবেন, প্রথমে এরূপ কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিলম্ব করিয়া দুই বৎসর অতীত করিলেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহাদিগের মধ্যে এপিয়স্ ক্লডিয়স্ নামা এক ব্যক্তি বর্জিনিয়া নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমীয়েরা আর দিসেম্বরদিগের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক বিবাদের পর পুনর্ব্বার দুই জন কন্সল নিযুক্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থাই প্রচলিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে প্লিবীয়গণ আর একটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে অভিজাত্যাভিমানী পেট্রিসীয়গণ প্লিবীয়দিগেব সহিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিত না। ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঐ রীতি রহিত করণের উপযোগী একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইহার পর আবার প্লিবীয়েরা বলিল যে, আমাদিগের মধ্যে কেহ কখন কন্সল পদাভিষিক্ত হইতে পায় না। অতএব একজন প্লিবীয় আর একজন পেট্রিসীয় এইরূপ করিয়া দুই জন কন্সল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। পেট্রিসীয়েরা ইহাতে সম্মত না হইয়া কন্সলের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধৃট্রিবিউন নামে তিন প্রকার নূতন পদবীর সৃষ্টি করিল। তন্মধ্যে কিউরয়েটা সভা কর্ত্তৃক পেট্রিসীয় দল হইতে দুই ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত সেন্সর নিযুক্ত হইলেন। সেন্সরেরা রাজ্যের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন, ব্যক্তি মাত্রের বিভব বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি যথোচিত কর নির্দ্ধারিত করিতেন এবং লোকের চরিত্র এবং আচারের বিচার করিয়া কাহাকে নীচ পদ হইতে উচ্চ পদবীতে উন্নত করিতেন, আর কাহাকেও নীচ পদস্থ করিয়া অবমানিত করিতেন। কুইষ্টর অভিহিত কর্ম্মচারিদ্বয় পেট্রিসীয় দল হইতে সেঞ্চুরীয়েটা সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন, রাজ্যের আয় ব্যয় স্থিতির হিসাব রাখা তাঁহাদিগের কর্ম্ম ছিল। যোদ্ধৃট্রিবিউন উপাহিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সেঞ্চুরিয়েটা সভা কর্ত্তৃক প্লিবীয় এবং পেট্রিসীয় উভয় দল হইতেই ইহঁারা মনোনীত হইতে পারিতেন, কিন্তু কন্সল নিযুক্ত করিতে হইলে পেট্রিসীয় দল হইতেই করিতে হইত।

এই পর্য্যন্তই হইয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি হইল না। যখন প্লিবীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিত, তখন যোদ্ধৃট্রিবিউন নিযুক্ত হইত, নচেৎ পেট্রিসীয়গণ স্বদল হইতে কন্সল

নিযুক্ত করিয়া রোমে আপনাদিগের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেন। পেট্রিসীয়েরা ডিক্‌টেটর নিযুক্ত করিতে পারিলেই প্রায় প্লিবীয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিত। আর প্লিবীয়েরা যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইত, এবং পেট্রিসীয়দিগের স্থানে স্বাভিপ্রেত সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইত না। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্লিবীয়েরা এমত প্রবল হইয়াও তাদৃশ শান্ত ভাবে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিত। উহারা মনে করিলে অবশ্যই বলদ্বারা পেট্রিসীয়দলকে নত করিতে পারিত; কিন্তু প্রাচীন রোমীয়দিগের মনে আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এমন দৃঢ় ভক্তি ছিল যে, তাহারা বলদ্বারা তাহার পরিবর্ত্তকরণে কোন প্রকারেই প্রবৃত্ত হইত না। প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের স্থানে ভিক্ষা করিয়া—আবদার করিয়া—কখন কখন কৌশল করিয়া—আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিত; কিন্তু বলদ্বারা অথবা দেশাচারকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। ইহাতেই বোধ হয় যে, রোমীয়েরা অতি গম্ভীর-প্রকৃতি, নিয়ম-পরতন্ত্র লোক ছিল, এবং সেই জন্যই অচিরাৎ সমুদায় পৃথিবীর উপর অতুল কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিল। প্লিবীয়েরা ঘরে পেট্রিসীয়দিগের সহিত যতই বিবাদ করুক না কেন, বাহিরে শত্রু সমক্ষ হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে পেট্রিসীয়দিগের বশীভূত থাকিয়া কর্ম্ম করিত—কখন ঘুণাক্ষরেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত না। এই জন্যই এত অন্তর্ব্বিবাদ সত্ত্বেও রোমীয়েরা প্রতিপক্ষ ভলসীয় এবং ইকুরীয়দিগকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সমুদায় দেশ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিল।

ইহার পর মহাপরাক্রান্ত বিয়াই নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে অবিরত দশ বর্ষকাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সকল যুদ্ধেই রোমীয় সেনাগণ বর্ষে বর্ষে যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গৃহে আসিয়া নিজ নিজ কৃষিকার্য্যাদি করিত, কিন্তু বিয়াই যুদ্ধে তাহারা সেরূপ অবকাশ পাইল না সুতরাং তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে সাধারণ ধনাগার হইতে ভৃতি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময়াবধি রোমের সৈনিকগণ ভৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা যুদ্ধকালেও আপনাদিগের প্রয়োজনীয়

সমুদায় ব্যয় আপনারাই নির্ব্বাহিত করিয়া শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিত। এই সময়ে কামিলস নামা কোন ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই সেনাপতিত্বে বিয়াই নগর বিজিত হয়। কিন্তু ইনি বিয়াই পরাজিত করিয়া অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিয়াই নগরের সমুদায় ভূমি আপনারা বিভাগ করিয়া লইতে চাহিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন, এবং সেই হেতু রোম হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই সময়ে (৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে) রোমীয়েরা অতি পরাক্রান্ত গলজাতীয় লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহারা রোমীয়দিগকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া অবশেষে উহাদিগের নগর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। রোমীয়েরা অনেকে বিয়াই নগরে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। কথিত আছে যে, কামিলস এই গলদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু সে কথা প্রকৃত নয়।

গলজাতীয়েরা চলিয়া গেলে রোমীয়েরা পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়া আপনাদিগের নগর নির্ম্মাণ করিল, এবং পূর্ব্বে যেমন দুই দলে বিবাদ করিত, পুনর্ব্বার সেইরূপ বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গলদিগের আক্রমণের সময় মানলিয়স নামক পেট্রিসীয় এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়া কাপিটল দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে প্লিবীয়দিগের পক্ষ হইয়া যাহাতে ঋণবিষয়ক ব্যবস্থা সকলের পারুষ্য মোচন হয়, এমত চেষ্টা করেন। সেই জন্য পেট্রিসীয়েরা তাঁহার প্রাণবধ করে। রোমের দুঃসময়ে লাটিন এবং হার্ণিসীয় জাতীয়েরা তৎপ্রতি পূর্ব্ব মৈত্রীভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু কামিলসের যত্নে তাহাতে রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পায় নাই। তিনি শত্রু সকলকে দমন করিয়া অতি শীঘ্রই রোমনগরীকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। কিছু কাল পরে (৩৭৬ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে) লিসিনিয়স নামক একজন ট্রিবিউন তিনটী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিলেন। তাহাদিগের মর্ম্ম এই, (১) পেট্রিসীয়েরা কেহ সাধারণ ভূমিসম্পত্তির মধ্যে পাঁচশত জুগুরার (প্রায় আড়ই বিঘায় এক জুগুরা হয়) অধিক ভূমি অধিকার করিতে পারিবে না; অবশিষ্টাংশ সমুদায় ভূমি প্লিবীয়দিগকে প্রদান করা হইবে। (২) পূর্ব্বে যেরূপ দুইজন করিয়া কন্সল নিযুক্ত হইত, এক্ষণেও সেইরূপ হইবে, এবং দুইজন কন্সলের মধ্যে একজন কন্সল প্লিবীয় দলস্থ হইবে। (৩) উত্তমর্ণেরা অধমর্ণদিগের স্থানে যত সুদ

পাইয়াছে তৎসমুদয় আসল হইতে বাদ যাইবে, এবং আসলের অবশিষ্টাংশ প্রদান করিলেই অধমর্ণগণ ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

পেট্রিসীয়েরা কামিলসকে ডিক্টেটরের পদাভিষিক্ত করিয়া প্লিবীয়দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ট্রিবিউনেরা এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা-সহকারে স্বাভীষ্ট সাধনে যত্নবান হইল যে, তিনিও উহাদিগের মতের অন্যথা করণে সমর্থ হইলেন না। ট্রিবিউনদিগের পূর্ব্বাবধি এই ক্ষমতা ছিল যে, তাহারা কোন ব্যবস্থার বা অভিনব প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপির নিম্নভাগে 'ভিটো' অর্থাৎ 'নিষেধ' এই বাক্য লিখিলে আর কোন মতেই সেই প্রস্তাব প্রচলিত হইতে পারিত না। এইবার তাহারা আপনাদিগের ঐ নিষেধ বাক্য প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যই স্থগিত করিয়া রাখিল। সুতরাং অনেক বিবাদের পর (৩৬৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে) পেট্রিসীয়গণ অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা প্রচলনে সম্মত হইল। কিন্তু তাহারা বলিল যে, ইহার পর কন্সলদিগের কোন দেওয়ানি মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে না—সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ প্রিটর উপাহিত একজন পেট্রিসীয় নিযুক্ত হইবে। কিন্তু পেট্রিসীয়গণের এত চেষ্টাতেও কিছু ফল দর্শিল না। ৩৫৬ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত হইল; ৩৫১ পূঃ খৃষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় সেন্সরের কর্ম্ম পাইল; ৩৩৭ পূঃ খষ্টাব্দে একজন প্লিবীয় প্রিটরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল এবং ৩৩০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে অগর পন্টিফ প্রভৃতি মহামান্য যাজক পদবীতেও প্লিবীয়গণ উন্নত হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে রোমীয়দিগের সহিত দক্ষিণদিকস্থ প্রবল সাম্নাইট জাতির সংগ্রাম হয়। তাহাতে লাটিন জাতীয়েরাও রোমের প্রবল বিপক্ষবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু কাহার দ্বারা রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যুত ডিলিয়স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রযত্নে এবং রণপণ্ডিত কামিললসের প্রবর্ত্তিত যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করাতে রোমীয়েরা সকল যুদ্ধেই বিজয়লাভ করিয়া পরিশেষে মধ্য ইটালীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং উহারা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ইটালীতে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, ইটালীর দক্ষিণ ভাগে গ্রীকেরা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই সকল গ্রীকেরা বিশেষতঃ টারণ্টম নিবাসিগণ রোমীয়দিগের

প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া ইপাইরসের রাজা যুদ্ধবীর পিরহসকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পিরহস বহু গ্রীক সৈন্য এবং হস্তিযূথ লইয়া ইটালীতে অবতীর্ণ হইলেন। ২৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়া নগর সমীপে রণস্থলে গ্রীক এবং রোমীয় সৈন্যগণের প্রথম সন্দর্শন হইল। রোমীয়েরা ইহার পূর্ব্বে কখন হস্তী দর্শন করে নাই। সুতরাং সেই প্রকাণ্ডকায় ভীষণ মূর্ত্তি পশু সকল দর্শনে তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। পিরহস যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রোমে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমরা কখন বিজিত হইয়া কাহারও সহিত সন্ধি করিব না; বিশেষতঃ পিরহস ইটালী পরিত্যাগ করিয়া না গেলে তাঁহার সহিত সন্ধির কথাই হইবে না। ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে আস্কুলম নামক স্থানে পিরহসের সহিত রোমীয়দিগের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও পিরহস জয়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রোমীয়দিগের বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি এমত সৈন্য পাইলে অথবা ইহারা আমার মত সেনানায়ক পাইলে অনায়াসে সমুদয় পৃথিবী জয় হয়। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "আমি জয়ী হইয়াছি বটে, কিন্তু আর একবার এমত জয়লাভ করিতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।" এই সময়ে পিরহসের চিকিৎসক রোমীয়দিগের কন্সলকে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়া পাঠান, "তোমরা আমায় উপযুক্ত পুরস্কার করিবে এমত স্বীকার করিলে, আমি পিরহসকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করি।" রোমীয়েরা ঐ দুরাত্মার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেই লিপি পিরহসের নিকট প্রেরণ করে। পিরহস ইহার পর সিসিলাদ্বীপে গমন করেন। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার ইটালীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু বেনিবেণ্টম নামক স্থানে রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত হইয়া অবিলম্বেই ইটালী হইতে প্রস্থান করেন। তখন রোমীয়েরা সমুদায় দক্ষিণ ইটালী অধিকার করিয়া লইল। ইহার পর সাম্নাইট জাতীয়েরা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

এই সময়ে (২৬১ পূঃ খৃষ্টাব্দে) সমুদায় ইটালীর লোককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকৃত রোমীয়, অপর রোম-সখ অর্থাৎ রোমের প্রজা, এবং তৃতীয় লাটিন লোক। ইহার মধ্যে রোমে প্লিবীয় পেট্রিসীয় এবং ক্লাই-

য়েণ্টদিগকে, এবং রোম নগরের চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় ব্যক্তি যাহারা কোন গোষ্ঠীর (ট্রাইব) সম্ভুক্ত ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত রোমীয় বলা যাইত। আর যাহারা প্রকৃত রোমীয় বটে, কিন্তু সেনেটের অভিমতে রোম হইতে দূরে গিয়া উপনিবেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকেও রোমীয় বলা যাইত। অপরন্তু কোন ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত অথবা সমধিক সম্পত্তিশালী এবং পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে তিনিও সেনেট হইতে "রোমীয়"—এই গৌরবসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত রোমীয়দিগের মধ্যে গণ্য হইতেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয় মাত্রেরই শাসনকর্ত্তৃত্বে অধিকার ছিল না। যাহারা রাজধানী হইতে দূরে বাস করিত, তাহারা রোমীয় পদের বাচ্য হইলেও রোমের কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কতকগুলি মাত্র রোমীয়ের শাসনকর্ত্তৃত্ব ছিল, কিন্তু কোন রোমীয়ই স্বাধীনতায় বঞ্চিত ছিল না।

রোমসখ বলিয়া যে সকল অন্যান্য ইটালীয় জাতির উল্লেখ করা যায়, তাহাদিগের সকলের সহিত রোমের একই প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের সকলেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিত; এবং রোমের মতামত নিরপেক্ষ হইয়া পরস্পর সন্ধি বিগ্রহ করার অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল। এমন কি, এক নগরের সহিত তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপর নগরের কোন সম্পর্কই ছিল না; সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া যে যাহার আপন আপন রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিত। লাটিন লোক বলিয়া যাহাদের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোমীয় এবং তৎপ্রজাবর্গের মধ্যবর্ত্তী ছিল। তাহারা বাস্তবিক রোমের কতকগুলি ঔপনিবেশিক মাত্র, ইটালীর নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়া থাকাতে সর্ব্বত্র রোমীয়দিগের প্রভুত্ব অব্যাহত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে রোমীয়দিগের শাসন-প্রণালী, পূর্ব্বকালের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহারই অবলম্বনে রোমীয়েরা ইটালীর বহির্ভাগেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়:—

কিউরিয়েটা সভা রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেঞ্চুরিয়েটা ও ট্রিবিউটা সভাদ্বয়ের মধ্যে আর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এইক্ষণে সেনেটে ব্যবস্থা সকল প্রস্তাবিত হইয়া সেঞ্চুরিয়েটা সভার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হইতে পারিত; আর ট্রিবিউনগণ জনসাধারণের ট্রিবিউটা সভা আহ্বান করিয়া সেই সভাতেও

নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পারিতেন। সেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেঞ্চুরিয়েটা সভার সম্মতি খ্যাপন হইলেই উহা প্রচলিত হইতে পারিত। ব্যবস্থা প্রস্তাবনায় পেট্রিসীয় প্লিবীয় উভয় পক্ষেরই সমান ক্ষমতা হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে এই সময়ে এপিয়স ক্লডিয়স নামা একজন সেন্সর নিম্ন শ্রেণীস্থ নাগরিক লোকদিগকে ট্রিবিউটা সভাসম্ভুক্ত করেন, এবং যাহার যেরূপ বিভব তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া সেঞ্চুরিয়েটা সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[প্রথম পুনিক যুদ্ধ—রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি—কার্থেজীয়দিগের কর্তৃক স্পেন দেশ অধিকার—হানিবল—দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ—মাসিডনরাজ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ—সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধ—হানিবলের প্রাণত্যাগ—তৃতীয় যুদ্ধ—গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ—রোমীয়দিগের প্রদেশ অধিকার—শাসনের রীতি রোমীয়দিগের মধ্যে অর্থলোভের প্রবেশ।]

ইটালী দেশ সমুদায় অধিকৃত হওয়াতে রোমীয়দিগের সহিত অপরাপর জাতির ক্রমশঃ সংস্রব হইতে লাগিল। তৎপরে ইটালীর দক্ষিণদিকস্থ সিসিলী-দ্বীপ নিবাসীগণ নিরন্তর অন্তর্ব্বিবাদে আসক্ত হইয়াছিল। মেমার্টাইন নামক একদল পরাক্রান্ত দস্যু মেসিনানগরবাসী গ্রীক জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া ঐ নগর অধিকার করে; তাহাতে সিরাকুসের রাজা সসৈন্যে আসিয়া উক্ত নগর অবরোধ করেন; পরন্তু সেই সময়ে প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের প্রসিদ্ধ উপনিবেশ কার্থেজ হইতে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া মেসিনা নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। কার্থেজীয়দিগের সহিত সিরাকুস রাজ্যের সাতিশয় বিরোধ ছিল। কার্থেজীয়েরা সিসিলী-দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্নদ্বারা উহার সমুদায় দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। মেমার্টিনীয়েরা কার্থেজীয়গণের ভয়ে ভীত হইয়া রোমের শরণাপন্ন হইলে রোমীয়েরা তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার বাসনায় সিসিলী দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করিল। এইরূপে কার্থেজীয়দিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহাকে প্রথম পুনিক যুদ্ধ বলে। ইহা ২৩ বৎসর ধরিয়া হয়। এই যুদ্ধে রোমীয়েরা রণপোত নির্ম্মাণ করিয়া জলযুদ্ধ করিতে শিখে। কার্থেজীয়েরা বহুকালাবধি বাণিজ্য

ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং কদাচিৎ অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইত না; ভৃতিভুক্ সৈন্যদ্বারাই সকল সংগ্রাম কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের ভৃতিভুক সৈন্যগণ যে স্বকার্য্য-তৎপর রোমীয় সৈন্যের সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু বিশিষ্ট রণদক্ষ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা কখন কখন রোমীয়দিগকেও পরাভব করিতে পারিত। স্পার্টা নগর নিবাসী জান্টীপস্ নামক কোন যুদ্ধবীর একবার কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রোমীয় সেনানী সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেগুলস্ কার্থেজ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন। আর হামিল্কার নামক একজন সুবিজ্ঞ কার্থেজীয় সেনা-পতির অধীনেও কার্থেজীয়েরা সিসিলী ও দক্ষিণ ইটালীতে রোমীয়দিগের অনেক হানি করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধে কার্থেজীয়েরাই অনেক স্থানেই পরাজিত হইত। সুতরাং পরিশেষে উহারা সন্ধিকরণে সম্মত হইয়া সিসিলী-দ্বীপ পরিত্যাগ এবং বিপুল অর্থদণ্ড প্রদান করিতে স্বীকার করিল।

ইহার পর ২৩ বৎসরের মধ্যে রোমীয়েরা সমুদায় সিসিলী-দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। সিসালপীন গল নামক পো নদীর অববাহিকাও উহাদের হস্তগত হইল। আর বিনিস উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ইলিরিয়া প্রদেশের রাজ্ঞী দস্যুবৃত্তি দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ জনপদবাসিগণকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রোমীয়েরা তাঁহারও রাজ্য লইয়া স্বাধিকার-সম্ভুক্ত করিল। সার্ডিনিয়া দ্বীপও এই সময়ে রোমীয়দিগের হস্তগত হয়।

এতাবৎ সময়ে কার্থেজীয়েরাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিল না। উহারা সিসিলী এবং সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে বল প্রকাশ করিতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে স্পেন দেশের সমুদায় পূর্ব্বোপকূল ভাগ আপনাদিগের অধিকৃত করিল। তাহা-দিগের বিচক্ষণ সেনাপতি হামিল্কার এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার যত্নে কার্থেজীয়দিগের এই নূতন রাজ্য এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, রোমীয়েরাও তদ্দর্শনে শঙ্কান্বিত হইতে লাগিল। তাহারা বলিয়া পাঠাইল যে, কার্থেজীয়েরা যেন ইব্রোনদী পার হইয়া না আইসে। এই সময়ে হামিল্কারের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জামাতা হাসদ্রুবাল কার্থেজীয় সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইনিও বহুকাল জীবিত ছিলেন না। ইঁহার পর হামিল্কারের

সুযোগ্য পুত্র হানিবল, ষড়বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃশিবিরে আনীত হইয়া যাবজ্জীবন কেবল যুদ্ধের রীতি নীতি শিক্ষা এবং বিবিধ রূপ সংগ্রাম ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাঁকে ইহাঁর পিতা অতি শৈশবেই দেবতার নিকট শপথ করাইয়া রোমের পরম শত্রু করিয়া রাখিয়া যান। ইহাঁর তুল্য যুদ্ধবীর বোধ হয় অদ্যাপি কেহ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি রোমীয়দিগের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রোনদী পার হইয়া রোমাশ্রিত সাগণ্টম নামক নগর আক্রমণ করিলেন। রোমীয় দূত তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি নিষেধ মানিলেন না; সুতরাং ২১৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমের সহিত কার্থেজীয়দিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাকে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ বলে।

এই যুদ্ধ যে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিবে, রোমীয়েরা তাহা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। হানিবল আপন ভ্রাতা হাসজ্রবালের প্রতি স্পেন রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া অতি শীঘ্রই পিরেনীস্ পর্ব্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া গল দেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন করতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভেলক নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসহযোগে হস্তী, অশ্ব সমেত রোন নদী উত্তীর্ণ হইলেন, বিপক্ষ পক্ষীয় বন্য-জাতীয় গলদিগকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করিলেন এবং পঞ্চদশ দিনের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্বক্লেশ সহ্য করিয়া আল্পস্ পর্ব্বতচয় উল্লঙ্ঘন করতঃ সসৈন্যে ইটালীর উত্তর ভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

তত্রত্য গলজাতীয়েরা অতি স্বল্পকাল পূর্ব্বেই রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তখনও তাহাদিগের মন হইতে রোমীয়দিগের প্রতি দ্বেষভাব অপনীত হইয়া যায় নাই; সুতরাং তাহারা দলে দলে আসিয়া হানিবলের সৈন্য পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রোমীয়দিগের দুই জন কন্সল সিপিও এবং সেম্প্রোনিয়স্ একে একে টিসিনস্ ও ট্রিবিয়া নদী কূলে হানিবলের গতি রোধ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। ফ্লামিনিয়স নামক আর এক জন কন্সলও থ্রাসিমিন হ্রদের নিকট হানিবলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত এবং নিহত হইলেন। তখন রোমীয়েরা জানিতে পারিল যে, হানিবল তাহাদিগের সামান্য শত্রু নহেন। উহারা তৎক্ষণাৎ ফেবিয়স নামক অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার

হস্তে দেশ রক্ষার ভার অর্পণ করিল। ফেবিয়স্ অতিশয় সতর্ক পুরুষ ছিলেন। তিনি কদাচিৎ হানিবলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়া তিনি একদা কৃতকার্য্য প্রায় হইয়াছিলেন। হানিবল সসৈন্য কোন গিরিশঙ্কট মধ্যে প্রবেশ করিলে পর ফেবিয়স হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন—কোন দিকে বাহির হইবার পথ রহিল না। এমন সময় রাত্রি উপস্থিত হইল। হানিবল মশাল জ্বালিয়া অনেকগুলি গরুর শৃঙ্গে বাঁধিয়া পর্ব্বতের একদেশে ঐ সকল গরু তাড়াইয়া দিলেন। রোমীয়েরা মনে করিল যে, হানিবল ঐ দিক আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে সেই দিকেই ধাবমান হইল। হানিবল সেই সুযোগে অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দুই সেনাপতি নানা প্রকার রণকৌশল প্রকাশ করিতে-ছিলেন, কেহ কাহারও কোন বিশেষ হানি করণে সমর্থ হয়েন নাই, এমত সময়ে রোমীয়েরা সত্বর যুদ্ধ সমাপন করিবার প্রত্যাশায় ফেবিয়সের পরিবর্ত্তে বারো এবং এমিলিশস্ নামক দুই জন কন্সলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। বারো অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাব ছিলেন। তিনি যে দিন সৈন্যাধ্যক্ষতা পাইলেন, সেই দিনই হানিবলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "কেনি" নামক স্থানে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়। ইহাতে সাতচল্লিশ হাজার প্রকৃত রোমীয় যোদ্ধা সমরশায়ী হইয়াছিল। রোমের সংস্থাপনাবধি একাল পর্য্যন্ত কখন উহার এরূপ বিপদ হয় নাই। গল জাতীয়েরা রোম দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত যুদ্ধেও রোমের এত অধিক লোকের প্রাণনাশ হয় নাই। এই যুদ্ধ ২১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। চমৎকারের বিষয় এই যে, এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও রোমীয়েরা আপনাদিগের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল না। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হানিবল উহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু রোমীয়েরা তখন সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হইল না। এ পর্য্যন্ত গল ভিন্ন ইটালীর অন্য কোন জাতি হানিবলের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। কেনি যুদ্ধের পর উহারা অনেকে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে হানিবলের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কাপুয়া নগর নিবাসিগণ হানিবলের মহা সম্মান ও সমাদর করিল। শীতকালে হানিবল তাহাদিগের নগরে গিয়া অবস্থান করিলেন। এই হইতেই তাঁহার কপাল

ভাঙিল। কাপুয়া নিবাসিগণ সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। উহাদের সহবাসে হানিবলের সেনা সকল ইন্দ্রিয়-সুখাস্বাদন করিয়া যুদ্ধক্লেশ পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল। তিনি কার্থেজ হইতে নূতন সৈন্য আনয়নের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়গণের আলস্যে সেই সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। তাঁহার ভ্রাতা হাসড্রুবল স্পেন হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে নিরো নামক কন্সলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনিও পরাভূত ও নিহত হইলেন।

এই শেষোক্ত ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, হানিবল তাহার কিছুই জানিতেন না। যখন রোমীয় সৈনিকেরা হাসড্রুবলের ছিন্ন মস্তক লইয়া তাঁহার শিবির মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তখন ভ্রাতৃনিধন ব্যাপার তাঁহার প্রথম অবগতি হইল। কিন্তু হানিবল এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও নিজ নৈসর্গিক রণপাণ্ডিত্যের গুণে ইহার পরেও পনর বৎসর কাল ইটালীতে অবস্থান করতঃ অবিরত রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রোমীয়েরা প্রবল হইতেছিল। অপর যেখানে যায়, উহারা সেই খানেই জয়লাভ করে; কিন্তু হানিবলের সহিত যুদ্ধ করিলেই পরাভূত হইয়া উহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। পরিশেষে সিপিও নামক কোন যুবাপুরুষ কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া প্রথমে স্পেনে বিজয়লাভ করতঃ পরে আফ্রিকায় গমন করিলেন, এবং তত্রত্য নুমিডিয়া প্রদেশের রাজা মাসিনিসার সহিত মিলিত হইয়া কার্থেজ নগর আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তখন কার্থেজীয়েরা নিরুপায় হইয়া হানিবলকে স্বদেশ রক্ষার্থ আহ্বান করিলেন। তিনি অগত্যা ইটালী পরিত্যাগ করিয়া কার্থেজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "জামা" নামক স্থানে সিপিওর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে হানিবল পরাজিত হইলেন। ২০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। এই যুদ্ধের পরেই কার্থেজীয়েরা যৎপরোনাস্তি হীনতা স্বীকার করিয়া রোমের সহিত সন্ধি স্থাপন করে।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময়ে মাসিডোনিয়ার রাজা পঞ্চম ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করিয়া রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হানিবলের প্রাবল্যের সময় তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। রোমীয়েরা হানিবলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াই ফিলিপের প্রতি মনোযোগ করিল এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা

করিয়া দিল। ইহাতে গ্রীকেরা প্রথমতঃ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহাদিগের বোধ হইল যে স্বাধীনতা রূপ পরম সুখ কখন অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে না। যিনি স্বাধীন হইবেন, তাঁহার আপনার যোগ্যতা থাকা চাই। এখন আর গ্রীকদিগের সে যোগ্যতা ছিল না। তাহারা রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া সিরিয়া দেশের রাজাকে আপনাদিগের উদ্ধারার্থে আহ্বান করিল। সিরিয়ারাজ আন্টিয়োকস্ তাহাদিগের সহায়তা করিতে গিয়া অতি শীঘ্রই রোমীয়দিগের নিকট পরাজিত হইলেন। তিনি মাগ্নিসিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহাদিগের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহার অধিকার সমস্ত লইয়া নিজ পক্ষীয় রাজগণকে প্রদান করিল এবং হানিবলকে স্থান দান করিতে তাঁহাকে নিবারণ করিল। হানিবল ইহার পর অন্য এক রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিতে গেলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত সেই রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিল। তখন মহাত্মা হানিবল বিষপানদ্বারা জীবন বিসর্জ্জন সহকারে নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। ইহার পর ১৪৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিয়া পুনর্ব্বার দুর্ব্বল কার্থেজীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং কার্থেজীয়েরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের নগর ভস্মীভূত এবং আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোককে দাসরূপে বিক্রীত করিল। যেদিন সিপিও কর্ত্তৃক কার্থেজ বিনষ্ট হইল, সেই দিন মমিয়স নামক অপর একজন কন্সল গ্রীসের অন্তর্গত করিন্থ নগর নষ্ট করিয়া সেই দেশের স্বাধীনতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন।

এই সকল যুদ্ধে ভূমধ্য সাগরের চতুর্দ্দিক প্রায় সকলই রোমীয়দিগের অধিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে রোম রাজ্যকে, 'ইটালী' ও 'প্রদেশাধিকার' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তথাকার প্রচলিত রীতি নীতির অধিক পরিবর্ত্তন করিত না। যেখানকার যে ধর্ম্ম, যে অবস্থা, যে রীতি তাহাই প্রচলিত রাখিত। বিশেষের মধ্যে এই যে, সেই প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহ হইলেও তথায় থাকিত না। সাধারণতঃ রোমীয়েরা ইটালী হইতেই আপনাদের সৈন্য সংগ্রহ করিত এবং প্রদেশাধিকার হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। প্রতি প্রদেশে দুইজন করিয়া প্রধান শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তন্মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার উপাধি 'প্রিটর' এবং তাঁহার সহকারীর উপাধি

'কুইষ্টর'। কর আদায়ের ভার কতকগুলি রোমীয় তহশীলদারের প্রতি অর্পিত হইত। উহাদিগকে 'পব্‌লিকান' বলিত। উহারা যে প্রজাবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত তাহার সন্দেহ নাই।

রোমে পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় দলের যেরূপ প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে আর তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। এখন যাহার ধন-সম্পত্তি অধিক, সেই রোমে মহামান্য এবং প্রজাপ্রিয় হইয়া উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইত। সুতরাং রোমীয়েরা যে, তৎকালে নিতান্ত ধনলোলুপ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? তাহাদিগের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে দূরস্থ প্রদেশ সকলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত; বিশেষতঃ স্পেন দেশে 'বিরিয়াথস্' নামক কোন বীর পুরুষের অধীনে লুসিটেনিয়া প্রদেশবাসিগণ যে অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপন করে, তাহা সামান্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার পর নুমানসিয়ার নাগরিকেরাও বহুকালাবধি রোমের বিপক্ষতাচরণ করে এবং পরিশেষে সিপিও কর্তৃক পরাজিত হইবার উপক্রম দেখিয়া সকলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ফলতঃ রোমের এই অতি প্রাবল্যের সময়ই উহার বিনাশের হেতুভূত দোষ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোন রোমীয় লোক ইহা বুঝিয়াছিল কি না বলা যায় না। তবে কথিত আছে যে, সিপিও কার্থেজে অগ্নি প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার জন্মভূমি রোমেরও কোন সময়ে এরূপ দুরাবস্থা ঘটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[রোমীয় নাগরিকদিগের অবস্থা এবং চরিত্র—দুর্বৃত্ত লোকের সাহায্যে আঢ্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা—টাইবিরিয়স গ্রাকস—কেইয়স গ্রাকস—নুমিডিয়ার যুদ্ধ—টিউটন এবং কেম্ব্রীয় লোকের সহিত যুদ্ধ—ইটালীয়দিগের বিদ্রোহ—সেই বিদ্রোহ শান্তি—মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ—মেরাইয়স এবং সলা—।]

রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি যেরূপ বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারা বোধ হইয়া থাকিবে যে, ঐ সময়ে উহাদিগের মান, সম্ভ্রম এবং গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পূর্ব্বগত কোন জাতীয় লোকের সেরূপ হয় নাই। তখন রোম নগরে জন্মগ্রহণ করা কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইত! সেই নগরে জন্মগ্রহণ করিলেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত হইবার উপায় হইত। যে ব্যক্তি রোমে অতি সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য·

ছিল সেও স্পেন হইতে এসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত যে স্থানে কেন গমন করুক না, সকলেরই দর্শনীয়, মাননীয় এবং বন্দনীয় হইয়া চলিত। অর্থগৃধ্নু রোমীয়গণ অতি সহজেই আপনাদিগের ধনতৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, কীর্ত্তিপ্রিয় রোমীয়গণ অত্যল্প আয়াসেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিতেন এবং ধর্ম্মশীল রোমীয়গণও সেই সময়ে মানবকুলের সমধিক উপকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে রোমনগরীতে ধন লোলুপ, যশোলুব্ধ এবং দুরাকাজ্ক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল, ধর্ম্মশীল এবং মানবকুলহিতৈষী ব্যক্তির সংখ্যা তেমন অধিক ছিল না। তেমন অধিক কি ? রোমীয়দিগের ধর্ম্মবুদ্ধি কখনই সম্যক্ ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন হয় নাই। তাহারা কখনই মানবসাধারণের হিতেচ্ছাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত না। তাহাদিগের মধ্যে যিনি পরম ধার্ম্মিক হইতেন, তিনি স্বদেশহিতৈষীই হইতেন, তাঁহারও উপচিকীর্ষাবৃত্তি সমগ্র মানবজাতিকে স্ববিষয়ীভূত করিতে পারিত না। সুপ্রসিদ্ধ কেটোর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। এই ব্যক্তি রোমে অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু ইনি কার্থেজীয়দিগের এমত বিদ্বেষ করিতেন যে সেনেটে যখন কোন বিষয়ে কোন বক্তৃতা করুন না, সর্ব্বশেষে "কার্থেজ বিনষ্ট করা উচিৎ" এই বলিয়া কথা সমাপন করিতেন। কিন্তু এস্থলে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, অদ্যাপি বাস্তবিক সমগ্র নরকুলহিতৈষা কোনখানে বিশিষ্টরূপে কার্য্যকারিণী হয় নাই। এখনও মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি সাধারণতঃ নিজ নিজ সমাজসীমা অতিক্রম করিয়া যায় না; যদিও কথায় যায় কাজে যায় না এবং যেখানে কেবল কথায় মাত্র যায়, সেখানে মিথ্যা এবং বঞ্চনার ভাগই বাড়িয়া উঠে মাত্র।

এই সময়ে গ্রীকদিগের সংস্রবে রোমীয়েরা কিছু কিছু বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিল, এবং আপনাদিগের প্রাচীন ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরন্তু তাহারা গ্রীকদিগের দেবতাগণের পূজা আপনাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাঁদিগের গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ ব্যতিরেকে আপাত মনোরম ভ্রষ্টাচার সমস্তেরই অনুকরণ করিয়াছিল।

ধনসম্পদ, ভ্রষ্টাচার এবং কৃত্রিম সভ্যতার আবির্ভাব হইলে কখন কোন দেশের প্রজাবর্গের মধ্যে সাম্যভাব থাকিতে পারে না। রোমেও তাহা ঘটিল। তখন শুনিতে সকল রোমীয় সমান ছিল বটে, আইনেও এই কথার কোন অন্যথা

ছিল না বটে, কিন্তু বাস্তবিক তখন রোমীয় প্রজাবর্গের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ধনবান এবং যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা একদল আর যাহারা নির্ধন বা কোন বিখ্যাত বংশ সম্ভূত নয়, অপর দল; রোমীয়েরা এই প্রকার দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজকার্য্য সমুদায়ই ধনীদিগের হস্তগত ছিল। নির্ধনেরা কেবল সভাস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে পারিত এবং সেই সকল মত লইয়া রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। এইজন্য ধনিগণ নির্ধনদিগকে স্ববশীভূত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিত। লোকে দুষ্ট মন্ত্রণা সকল দুষ্ট উপায় দ্বারাই সিদ্ধ করিয়া থাকে, সুতরাং ধনবানেরা যখন কেবল উন্নত পদের প্রত্যাশাপন্ন হইয়া নির্ধনদিগকে তোষামোদ করিতে লাগিল তখন তাহারা যে, উহাদিগকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিবে, আপনাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থ বিবিধ নাট্য কৌতুকাদি প্রদর্শন করাইবে এবং মনে মনে যাহা থাকুক, কিন্তু যতদিন কর্ম্ম না হয়, ততদিন মুখে সকলের সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া সকলকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এরূপ বহুকালাবধি হওয়াতে জনসাধারণে প্রায়ই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকোপার্জ্জনের চেষ্টা করা পরিত্যাগ করিল। উহারা কোন উন্নত পদাকাঙ্ক্ষী ধনবানের পক্ষে সভাতে অভিমত প্রদান করিলেই তাহার স্থানে যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এই আশার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে লাগিল, সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত নীচবুদ্ধি ও দুষ্টাচার হইয়া পড়িল।

রোমের বাস্তবিক দশা এরূপ হইলেও তৎকালে এই সকল দোষ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যুত সেই সময়ে প্রদেশ শাসনকর্ত্তৃগণ সকলেই বিপুল বিভবশালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ রোমনগরীকে অতীব রম্য প্রাসাদ সমূহে পরিশোভিত করিলেন। অনেকানেক ব্যক্তি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুবৃহৎ উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন, এবং সেনাপতিগণ দূরস্থিত প্রদেশ সকল জয়লব্ধ করিয়া জনসমূহের নিকট খ্যাতি লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যেমন কোন পীড়াবিশেষে শরীরের বাহ্যকান্তি এবং পুষ্টিবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়, কিন্তু অভ্যন্তরে উহা সম্পূর্ণরূপে অসার এবং বলশূন্য হইতে থাকে, রোমেরও অবিকল সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন কোন পরিণামদর্শী বিচক্ষণ রোমীয় স্বদেশের তাদৃশ অবস্থা অনুভব করিয়া যাহাতে দোষ সমস্ত সংশোধিত হয়, এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ নামা এক ব্যক্তি তদর্থে সম্যক্ যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সিপিওর কন্যা কর্ণেলিয়ার পুত্র। তিনি মাতৃসন্নিধানে বাল্যাবধি বিবিধ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, এবং ১৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে ট্রিবিউন পদে উন্নত হইয়া অবিলম্বে যাহাতে লিসিনীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হয় ও কোন ব্যক্তির সাধারণ ভূমি সম্পত্তিতে পাঁচ শত জুগুরার অধিক অধিকার না থাকে, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে বিষয়াপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই টাইবিরিয়সের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মন্ত্রণা করিয়া অ ‍ াবিয়স নামা এক জন ট্রিবিউনকে আপনাদিগের মতাবলম্বী করিল। অক্টেবিয়স্, টাইবিরিয়সের প্রস্তাবিত বিধি প্রচলিত হওয়া নিষেধ করিল। টাইবিরিয়স সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সাধারণ সভাস্থলে অক্টেবিয়সের নামে নালিশ করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করাইলেন। রোমে ট্রিবিউন নিয়োগ হওয়া অবধি কখন এমত ব্যাপার ঘটে নাই। টাইবিরিয়সের শত্রুপক্ষীয়গণ এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, তিনি রোমের চির প্রচলিত শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনি রাজা হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। একান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত নির্ব্বোধ জনসাধারণের মনে বৈরিবর্গের এই অশ্রদ্ধেয় অপবাদে প্রতীতি জন্মিল এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে টাইবিরিয়সের পক্ষ পরিত্যাগ করিল; পরে শত্রুগণ একদা হঠাৎ মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া সভাস্থলে কতিপয় সহচর-সমেত দেশহিতৈষী টাইবিরিয়সের প্রাণবধ করিল (১২৩ পূঃ খৃঃ)।

টাইবিরিয়সের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সোদর কেইয়স্ ট্রিবিউন পদাভিষিক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সেনেট সভার সভাগণ নিতান্ত ধন লোলুপ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারে অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যাহার স্থানে অধিক উৎকোচ প্রাপ্ত হয়েন তাহাকেই জয়ী করেন। অতএব তিনি এই এক ব্যবস্থা প্রচলিত করাইলেন যে, ধর্ম্মাধিকরণের ভার সেনেটের হস্তে অর্পিত না হইয়া ইকাইট অর্থাৎ অশ্বারোহিদলের হস্তগত হইবে। কেইয়স্ আরও প্রস্তাব করিলেন যে, লাটিন প্রভৃতি অপরাপর ইটালীয় জাতিগণ

রোমের নাগরিকদিগের ন্যায় সাধারণ সভাতে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এই কথার প্রস্তাব হইবামাত্র রোমের আঢ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ড্রুসস নামক অন্য এক জন ট্রিবিউনকে আপনাদিগের পক্ষ অবলম্বন করাইল। ঐ ট্রিবিউন সাতিশয় ধূর্ত্ততাপ্রকাশপূর্ব্বক প্রজাসাধারণের নিকট এমত সকল ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে লাগিল যে, তাহা প্রচলিত হইলে তদ্দ্বারা কেইয়সের প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষাও উহাদিগের আপাততঃ সমূহ উপকার দর্শে। ড্রুসস্ এইরূপে স্বয়ং প্রজাপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং কেইয়সের মান সম্ভ্রম দিন দিন ন্যূন হইতে লাগিল। যখন কেইয়সের প্রতি লোকের অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শত্রুরা এক দিন তাঁহার দলবলকে আক্রমণ করিয়া একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল (১২১ পূঃ খৃঃ)। 'গ্রাকস্' অভিধেয় সোদরদ্বয়ের এইরূপ বিনাশ হওয়াতে তাৎকালিক রোমীয়দিগের রীতি চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিল না; আঢ্য রোমীয়গণ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচগ্রাহী এবং পরপীড়ক থাকিয়া গেল।

এই সময়ে নুমিডিয়ার রাজা মাসিনিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই ঔরস জাত এবং এক পোষ্যপুত্র থাকে। সেই পোষ্য পুত্রের নাম 'জগার্থা'। এই ব্যক্তি তাৎকালিক রোমীয়দিগের দুষ্ট চরিত্র সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, এতাদৃশ অধর্ম্মশীল মনুষ্যদিগকে বশীভূত করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে না। এই ভাবিয়া সে মাসিনিসার পুত্রদ্বয়কে নষ্ট করিয়া আপনি নুমিডিয়ার রাজা হইল। রোমীয়দিগের সহিত মাসিনিসার সখ্য ছিল। অতএব তাহারা সেই সখ্যের ভান করিয়া জগার্থার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিল (১১১ পূঃ খৃঃ)। জগার্থা রোমীয় সেনাপতিগণকে অর্থ প্রদান দ্বারা আপন বশীভূত করিয়া ফেলিল; কেবল নামে মাত্র তাহার সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে সচ্ছন্দে নিজ দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল, এবং যদি আর কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইত, তবে তাহার রাজ্যের কোন ব্যাঘাতই ঘটিত না। কিন্তু সে ঐ সময়ে মাসিনিসার পৌত্রকেও বিনষ্ট করিল। ইহাতে রোমের প্রজাসাধারণ তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং মেটেলস্ নামা একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। মেটেলস্ সচ্চরিত্র, কিন্তু একান্ত আভিজাত্যাভিমানী এবং গর্ব্বিত স্বভাব ছিলেন। একদা তাঁহার সহকারী নীচ

বংশোদ্ভব মেরাইয়স্ নামা কোন ব্যক্তি স্বয়ং কন্সল পদের প্রার্থী হইয়া রোমে আগমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্থানে বিদায় যাচ্ঞা করিলে, মেটেলস্ তাঁহাকে অনেক কটু বাক্য বলেন। মেরাইয়স্ তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বিনানুমতিতেই রোমে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সাধারণ লোকের অনুগ্রহে নিজ আকাঙ্ক্ষিত কন্সল পদে অভিষিক্ত হইয়া আপনি জগার্থার সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। মেরাইয়স্ একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর ছিলেন। তিনি শাস্ত্র বিদ্যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া কেবল শস্ত্র বিদ্যারই গৌরব করিতেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণ ক্লেশ সহিষ্ণু ও রণদক্ষ হইয়াছিল। অতএব জগার্থা তাহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মরিটানিয়ার রাজা বকসের নিকট গিয়া শরণ লইল। এই সময়ে সলা নামে ভদ্রবংশীয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোন ব্যক্তি মেরাইয়সের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার কৌশলে ভুলিয়া রাজা বকস্ শরণাপন্ন জগার্থাকে রোমীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। জগার্থা রোমে আনীত হইয়া কারাগৃহে নিরুদ্ধ হয়, এবং তথায় অশনাভাবে মহা ক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করে (১০৬ পূঃ খৃঃ)।

নিউমিডিয়ার যুদ্ধ সমাপন হওয়াতে রোমীয়েরা সাতিশয় আনন্দযুক্ত হইল। কারণ এই সময়ে কিম্বি ও টিউটন নামক দুই অসভ্যজাতীয় লোক, আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ইউরোপের মধ্যে আহার ও নিবাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া পর্য্যটন করিতে ছিল। তাহারা যে দেশে প্রবেশ করিত, সেই দেশ নিবাসী সমস্ত লোককে খড়্গসাৎ করিয়া তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইত। তাহাদিগের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের ন্যূন ছিল না। রোমীয়েরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু যেমন কোন সুবৃহৎ কঠিন বস্তুর প্রতি সামান্য উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলে সেই উপলখণ্ডই আপনি প্রতিহত বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, উক্ত অসভ্য জাতিদিগের সংঘাতে রোমীয় সৈন্যেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সেই সমূহ বিপৎকালে রোমীয়েরা মেরাইয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ঐ যুদ্ধের ভার অর্পণ করিল। মেরাইয়স ১০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে গলদেশের অন্তর্গত এইসস্ নামক নগরের নিকটে টিউটনদিগকে সমূলে সংহার করিলেন এবং তৎপর বৎসরেই ইটালীর অন্তর্গত বাসীন নামক নগরের নিকট কিম্বিগণকে বিনষ্ট করিলেন।

এইরূপে রোমকাধিকার পুনঃ পুনঃ তাঁহা কর্তৃক রক্ষিত হইলে মেরাইয়সের

মনোমধ্যে সাতিশয় অহঙ্কারের উদয় হইল। তিনি রোমের কোন ব্যক্তিকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না। আপনি দুঃস্থ প্রজাসমূহের অধিনায়ক হইয়া আঢ্য এবং আভিজাত্যাভিমানী সকল প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার প্রতিযোগী সলার পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহাতে মেরাইয়সের গর্ব্ব চূর্ণ হয়, এমত যত্ন করিতে লাগিল। সলা পূর্ব্বাবধি বলিতেন, জগার্থাকে আমিই ধৃত করিয়াছি; সেই যুদ্ধে মেরাইয়সের অপেক্ষা আমার পৌরুষ অধিক। রোম নগরী এইরূপে দুই প্রতিপক্ষ দলে বিভক্ত হইয়াছে, এমত সময়ে একটি ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার উপক্রম হইল।

এই সময়ে রোম-সখ সংজ্ঞক ইটালীর লোকেরা বলিতে লাগিল যে, আমরা রোমের সৈন্য হইয়া দূরদেশে যাই, আমাদিগের দ্বারাই রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং পরিরক্ষিত হয়, অথচ রোমীয়েরা আমাদিগের উপর অযথা কর্ত্তৃত্ব করে। আমরা রাজকার্য্য বিষয়ে আমাদিগের অভিমত প্রকাশ করিতে পাই না, অতএব আমরা সকলে মিলিয়া রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য লুপ্ত করিব, এবং উহার পরিবর্ত্তে ইটালিকা নামে একটি রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সকলে এক মত হইয়া থাকিব। দক্ষিণ ইটালীর লোকেরাই এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করে। যদি লাটিন অম্ব্রিয় এবং ইট্রুরীয়গণ এই সময়ে তাহাদিগের সহিত যোগ দিত, বোধ হয় তাহা হইলে রোমের প্রাধান্য এই যুদ্ধেই লুপ্ত হইয়া যাইত। উহারা যোগ না দেওয়াতে রোমের প্রাধান্য রক্ষা হইল। আর রোমীয়েরাও কৌশল করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল যে, যাহারা আমাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই, আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের সমান অধিকার দিব। কিছুকাল পরে রোমীয়েরা অঙ্গীকার করিল যে, যাহারা সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহাদিগকেও রাজকার্য্যে তুল্য অধিকার প্রদান করা যাইবে। এইরূপ ঘোষণা প্রচার করাতে বিদ্রোহ ব্যাপার সমুদায় ইটালী দেশ ব্যাপক হইতে পারিল না; আর যাহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাও একে একে আসিয়া পুনর্ব্বার রোমের শরণাগত হইল। পরন্তু সাম্নাইট জাতীয়েরা সর্ব্ব শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে পূর্ব্বদিকে রোমীয়দিগের প্রবল শত্রুর উদয় হইল। সেই শত্রু কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী পণ্টস্ দেশের রাজা

মিথ্রিডেটিস। ইহাঁর পিতা রোমীয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক একটি প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে মিথ্রিডেটিস মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ গুপ্তভাবে নিজ সৈন্য সমুদয়কে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, এবং যখন তাঁহার বোধ হইল যে, রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন (৮৮ পূঃ খৃঃ) তিনি হঠাৎ তাহাদিগের অধিকার আক্রমণ করিয়া সমগ্র এসিয়ামাইনর আপন হস্তগত করিলেন। মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি অর্কিলেয়স ঐ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করিলে এথিনীয়গণ তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া গ্রহণ করিল; এবং প্রায় সমুদয় গ্রীসদেশ অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িল।

রোমীয়েরা সলাকে কন্সল পদাভিষিক্ত করিয়া এই ভয়ানক শত্রুর দমনার্থে প্রেরণ করে। তাহাতে মেরাইয়স একান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া আপন দল বল লইয়া হঠাৎ রোমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিপক্ষবর্গের অনেক ব্যক্তিকেই নষ্ট করিয়া সলাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। এই সংবাদ সলার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ সৈন্যগণদ্বারা মেরাইয়স পক্ষীয় লোকদিগকে দমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সলা কর্ত্তৃক মেথ্রি-ডেটিসের সেনাপতি অর্কিলেয়স দুইবার সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত হয়েন, এবং মিথ্রিডেটিস স্বয়ং অন্য একজন রোমীয় সেনাপতির নিকট পরাস্ত হইয়া পরিশেষে সন্ধি প্রার্থনা করেন।

এদিকে রোম নগরীতে সলার অবর্ত্তমান কালে মেরাইয়স এবং তৎস্বপক্ষ কন্সল সিন্না অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাম্নাইট জাতীয়েরা তাহাদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিল, এবং সমুদায় ইটালী তাহাদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগের অত্যাচারের ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। সলা এমত সময়ে পুনর্ব্বার রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এইবার এমন নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই মেরাইয়সের দলবল একেবারে নিঃশে-ষিত হইয়া গেল। এইরূপে শত্রুদমন হইলে ৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সলা এক বৎসর কালের নিমিত্ত ডিক্টেটরের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মেরাইয়সের পক্ষীয় ব্যক্তি মাত্রকেই সংহার করিবেন। এই অভিপ্রায়ে

তিনি আপনার শত্রুবর্গের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে তাহার এক এক খণ্ড অনুলিপি রোমের স্থানে স্থানে সংস্থাপিত করিতেন। সলা আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল যে, যাহাদিগের নাম ঐ তালিকায় প্রকাশিত থাকিবে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলে তাহার জন্য নালিশ গ্রাহ্য হইবে না, প্রত্যুত হত্যাকারিগণ তাঁহার স্থানে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সলা আপন সৈন্য-গণকে ইটালীর স্থানে স্থানে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্রই তাহার মতাবলম্বীদিগের নিবাস হওয়াতে তাহার বল আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি দশ সহস্র দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আপন শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর রোমের শাসন-প্রণালী পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেইরূপ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ট্রিবিউনদিগের শক্তি খর্ব্ব করি-লেন। ট্রিবিউটা সভায় ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিবার যে ক্ষমতা হইয়াছিল, তাহা রহিত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মাধিকরণের ভার ইকাইট দলের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সেনেট সভার সভ্যদিগকে প্রত্যর্পিত করিলেন। ফৌজদারী আইন সংশোধিত করিলেন, এবং পরে আপন ডিক্টেটর-পদ স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের সহিত রোমীয়দিগের পুনর্ব্বার বিবাদ ও যুদ্ধ হইল, কিন্তু এই দুই যুদ্ধে মিথ্রিডেটিসের জয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ ইতিপূর্ব্বে সলা তাঁহাকে কেবল পণ্টস দেশ মাত্র দিয়া তাঁহার অপব সমুদয় অধিকার রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া-ছিলেন; কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে সন্ধি হয়, তাহাতে কাপাডোসিয়া এবং এসিয়ামাইনরের মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ মিথিডেটিসের রাজ্য-সম্ভুক্ত হইয়াছিল।

সলার ভয়ে মেরাইয়সের পক্ষীয় অনেক ব্যক্তি সিসিলী, স্পেন, আফ্রিকা ইত্যাদি নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। উহারা ঐ সকল দেশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হওয়াতে সলা তাহাদিগের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। সলার সকল সেনাপতির মধ্যে পম্পী নামক এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। সলা তাঁহার অতিশয় গৌরব করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পম্পী—জুলিয়স্ সিজর—সিসিরো—দলপতিত্রয়ের সাম্রাজ্যশাসন—সিজরের কীর্ত্তিকলাপ—পম্পীর ঈর্ষা—উভয়ের যুদ্ধ—সিজরের সর্ব্বকর্তৃত্ব—তাঁহার অপমৃত্যু—ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্—আণ্টনি এবং অক্টেবিয়সের সর্ব্বকর্তৃত্ব—শেষোক্তের অগষ্টস নাম পরিগ্রহণ।

রোমীয়গণ আর সাধারণতঃ স্বাধীনতাপরায়ণ এবং পুরুষার্থসাধনতৎপর ছিল না। তাহাদিগের ইতিবৃত্ত ব্যক্তি বিশেষের জীবনচরিতে পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতেই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, রোমীয়েরা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া দিন দিন একাধিপতি রাজার শাসনাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে তাহাদিগের যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা কেবল নামে মাত্র। পম্পী, সল্লার অনুমতিক্রমে সিসিলি দ্বীপে এবং আফ্রিকাখণ্ডে গিয়া তত্রত্য মেরাইয়স পক্ষীয় লোক সকলকে পরাজয় করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্পেন দেশে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথায় সর্টোরিয়স নামা মেরাইয়সের পক্ষীয় একজন অতি বিচক্ষণ সেনাপতি একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্টোরিয়সের যুদ্ধনৈপুণ্যের তুলনার স্থল মহান্ আলেক্জাণ্ডার এবং হানিবল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধবীরগণের চরিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পম্পী তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে (৭২ পূঃ খৃঃ) এক জন দুরাত্মা সর্টোরিয়সের প্রাণ বধ করিয়া স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, সে অনায়াসেই পম্পীর বশ্য হইয়া পড়িল।

পম্পী এইরূপে বিজয়লাভ করিয়া রোমে আসিতেছেন, এমত সময়ে ইটালীর উত্তরভাগে আর একটী প্রতিপক্ষ সৈন্য তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তিনি তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। তাহারা কে এবং কি প্রকারে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে হইলে রোমীয়দিগের এক প্রকার দুষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হয়। প্রাচীন জাতীয়দিগের মধ্যে গ্রীক ও রোমীয়েরা বিশেষ সভ্য বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু গ্রীকেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। রোমীয়েরা অতিশয় নৃশংস ছিল, গ্রীকেরা সেরূপ নির্দ্দয় ছিল না। গ্রীকেরা কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে অনেক কাল ক্ষেপণ করিত, রোমীয়েরা নিরন্তর

বিবাদ বিগ্রহ লইয়াই থাকিত। গ্রীকদিগের প্রধান আমোদ নাট্য দর্শন করা, রোমীয়দিগের প্রধান আমোদ মল্লক্রীড়া দর্শন করা। সে মল্লক্রীড়া অতি ভয়ঙ্কর ছিল; তাহাতে অসংখ্য মল্লের প্রাণবধ হইত; কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা রোমীয় মাত্রেই তদ্দর্শনে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিত। এই নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি রোমে লোকের অনুরাগ লাভ করিয়া প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার বাসনা করিত, তাহারা নানা দেশ হইতে অতীব বিক্রমশালী মল্লসমূহকে আনয়ন করাইত, এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অন্যান্যের সহিত অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করাইত। এইরূপে বহু সংখ্যক মল্ল ইটালীর নানা স্থানে আনীত হইয়া সর্ব্বদা শিক্ষিত হইত। একদা স্পার্টাকস্ নামে এক জন মল্ল, রক্ষিগণের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আর কতিপয় মল্লের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিবার মানসে একত্র দলবদ্ধ হইল। রোমীয়দিগের দাস সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তাহারাও অনেকে যাইয়া স্পার্টাকসের সহিত যোগ দিল। ফলতঃ দিন দিন উহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, এবং অত্যল্প কাল মধ্যে উহারা রোমীয় কন্সলদিগকে সসৈন্যে পরাভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে (৭১ পৃঃ খৃঃ) সমবেত দাসসেনা ক্রাসস্ নামক একজন রোমীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ইটালীর উত্তর ভাগে প্রস্থান করে এবং হঠাৎ স্পেন বিজেতা পম্পীর সম্মুখে পড়ে। পম্পী উহাদিগকে সংহার করিয়া রোমে প্রত্যাগমন করেন।

জনসাধারণ পম্পীর প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময়ে ভূমধ্য সাগরে অতিশয় জলদস্যুর ভয় হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ পম্পীকে সেই সাগর ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্রদেশের শাসনাধিকার প্রদান করিয়া দস্যুদমনার্থ নিযুক্ত করিল। পম্পী তিন বৎসরের নিমিত্ত (৬৭ পৃঃ খৃঃ) এই কর্ম্ম পাইলেন। কিন্তু তিনি তিন মাসের মধ্যেই দস্যুকুলকে নির্ম্মূল করিয়া সমুদায় ভূমধ্যসাগর নিরুপদ্রব করিলেন। পম্পী যত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি হইল, এবং তিনি মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থ আদিষ্ট হইলেন। পণ্টসরাজ ইতিপূর্ব্বে সর্টোরিয়সের সহিত একমত হইয়া রোমীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে লুকলস নামা

একজন সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্রিডেটিস্কে আসন্ন প্রায় করিয়াছেন, এমত সময়ে পম্পী সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পম্পীর যুদ্ধে পণ্টসরাজ সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া (৬৩ পূঃ খৃঃ) বিষপান দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। পম্পী তাহার পর 'সিরিয়া' 'যুডিয়া' প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া রোম সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত করিলেন। রোমে পম্পীর গৌরবের ইয়ত্তা রহিল না। রোমীয় সেনাপতিগণের রীতি ছিল যে, তাঁহারা কোন সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে বিজয়চিহ্ন প্রকাশ পূর্ব্বক মহাসমারোহ করিতেন। পম্পী নিজ বিজয় সমারোহ যেমন ঘটা করিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন তেমন আড়ম্বর করেন নাই।

পম্পীর এই প্রাধান্যের সময় আর এক ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ গুণগ্রাম বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের মাননীয় হইতেছিলেন। রোমে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান ও গুণবান দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি যেমন যুদ্ধ বিদ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য, তেমনি সুবক্তা এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারও ছিলেন। ইহার নাম জুলিয়স্ সীজর। মৃত মেরাইয়সের পক্ষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলে ইহাঁকেই আপনাদিগের দলপতি স্বরূপ মান্য করিত। সলা যখন ঐ পক্ষীয় সকল লোকের প্রাণ সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন সীজরকেও বিনাশ করিবার মনন করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুবর্গের অনুরোধপরবশ হইয়া নিজ মানস সফল করিতে পারেন নাই। পম্পী ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন, সুতরাং এই দুই ব্যক্তিতে অতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু সীজরের খ্যাতি তখনও অধিক হয় নাই। তখন রোমে সিসিরোই পম্পীর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। সিসিরো যুদ্ধ বিদ্যায় পারগ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীতে যত সদ্বক্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ডিমস্থিনিস সর্ব্বপ্রধান এবং সিসিরো তদ্দ্বিতীয়। ইহার ন্যায় সুলেখকও কোন দেশে অধিক জন্মে নাই। এক বৎসরের নিমিত্ত কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া ইনি কাটালিন নামক একজন দুরাত্মার ষড়যন্ত্র সমুদায় অনুসন্ধান ও প্রকটন করিয়া রোম নগর রক্ষা করেন। তৎপ্রযুক্ত রোমীয়েরা এই মহাত্মাকে "স্বদেশের পিতা" এই গৌরবসূচক উপাধি প্রদান করে। বস্তুতঃ সিসিরো যে এক জন পরম স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধুশীলব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সীজর প্রভৃতি কূট-

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণবৃত্তি সম্যক্ বুঝিতেও পারিতেন না, আর যদিও কোন কোন স্থলে বুঝিতেন তথাপি ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত কদাপি উহাদের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। তিনি ভাল লোক অতএব যে পক্ষে থাকিবেন, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম আছে, লোকে ইহা বিবেচনা করিবে, এই ভাবিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ দুষ্টগণ সকলেই তাঁহাকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিত। সিসিরোও কখন এ পক্ষে কখন ও পক্ষে থাকিয়া আপন মতের চঞ্চলতা এবং ধূর্ত্তদিগের চাতুর্য্য সপ্রমাণ করিতেন। কিন্তু তিনি প্রায় কখনই সীজরের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

যখন সীজরের সহিত পম্পীর প্রণয় হইল, তখন সিসিরোও উহাঁদের সহিত মিলিত হইলেন। আর তাৎকালিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান্ ক্রাসস নামা ব্যক্তিও উহাদিগের সহিত এক পরামর্শ হইলেন। অসীম ক্ষমতাবান সীজর, অতুল সৌভাগ্যশালী পম্পী এবং প্রভূত ধন সম্পত্তিশালী ক্রাসস—এই তিন জনের একত্র সংযোগ হইলেই ইহাঁরা রোমের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। তখন রোম নাগরিক মাত্রেই এই তিন জনের অন্যতম কোন ব্যক্তির দলসম্ভূক্ত হইয়াছিল। ইহাঁরা রোম সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনাপন শাসনাধীন করিলেন। অভিমানশালী পম্পীর ভাগে স্পেন, আফ্রিকা, ইটালী প্রভৃতি সুসংস্থাপিত দেশ সমুদায় পড়িল; অর্থলোভী ক্রাসস্ সুসমৃদ্ধ এসিয়া-মাইনর শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন, পরিণামদর্শী সীজর অতি ভীষণস্বভাব বন্যজাতি-সমাকীর্ণ গলদেশ শাসন করিবার ভার লইলেন। পম্পী যুদ্ধাদি করিয়া ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব স্বয়ং রোম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইবার বাসনা করিলেন না; প্রতিনিধির দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনি রোমে নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয় সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রাসস্ নিজ অধিকারে গমন করিয়া প্রজাপীড়ন করতঃ অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন, এবং একান্ত যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া পারস্য দেশ-নিবাসী পরাক্রান্ত পার্থীয় জাতির সহিত সংগ্রাম করিলেন। ঐ যুদ্ধে (৫৩ পূঃ খৃঃ) তিনি সপুত্র নিহত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যচয় বন্দীকৃত হইল। সীজর নিজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া (৫৮ পূঃ খৃঃ) প্রথমে 'হেলবিসীয়' নামক সুইজর্লণ্ড নিবাসী বন্য জাতিকে পরাজয় করিলেন, তাহার পর জর্ম্মণদিগের রাজা অবিয়-বিষ্টকে পরাজয় করিলেন; তৎপরে বেলজিয়ম নিবাসী বেলজীয়গণকে বশী-

ভূত করিলেন; এবং পরে (৫৪ পূঃ খৃঃ) উপর্য্যুপরি দুইবার ইংলণ্ড দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটনদিগকে করকবলিত করিলেন। ইহার পর তদধিকৃত প্রদেশে অনেকানেক বিদ্রোহ হইল—জর্ম্মণেরা রাইননদী পার হইয়া পুনঃ পুনঃ গল দেশ আক্রমণ করিতে আসিল। গলের প্রজাগণও রোমীয়দিগের অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীজর এমত সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁহার কোন অধিকার তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়া যাইতে পারিল না। গল-জাতীয় প্রজাগণ দুর্বৃত্ত বন্য অশ্বের ন্যায় নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পৃষ্ঠাধিরূঢ় সীজরকে আসনচ্যুত করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা তাঁহার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত আজ্ঞাকারী ভৃত্যবৎ হইয়া পড়িল। সীজর শীত, বাত, বর্ষা কিছুরই প্রতিবন্ধকতা না মানিয়া কখন বা অশ্বারোহণে সসৈন্যে গমন করিতেছেন, কখন বা রোন, সীন, প্রভৃতি অতি প্রশস্ত তটিনী সকল সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন; পরন্তু তাদৃশ সময়েও আপন লেখকদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজকীয় কর্ম্মসংক্রান্ত পাঁচ ছয় খানি পত্র একবারে লেখাইতেছেন, এবং শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য সকল কর্ম্মের অবসানেই নিজ আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করণের উপযোগী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। বস্তুতঃ এতাদৃশ সীজরকে মনোমধ্যে ধ্যান করিলেও অলস ব্যক্তিদিগের আলস্য দূরীভূত হইয়া কার্য্যতৎপরতা জন্মিবার সম্ভাবনা।

রোমে সীজরের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার অতুল্য গুণের অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সিসিরো বলিলেন, সীজরের সহিত তুলনা করিলে মেরাইয়সই বা কি ছিলেন?—আর কেহ কেহ মনে মনে বলিলেন, পম্পীই বা সীজরের কোথায় লাগেন? সীজরের খরতর কীর্ত্তি-প্রভায় পম্পীর যশোরাশি আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কীর্ত্তিই হউক, আর ধর্ম্মই হউক, আর বিদ্যাই হউক, যে ব্যক্তি আপনার যথেষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত এবং আত্মাভিমানী হয়, তাহার কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, বিদ্যা কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না—অতি শীঘ্রই সে ব্যক্তি প্রতিযোগিদিগের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। পম্পীর সেই দশা হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সীজরের তেজোহ্রাস করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সীজরের কন্যা

পম্পীর পত্নীর প্রাণবিয়োগ হওয়াতে উহাদিগের কুটুম্বতানিবন্ধন যে সৌহার্দ্দ বন্ধন হইয়াছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়। তখন পম্পীর পক্ষীয় সকলে বলিতে লাগিল যে, সীজর বহুকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। সীজর উত্তর করিলেন, আমি ইহাতে সম্মত আছি—কিন্তু পম্পীকেও নিজ অধিকার ও শাসনকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। সীজরের পক্ষে দুই জন ট্রিবিউনও এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেনেটরেরা পম্পীর মতাবলম্বী হইয়া তাহাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি সীজর এত দিনের মধ্যে আপন সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া রোমে প্রত্যাগমন না করেন, তবে তিনি সাধারণের শত্রু বলিয়া দণ্ডার্হ হইবেন। এই অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ট্রিবিউনদ্বয় রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া সীজরের নিকট গমন করিলেন। সীজরও আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া সসৈন্য আপন প্রদেশ সীমা রুবিকন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অতি ত্বরিত গমনে রোমনগরাভিমুখে চলিলেন। তিনি যে যে স্থান দিয়া গেলেন, সকল স্থানের লোকেই তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিল। পম্পী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যদি মৃত্তিকায় পদাঘাত করি, পৃথিবী স্বয়ং আমার নিমিত্ত সৈন্য প্রসব করিবে"—কিন্তু পৃথিবী তাঁহার জন্য সেরূপ কিছুই করিলেন না। সুতরাং সীজরকে আগতপ্রায় দেখিয়া তিনি সেনেটের সভ্যগণ সমেত আপন দল বল লইয়া ইটালী পরিত্যাগ করিয়া ইপাইরস প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। সীজর (৪৯ পূঃ খৃঃ) রোমে উপস্থিত হইয়া একাধিপতি রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সাধারণ ধনাগার আপন হস্তগত করিলেন। নগরে কাহাকেও পীড়া দিলেন না, প্রত্যুত সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পম্পীর স্পেন্ দেশস্থিত সৈন্যগণকে জয় করিতে চলিলেন। পম্পীর এই সেনাটী অত্যন্ত রণদক্ষ সৈনিকগণে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সীজর তাহাদিগকে এমত কৌশল পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনায়াসেই পরাজিত হইল। এবারে রোমের লোকেরা সীজরকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিল; কিন্তু সীজর রোমে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ পদ ত্যাগ করিলেন, এবং কন্সলের কর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিয়া পম্পীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পূর্ব্বদেশে সীজরের অপেক্ষাও পম্পীর নাম অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং পম্পী অনায়াসেই বিপুল সৈন্য এবং

অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে থেসালী দেশের অন্তর্গত ফার্সেলিয়া নগর সন্নিধানে দুই প্রতিপক্ষ দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পম্পী সম্পূর্ণরূপে পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে লেস্‌বস দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে মিসরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা মিসর রাজ সীজরকে প্রীত করিবার অভিপ্রায়ে শরণাগত পম্পীর শিরশ্ছেদন করিল। কিন্তু সীজর তাহাতে প্রীত হইলেন না; প্রত্যুত পম্পীর তদ্রূপ নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে অকৃত্রিম শোকে আর্ত্ত হইলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের পুত্র ফার্ণেসিস রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করেন। সীজর কালাতিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্য তাহার বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন, এবং এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত জিলা নামক স্থানে তাঁহার সকল বল বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধ এমত সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সীজর রোমে আপন বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তিনটী পদ মাত্র লিখিয়াছিলেন :—'আইলাম, দেখিলাম, জিতিলাম।' ইহার পরে তিনি একবার রোমে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে আফ্রিকায় গিয়া 'থাপ্সসের' যুদ্ধে পম্পীর পক্ষীয় সকলকে পরাস্ত করিলেন (৪৫ পূঃ খৃঃ)। ইতিমধ্যে পম্পীর পুত্রদ্বয় স্পেনে গিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। সীজর তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া স্পেনে গমন করিলেন। (৪৫ পূঃ খৃঃ) মণ্ডা নামক স্থানে দুই প্রতিপক্ষ সৈন্যের এমত তুমুল যুদ্ধ হয় যে, তাহাতে স্বয়ং সীজরও ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আর সীজরের প্রতিযোগী কেহই রহিল না; তিনি রোম সাম্রাজ্যের একমাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহে প্রাচীন প্রথা সমুদয় অক্ষুন্ন রাখিয়া বাস্তবিক ঐকাধিপত্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য শাসন অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অতি উত্তম উত্তম রম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া রোমনগরকে সুশোভিত করিল; অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও জল-প্রণালী নির্ম্মিত হইল; বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদয় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল।

এই সময়ে কতিপয় ভ্রান্তমনা ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার বাসনায় সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রুটস্ এবং

কাসিয়স নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা জানিতেন না যে, রোমের স্বাধীনপ্রজাতন্ত্রতার কাল গত হইয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্বরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে স্বাধীনতার শব্দ মাত্র রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার জীবন-স্বরূপ যে ধর্ম্মপরায়ণতা তাহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক, ইহাঁরা সীজরকে সেনেট গৃহমধ্যে হত্যা করিলেন (৪৫ পূঃ খৃঃ)। সে সংবাদ শ্রবণে লোকসাধারণ প্রথমে স্তব্ধ ও অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু পরে যখন সীজরের অধীন আণ্টনী নামা একজন সেনাপতি তদীয় মৃতদেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন—মৃত মহাত্মার গুণগ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন—তখন সকলেই হত্যাকারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। সুতরাং ব্রুটস এবং কাসিয়স রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয়ী-পুত্র অক্টেবিয়স এবং তাঁহার সেনাপতি উক্ত আণ্টনী এবং গল্ দেশের শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ মিলিত হইয়া সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন। লেপিডস্ স্পেনের, আণ্টনি গল প্রদেশের, আর অক্টেবিয়স্ ইটালী, সিসিলি ও আফ্রিকার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে সলা যেমন আপন শত্রুবর্গ বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া বাহির করিতেন, ইহাঁরা তিন জনে মিলিয়া সেইরূপ তালিকা করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে রোমের অতি প্রধান ব্যক্তিগণ বিনষ্ট হইলেন। তন্মধ্যে সিসিরোও নিহত হইয়াছিলেন। ঐরূপে আপনাদিগের সকল শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আণ্টনী এবং অক্টেবিয়স সসৈন্যে গ্রীসদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় ব্রুটস এবং কাসিয়স আপনাদিগের সৈন্য লইয়া সংগ্রামার্থ উপস্থিত হইলেন (৪২ পূঃ খৃঃ)। মাসিডনের অন্তর্গত ফিলিপাই নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ব্রুটস এবং কাসিয়স সম্পূর্ণরূপে পরাভব হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনী ইহার পর মিসরের রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তৎসহবাসে আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পম্পীর পুত্র সেক্সটস এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আণ্টনী ও অক্টেবিয়স উভয়ে একমত হইয়া তাঁহাকে সিসিলী

দ্বীপের অধিকার প্রদান করিলেন। এই সময়ে আণ্টনী একবার রোমে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী ফ্লোরিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তিনি অক্টেবিয়সের ভগিনী সুশীলা অক্টেবিয়াকে বিবাহ করেন। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার আপন অধিকারে গিয়া পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান, এবং তথায় পরাজিত হইয়া ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আইসেন। অক্টেবিয়স ঐ অবসরে আপন সুযোগ্য পোতাধ্যক্ষ আগ্রিপার সহায়তায় সেক্‌সটসকে পরাজয় করিলেন, এবং লেপিডসকেও অধিকারচ্যুত করিয়া রোমে আনিয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আণ্টনী আপন ধর্ম্মপত্নী সুশীলা অক্টেবিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা অক্টেবিয়সের অপমান করিলেন। অক্টেবিয়স এতাবৎকাল এই প্রকার সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আণ্টনির বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন (৩১ পূঃ খৃঃ)। আড্রিয়াটিক সমুদ্রে আর্ক্টিয়ম নগর সন্নিধানে তাঁহাদিগের মধ্যে যে নৌসংগ্রাম হইল, তাহাতে আণ্টনী সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া মিসরে প্রস্থান করিলেন। অক্টেবিয়সও অবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ক্লিওপেট্রা একবার তাঁহাকেও বশীভূত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অব্যসনী সুচতুর অক্টেবিয়স তাঁহার চাতরে না পড়ায় ক্লিওপেট্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া অপমান ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনীও স্বহস্তে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অক্টেবিয়সের প্রতিযোগী আর কেহই রহিল না। তিনি (৩০ পূঃ খৃঃ) অগষ্টস নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

[অগষ্টসের সাম্রাজ্য শাসন—তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রণালী—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার—রোমীয় অঙ্গনাদিগের দুষ্টাচার—টাইবিরিয়স—কালিগুলা—ক্লডিয়স—নিরো।]

মেরাইয়স্ এবং সলার সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যে যে ভয়ঙ্কর অন্তর্ব্বিবাদানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা এত দিনের পর নির্ব্বাপিত হইল। রোমীয় মাত্রেই ইহাতে সুখী হইল, এবং প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করণের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে পারে, তদর্থে সচেষ্ট থাকিল। এ সময়ে অগষ্টস্ মনে করিলে উর্দ্ধতন রোমীয়দিগের একান্ত

বিগর্হিত যে রাজোপাধি তাহাও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। রাজোপাধি কি, তিনি ডিক্টেটরের উপাধি গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছু হইলেন। তিনি কেবল অগষ্টস্ অর্থাৎ পূজনীয় এবং ইম্পীরেটর অর্থাৎ সেনা নায়ক এই দুইটী উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং কন্সল, ট্রিবিউন, প্রধান যাজক্ ও সেন্সরের কর্ম্ম আপন হস্তে লইলেন। অক্টেবিয়স্ এইরূপ রোমের প্রকৃত একাধিপতি হইয়াও নামে একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী মাত্র হইয়া থাকিলেন। তিনি ইম্পীরেটর, সুতরাং সকল সৈন্যই তাঁহার অধীন ; তিনি সেনসর, সুতরাং রোমীয় মাত্রের পদমর্য্যাদা নিরূপিত করিয়া দেওয়া তাঁহার হাত ; তিনি ট্রিবিউন, সুতরাং তাঁহার শরীর পবিত্র এবং কমিটিয়া সভাতে লোক সকলকে আহ্বান করা, তাঁহারই অধিকার ; ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, অগষ্টসের সম্পূর্ণ অধিকারশক্তিই হইয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে ৪৪ বৎসরকাল সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের উপর এই শক্তি অব্যাহত-রূপে ধারণ করেন। তাঁহার শাসনাধীনে সাম্রাজ্যের দূরস্থিত প্রদেশগুলিও পরস্পর দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইল। পশ্চিম ভাগে লাটিন ও পূর্ব্বদিকে গ্রীক ভাষা প্রচলিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার সম্যক্ উন্নতি হইল ; রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নগর অত্যুৎ-কৃষ্ট রাজবর্ত্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ এক-প্রকৃতিক এবং এক জাতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল পল্লীগ্রাম দেখিলেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক দৃষ্ট হইত ; নচেৎ রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত অতি দূরবর্ত্তী নগর সকলও ক্রমশঃ পরস্পর সমভাব ধারণ করিতে লাগিল।

এইরূপ সমীকরণ ব্যাপার তাৎকালিক ধর্ম্ম-প্রণালী দ্বারা আরও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই বিবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। জুডিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশের জনসাধারণের মধ্যে একেশ্বর-বাদ প্রচলিত ছিল না। সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একেশ্বরবাদিগণ যেমন পরধর্ম্মদ্বেষ্টা হয়েন, বহু দেব দেবীর উপাসকেরা কখন তেমন হয়েন না। সুতরাং রোমীয়দিগের অধীন বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা যে ক্রমে ক্রমে পরস্পর পূজাবিধির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিতে থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রোমীয় সাম্রাজ্যের এই অবস্থায় জুডিয়া দেশের অন্তর্গত বেথলিহাম নামক গ্রামে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে, য়িহুদিদিগের একেশ্বরবাদ ও বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের সম্যক্ ঔদার্য্য, উভয়েই মিলিত হইয়া আছে। যাঁহারা কোন দেশবিশেষের অথবা জাতিবিশেষের নিমিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়ই তদ্দেশোচিত আচার ব্যবহার ও তদ্দেশস্থিত তীর্থাদির পক্ষপাতী হইয়া বিধি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম, সমুদায় পৃথিবী এবং মানবকুলকেই লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, বোধ হয়। বিশেষতঃ গ্রীকজাতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা পূর্ব্ব-প্রচলিত ধর্ম্ম্যমতের প্রতি লোকের মনে অশ্রদ্ধা ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলন সহকারে সেই ভাব ক্রমে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন জনসাধারণ যদিও আপনাদিগের পিতৃপিতা-মহাদির ন্যায় দেব দেবীর উপাসনা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মনে দেশ প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি সজ্ঞান ও সভক্তিক বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু কোন জাতিই কখন পুরুষানুক্রমে কপট বিশ্বাসে কাল হরণ করিতে পারে না— শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, অকৃত্রিম ভক্তিপরায়ণ হইবার নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তিব্যূহের মনে একান্ত ঔৎসুক্য হয়। রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত লোকের মন যে সময়ে এই অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়েই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি উহা সাধারণ লোকদিগের পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারেই সেরূপ হয় নাই। আর প্রধান প্রধান লোকেরা ইহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। উহাঁরা যে সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না, তাহার হেতু দুইটী। প্রথমতঃ, উন্নত পদস্থ লোক মাত্রেই হঠাৎ জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত বোধ করেন না; বিশেষতঃ যাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি থাকে, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া রাজকীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে ভয় করেন। দ্বিতীয়তঃ, রোমীয় শাসন-প্রণালী এবং রোমীয় ধর্ম্ম-প্রণালী পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল; সুতরাং রোমের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইলে রাজ্যশাসনের রীতিও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা; এই জন্য যাঁহাদিগের হস্তে শাসনকর্ত্তৃত্ব সমর্পিত ছিল, তাঁহারা যাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবল হইতে না পায়, বিবিধ বিধানে এমন যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় কখনও নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। রোমীয়দিগের মানসভূমি দার্শনিক পণ্ডিতগণের কুতর্কের প্রভাবে বহুকালাবধি অমুর্থিত ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়াছিল। সমুচিত

সময়ে উহাতে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইয়া তাহা অঙ্কুরিত হইল, এবং সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সেই অঙ্কুর সতেজে উদগত হইতে লাগিল। কিন্তু অগষ্টসের সময়ে ইহার কিছুই হয় নাই।

বর্জিল হরেস্ প্রভৃতি মহাকবিগণ—লিবি, সালষ্ট প্রভৃতি ইতিহাসকারগণ—আগ্রিপা এবং সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী মিসিনাস্ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগণ—অগষ্টসের সভায় রত্নস্বরূপ হইয়া তাঁহার শাসনকাল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অগষ্টসও স্বয়ং সাতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে রাজ্যপালন করিয়া পরে নিজ পত্নী লিবিয়ার পূর্ব্বস্বামীর ঔরস পুত্র টাইবিরিয়সকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ১৪ খৃঃ লোকান্তর গমন করিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ সৌভাগ্যশালী অগষ্টসকেও নিজ কলত্রাদির ভ্রষ্টাচার প্রযুক্ত সমূহ মানসিক ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। অর্থ সম্পত্তি, প্রভুতা ও বিবেক শক্তি থাকিলেই যে, মনুষ্য সুখভাগী হইতে পারে, এমত নহে। রোমীয়দিগের মধ্যে যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণতা এবং 'তেজস্বিতা' থাকিত, তাহা হইলে তথাকার সদ্বংশজাত কুলাঙ্গনাগণ কখনই ভ্রষ্টাচার হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইলে অগষ্টসও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইতে পারিতেন না। যে অধর্ম্মের প্রাবল্যে তিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই লিবিয়া এবং জুলিয়া প্রভৃতি রাজবালাগণ সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

অগষ্টসের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পর পর্য্যন্তও টাই-বিরিয়স অতি সৎলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন; সে সময়ে তাঁহার অসচ্চরিত্রের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু সেজানস নামক কোন দুরাত্মা তাঁহার মন্ত্রী হইলে পর তিনি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র কালিগুলা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া রাজা হইল। টাইবিরিয়সের রাজ্যকালে যিশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। টাইবিরিয়স তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনেটারদিগের অনভিমত হওয়াতে খৃষ্ট, রোমীয়দিগের দেবতাশ্রেণী-সম্ভুক্ত হইতে পারেন নাই। টাইবিরিয়সের উত্তরাধিকারী কালিগুলা যে কি পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সে যেমন লম্পট

তেমনি ঔদরিক তেমনি গর্ব্বিত স্বভাব, এবং তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। তাহার অতি-মানুষ দৌরাত্ম্য-দর্শনে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা অনুমান করিয়াছেন যে, কালিগুলা ক্ষিপ্ত ছিল। বাস্তবিক ঐকাধিপত্যরূপ উচ্চ পদারূঢ় হইলে সুবোধ ব্যক্তিরও বুদ্ধি বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালিগুলার যে ধীশক্তির বিকার জন্মিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অগষ্টস ইটালীর লোক সকলকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ দেশের নানা নগরে প্রিটোরিয়ান নামে একদল সেনা সংস্থাপিত করিয়া যান। ইহারা অন্যান্য সেনার দ্বিগুণ বেতন পাইত এবং অন্যান্য প্রকারেও অধিক সমাদৃত হইত। টাইবিরিয়স ইহাদিগকে রোমের নিকটে আনিয়া অবস্থিত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারাই কালিগুলার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে বিনাশ করিল, এবং তাহার পিতৃব্য ক্লডিয়সকে সিংহাসন প্রদান করিল। ক্লডিয়স নিতান্ত মন্দরূপে রাজ্য করেন নাই। তিনি স্বয়ং অতিশয় মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নানা দেশে রোমীয়-দিগের শত্রুগণকে দমন করিয়া রাজ্যের বিস্তার-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশ এই সময়ে বিজিত হয়।

কিন্তু যখন বাহিরে এইরূপ গৌরব বিস্তার হইতেছিল, তখন রোমে অত্যা-চারের পরিসীমা ছিল না। সে সময়ে ভ্রষ্টাচারের কথাই বা কি বলা যাইবে? একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। সম্রাটের পত্নী মিসালিনা সম্রাট্ বর্ত্তমানেই উপপতির সহিত আপনার বিবাহ নিবন্ধন করিলেন; রোমের সকল লোক সেই বিবাহ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল! রাজা রাণীর যে রীতি রাজ-সভার সভ্য ও পারিষদগণ প্রথমেই তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও সেই রীতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। অতএব তৎকালে রোমের কুলাঙ্গনাগণের ব্যবহার চরিত্র যে কেমন দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বোধ হয়, তেমন কদাচার আর কোথাও কখন হয় নাই। ক্লডিয়স্ রাজ্ঞীর প্রাণবধ করিয়া আপন ভ্রাতুষ্কন্যা আগ্রিপিনার পানিগ্রহণ করিলেন আগ্রিপিনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত নিরো নামক এক পুত্র ছিল। সে তাহাকেই রাজ্য দিবার মানসে সম্রাটকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিল। নিরো অব্যাঘাতে রাজা হইল (৫৪ খৃঃ)।

এই ব্যক্তি সেনেকা নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্য ছিল। কিন্তু

নিরো রাজা হইয়া দার্শনিকের ন্যায় কোন ব্যবহারই করে নাই। তবে যদি পাপ পুণ্যের ইতর বিশেষ না করাই দার্শনিকের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নিরো সম্যক্ প্রকারেই সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিল। সে নিজ মাতার প্রাণবধ করে, এবং পরে মাতৃশব দর্শনে তৎসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়। গুরু সেনেকাও তাহা কর্ত্তৃক হত হয়েন, এবং লুকান্ নামক প্রসিদ্ধ কবিও তাহার ক্রোধভাজন হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন। কথিত আছে, নিরো একদা রোম নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া তদ্দর্শনে এবং তৎকালে নাগরিকদিগের কোলাহল এবং আর্ত্তস্বর শ্রবণে, অতীব আনন্দিত হইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বেহালা বাজাইয়াছিল, এবং পরে ঐ অগ্নি খৃষ্টানেরা দিয়াছে, এই কথা বলিয়া তাহাদিগের শত শত ব্যক্তিকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিল। নিরো খৃষ্টানদিগের কাহাকেও হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষেপ করিত, কাহাকেও জ্বলন্ত হুতাসনে আহুতি দিত, কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিত আর কাহারও বা গাত্রে ছিদ্র করিয়া তাহাতে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা স্থাপন করত রাত্রিকালে রাজপথে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিত। কথিত আছে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত পীটর এবং পল উভয়েই নিরোর সময়ে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্যের লোককে একান্ত উত্তেজিত করিলে পর গাল্‌বা নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিরোকে সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন (৬৮ খৃঃ)।

আগষ্টসের পর যে চারি ব্যক্তি রোমের সম্রাট্ হইয়াছিল, তাহাদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে কাহার মনে না ভয়ের উদ্রেক হয়! আমাদিগের ন্যায় তাহারাও মনুষ্য ছিল—তাহাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল পাপ পুণ্যের বীজ ছিল, আমাদিগের মনেও সেই সমুদয় পাপ পুণ্যের বীজ আছে। তাহারা যখন এমন দুরাচার হইল, তখন আমরাও যে, কখনই সেরূপ না হইতে পারি তাহার সম্ভাবনা কি? অতএব মনোমধ্যে যখন কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখনই তাহা দমন করা উচিত। প্রশ্রয় পাইলে সেই কুপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমাদিগকেও ক্রমশঃ তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিতে পারে। বস্তুত ঐ সকল নারকীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া কাহার মন হইতে আত্মশ্লাঘা দূরীভূত না হয়?

অষ্টম অধ্যায়।

[গালবা—ওথো—বিটেলিয়স—বেস্পেসিয়ান—টাইটস—ডোমিসিয়ান্।]

গালবা স্পেন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে সেনেট সভা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি লুসিটেনিয়ার শাসনকর্ত্তা ওথোকে সমভিব্যাহারে করিয়া সত্বর রোম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সৈন্যগণ যে আশায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সেই আশা সফল করেন নাই। তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে তাহারা সুব্যবস্থিত এবং সুশিক্ষিত হয়, গালবা নিরন্তর এইরূপ যত্নই করিতে লাগিলেন। তাহাতে উদ্ধতস্বভাব সৈন্যগণ তাঁহাকে সপুত্র নিহত করিয়া ওথোকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ওথো রাজা হইলে রাইন্ নদীর তীরসংস্থিত রোমীয় সেনারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। উহারা আপনাদিগের সেনাপতি বিটেলিয়স্‌কে সম্রাট পদবী প্রদান করিয়া রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইলে নিরন্তর সমরক্লেশসহিষ্ণু রাইন নদীর তীরবর্ত্তী সৈন্যগণ নিতান্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত সুখভোগী প্রিটোরিয়ান দলকে পরাভব করিল। বিটেলিয়স রাজা হইল। ইহার ন্যায় নীচ প্রকৃতিক নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ কোন ব্যক্তি আর কখন রাজাসন অপবিত্র করে নাই। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা অনেকেই উহার বশম্বদ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিলেন। বিশেষতঃ জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা বেস্পেসিয়ান আপন পুত্র টাইটসের প্রতি য়িহুদিদিগের সহিত যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া রোমের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তৃগণও বেস্পেসিয়ানের সহকারিতা করিতে লাগিলেন, এবং তাহার এক জন মুখ্য সেনাপতি বিটেলিয়সের সেনাসমূহকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করিলেন (৬৮ খৃঃ)। বেস্পেসিয়ান রাজা হইলেন এবং অতি উত্তম রূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় গুণপক্ষপাতী ছিলেন। গুণবান্ ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি সমাদর করিয়া সেনেটের পদাভিষিক্ত করিতেন; তাঁহারা প্রকৃত রোমীয় হউন, বা না হউন তাহা বিচার করিতেন না। পূর্ব্বে দুষ্ট রাজারা চর রাখিয়া লোকের রহস্যানু-সন্ধান করতঃ প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতেন। বেস্পেসিয়ান একেবারে

সকল চরকে রাজকার্য্য হইতে দূরীভূত করিলেন। খৃষ্টান এবং ভাক্ত দার্শনিক পণ্ডিত উভয় প্রকার লোকের প্রতিই তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহার সময়ে টাসিটস নামা সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক প্রাদুর্ভূত হয়েন। টাসিটসের পূর্ব্বগত পুরাবিদ্‌গণ কেবল সুপ্রণালীক্রমে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণিত করাকেই ইতিহাস রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতেন। পুরাবৃত্ত যে রাজনীতি ও অর্থ শাস্ত্রের মূলস্বরূপ টাসিটসের গ্রন্থে তাহা সর্ব্ব প্রথমে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। বেস্পেসিয়ানের সেনাপতি আগ্রিকোলা ইংলণ্ডের উত্তর ভাগ এবং স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জয় করিয়া ব্রিটন দ্বীপে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের পুত্র টাইটস কর্ত্তৃক (৭০ খৃঃ) জুডিয়ার রাজধানী প্রসিদ্ধ যিরূশালেম নগর বিজিত হইয়া প্রধ্বস্ত হয় ও তন্নিবাসিবর্গ বন্দীকৃত হইয়া সাম্রাজ্যের নানা স্থানে দাসরূপে বিক্রীত হয়।

বেস্পেসিয়ানের মৃত্যুর পর টাইটস সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন [৭০ খৃঃ]। ইনি রাজা হইয়া জনগণের হিত চিন্তাতেই কাল হরণ করিয়াছিলেন। যে দিন কোন বিশেষ পরোপকার কার্য্য না করা হইত, ইনি সেই দিন ব্যর্থ গিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতেন। ৭০ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স পর্ব্বতের যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে হর্কুলেনিয়ম ও পম্পীয়াই নামক দুইটী গিরি-সন্নিহিত নগর ধাতু নিঃস্রবে এবং ভস্মরাশিতে প্রোথিত হয়। অধুনা সেই ভস্মরাশি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপসারিত হওয়াতে উক্ত নগরের কোন কোন ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে রোমীয়দিগের নানাবিধ গৃহোপকরণ সামগ্রী কিরূপ ছিল, তাহারা কিরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করিত, কোন্ কোন্ শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, ইত্যাদি অনেকানেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বিসুবিয়স পর্ব্বতের এই অগ্ন্যুৎপাতে মহামহোপাধ্যায় প্লিনি লোকান্তর গমন করেন। টাইটসের সময়ে রোম নগরও অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়।

৮১ খৃঃ অব্দে টাইটসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ডোমিসিয়ান, রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডোমিসিয়ান, কালিগুলা ও নিরো প্রভৃতির ন্যায় দুশ্চরিত্র এবং নৃশংস স্বভাব হইয়াছিলেন। ইনি সকল লোককেই পরিপীড়িত করিয়া পরিশেষে আপন পত্নী ডোমিসিয়া কর্ত্তৃক নিহত হয়েন (৯৬ খৃঃ)। ডোমি-সিয়ানের বিলক্ষণ লেখা পড়া বোধ ছিল এবং কবিতা রচনা করিতেন।

ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, লেখা পড়া জানা থাকিলেই যে লোকে সচ্চরিত্র হইতে পারে এমত নহে; যে বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হয়, তাহা দ্বারাও কাব্যরচনার শক্তি জন্মিতে পারে। ডোমিসিয়ানের লেখা পড়া বোধ থাকায় এই মাত্র ফল হইয়াছিল যে, তিনি আপনাকে কালিগুলার স্থায় কোন প্রাচীন দেবতাবিশেষের অবতার বলিয়া প্রচারিত করেন নাই; 'স্বয়ং পরব্রহ্ম' স্বরূপ পূজিত হইবেন, ইহাই আদেশ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা জুলিয়স সীজর হইতে আরম্ভ করিয়া ডোমিসিয়ান পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ জন সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইল, ইহাঁরা রোমীয় পুরাবৃত্তে দ্বাদশ সীজর নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে প্রথম দুইজন, বেস্পেসিয়ান এবং টাইটস সর্ব্বশুদ্ধ এই চারি জন ব্যতিরেকে অপর সকলেই অতি পাপাত্মা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইহাঁরা না করিয়াছেন এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। দুষ্ট লোক নিরঙ্কুশ একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে কতদূর পর্য্যন্ত অনিষ্টকারী হইতে পারে, ইহাঁরা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে যে কয়েকটি সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইবে, তাঁহারা সাধুশীল বলিয়া পুরাবৃত্তে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আবার ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সাধুশীল ব্যক্তিরা একাধিপত্যশক্তি প্রাপ্ত হইলে পরোপকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন।

ডোমিসিয়ানের মৃত্যুর পর নর্ব্বা নামক এক জন সুধার্ম্মিক সেনেটর সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি প্রজার হিত চেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিয়া পরিশেষে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম হওয়াতে ট্রেজান নামক এক জন স্পেন দেশীয় সুসাধু সক্ষম ব্যক্তিকে আপনার সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। নর্ব্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলে (৯৮ খৃঃ) ট্রেজান রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া এমত বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই এক মত হইয়া তাঁহাকে "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" এই মহিমাসূচক উপাধি প্রদান করিল। ট্রেজান বিদ্বান লোকের সমধিক গৌরব করিতেন। ইতিহাস রচয়িতা টাসিটস, মহা-মহোপাধ্যায় কনিষ্ঠ প্লিনি ও জীবন চরিত রচয়িতা প্লুটার্ক, ট্রেজানের মিত্র ছিলেন। ট্রেজান বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে অনেকানেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, বহুল বিজয়স্তম্ভ এবং বিজয় তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া রোমনগর

সুশোভিত করেন, এবং বিবিধ পুস্তকাগার সংস্থাপিত করিয়া লোকের বিদ্যোন্নতির সদুপায় করিয়া দেন। ডোমিসিয়ান, ডেনিউব নদীর উত্তরপারবর্ত্তী ডেসীয় জাতির নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ষে বর্ষে কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ট্রেজান তাদৃশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্যে ঐ অসভ্যজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ডেনিউব নদীর উপর একটি প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ডেসীয়দিগকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পর পূর্ব্বদিকে পার্থীয় জাতীয়েরা উপদ্রব করাতে ট্রেজান তাহাদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে টাইগ্রীস নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ রোমীয়দিগের অধিকৃত হইল। ট্রেজানের পত্নী প্লাটিনা এবং ভগিনী মার্সিয়ানার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুগামিনী হইয়া রোমের কামিনীরাও পুনর্ব্বার সৎপথাবলম্বিনী হইতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া মহাত্মা ট্রেজান দেহত্যাগ করেন (১১৭ খৃঃ)।

তাঁহার পোষ্যপুত্র হেড্রিয়ান তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া রোমে আগমন করিলেন। জুলিয়স্ সীজরে এবং অগষ্টসে যেরূপ চরিত্রের ভেদ ছিল, ট্রেজানে এবং হেড্রিয়ানেও সেইরূপ ভেদ লক্ষিত হয়। ট্রেজান যুদ্ধবীর ছিলেন—তিনি রাজ্য বিস্তৃত করিয়া যান। হেড্রিয়ান যুদ্ধাদি করা বড় ভাল বাসিতেন না; তিনি ট্রেজানের বিজিত কোন কোন দেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে দৃঢ়ীভূত করিবার যত্ন করেন। ইনি সাম্রাজ্যের সকল দেশেই পাদচারে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন; এবং যেখানে গমন করিতেন সেই স্থানেই যাহাতে জনসাধারণের বিশিষ্ট উপকার দর্শে এমত কীর্ত্তিচয় সংস্থাপিত করিতেন। হেড্রিয়ান বৃটন দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে উত্তর অঞ্চল নিবাসী স্কটদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যে সুবিস্তৃত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া যান, স্কটলণ্ডের মধ্যভাগে স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সময়ে য়িহুদীরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে হেড্রিয়ান্ উহাদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করেন, এবং য়িহুদীজাতিকে একেবারে বিবাসিত করিয়া আপনার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেন। সেই অবধি য়িহুদীগণ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াও আপন জাতীয় ধর্ম্ম এবং আচার রক্ষা করতঃ, কবে ঈশ্বরের অবতার

ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া গিয়া সংস্থাপিত করিবেন, পুরুষানুক্রমে ইহাই প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে।

হেড্রিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র আণ্টোনাইনস রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন (১৩৮ খৃঃ)। তিনি হেড্রিয়ানের প্রতি সমধিক ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাইয়স' অর্থাৎ পিতৃভক্ত এই উপাধি প্রদান করে। পাইয়স প্রজা সকলকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিয়াছিলেন, এবং বিশিষ্ট যত্ন করিয়া সাম্রাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। রোমে জেনস দেবের যে মন্দির ছিল, তাঁহার দ্বার যুদ্ধকালে উন্মুক্ত এবং শান্তির সময়ে রুদ্ধ থাকিত। রোমের প্রারম্ভাবধি সেই মন্দিরদ্বার একবার নুমার সময়ে, দ্বিতীয়বার অগষ্টসের সময়ে, আর তৃতীয়বার এই পাইয়সের সময়ে রুদ্ধ হইয়াছিল।

পাইয়সের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র মার্কস-আরিলিয়স আণ্টেনাইনস রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬১ খৃঃ)। প্রাচীনকালে ধর্ম্মের আধিক্য ছিল কি এক্ষণে ধর্ম্মের আধিক্য হইয়াছে, এই তর্কের মীমাংসা করিবার জন্য কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে যদিও আণ্টোনাইনস ও আরও দুই এক ব্যক্তি সাধুশীলতার একশেষ করিয়া গিয়াছেন বটে, আর যদিও তাদৃশ ব্যক্তি কেহ ইদানীন্তন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যেমন বিদ্যার চর্চ্চা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্যের আধিক্য হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার এই সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেই আণ্টোনাইনস যে কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। তিনি বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে নিজ গৃহস্বরূপ মনে করিতেন—তত্রত্য যাবতীয় মনুষ্যগণকে তাঁহার নিজ পরিবার স্বরূপ স্নেহপাত্র মনে করিতেন, সকল ব্যক্তিরই দুঃখে তিনি সমদুঃখিতা অনুভব করিতেন। বস্তুতঃ যদি সর্ব্বত্র তাঁহার ন্যায় ভূপালগণ একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তবে অন্য কোন শাসন-প্রণালীই তাঁহাদিগের শাসনের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইতে পারে না। আণ্টোনাইনস স্বয়ং একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'স্বচিন্তা' ইত্যভিধেয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে তাঁহার প্রতি সকলেরই অন্তঃকরণে অতি প্রগাঢ় ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। আণ্টোনাইনস ষ্টোইক মতাবলম্বী ছিলেন। ষ্টোইকদিগের

মত গ্রীক পণ্ডিত জিনো কর্ত্তৃক প্রণীত। জিনোর মতে পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির কোন প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। দুঃখ হইলে কাতরতা প্রকাশ করাই পাপ; সুখ হইলে আনন্দিত হওয়াই অধর্ম্ম; সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকারচিত্ত থাকা ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ। সুখের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য; দুঃখ নিবারণের যত্ন করাও অনুচিত। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, সকলই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া ক্রমশঃ শান্তিলাভের চেষ্টা করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম। আণ্টোনাইনস এই ষ্টোইক মত পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিয়াও অন্যান্য সকলের প্রতি নিজ নৈসর্গিক কোমলতা প্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই। বস্তুতঃ আণ্টোনাইনসের চরিত্র পাঠে এই একটী শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অতি মন্দ সময়েও, দেশের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট হইলেও, লোকের আচার ব্যবহার অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেলেও, আর একাধিপত্যরূপ অতি দোষাবহ উন্নত পদাভিষিক্ত হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ স্ব স্ব চেষ্টায় ধর্ম্মশীল, সদাচার, শান্তশীল এবং পরহিতৈষী হইতে পারেন। পাইয়সের সময়ে বহুকাল যুদ্ধের বিরাম থাকাতে রোমীয় সৈন্যগণ হীনশিক্ষ এবং হীনসাহস হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রোমের শত্রুগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া একেবারে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক আক্রমণ করে। কিন্তু আণ্টোনাইনস জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া যে বিষয়কর্ম্মে অনিপুণ ছিলেন এমত নহে। তিনি নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, যুদ্ধ করিয়া সকল শত্রু পরাজয় করিলেন, বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন এবং সমুদায় সাম্রাজ্যকে উপশান্ত করিয়া (১৮০ খৃঃ) লোকান্তর গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

[কমোডস—পার্টিনাকস—জুলিয়ানস—সেপ্টিমস সিবিরস—কারাকাল্লা—মেক্রাইনস—
ইলাগেবালস—আলেকজাণ্ডর সিবিরস—মাকসিমিন—মাক্সাইমস—বালবাইনস—
গার্ডিয়ান—ফিলিপ—ডিসিয়স—গালস—এমেলিয়ানস—ভালেরিয়ান—
গাল্লিএনস—ত্রিংশদ্দুরাচারের অধিকার—ক্লডিয়স—
অরেলিয়ান—জিনোবিয়া—টাসিটস—
ফ্লোরিয়ান—প্রোবস—কেরস—
নুমিরিয়ানস—কোরিনস—
ডাইওক্লিসিয়ান।]

যেমন প্রাণি-দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সাম্যাবস্থা, হ্রাস এবং বিনাশ হয়, তেমনি এক এক জাতি এবং জনপদেরও ক্রমশঃ সেই সকল অবস্থা হইয়া থাকে।

রোমীয়দিগের বৃদ্ধিকাল সীজরের সময় পর্য্যন্ত। সাম্যাবস্থা অগষ্টস হইতে আণ্টোনাইনসের কাল পর্য্যন্ত। ইহার পর হ্রাসের সময় উপস্থিত হইল। হ্রাসের দশা অতি দুঃখের দশা। তৎকালের ইতিবৃত্ত পাঠে কোনক্রমেই মনে সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আণ্টোনাইনসের অযোগ্য সন্তান কমোডস পিতৃ-সিংহাসনারোহণ করিয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। রোমে মল্লক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। সম্রাট সর্ব্বজন সমক্ষে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরাক্রান্ত মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতেন এবং কখন কখন হিংস্র জন্তুদিগকে স্বহস্তে বধ করিতেন; কিন্তু সাম্রাজ্যের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একদা তিনি কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের নামসম্বলিত একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার উপপত্নীরও নাম ছিল। সে তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা সম্রাটের প্রাণবধ করিল (১৯২ খ্রীঃ)।

কমোডসের মৃত্যু হওয়াতে নাগরিক সকলেই তুষ্ট হইল এবং পার্টিনাক্স নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যাক্তিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। পার্টিনাক্স রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না; বন্ধুবর্গের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনাগণ অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে নষ্ট করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অধিক ধন দিয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহারা সেই ব্যক্তিকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিবে। জুলিয়ানস নামক অতি নীচ প্রকৃতিক, কিন্তু বিপুল বিভবশালী এক ব্যক্তি অর্থপ্রদানদ্বারা তাহাদিগের স্থানে সাম্রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু রোমের নাগরিকেরা তাহাতে সম্মত হইল না। এবং সিরিয়ার সৈন্যগণ আপনাদিগের নায়ক নাইজরকে আর ইলিয়ার সৈন্যগণ সিবিরস নামক অপর এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া প্রচারিত করিল। সিবিরস শীঘ্র ইটালী আক্রমণ করিয়া জুলিয়ানসকে নষ্ট করিলেন এবং প্রিটোরিয়ান সেনাগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া নাইজরের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। নাইজরের সহিত তাঁহার তিনটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শেষে সিবিরস জয়ী হইলেন (১৯৩ খৃঃ)। তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনের রীতি পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং পেপিনিয়ান ও অল্পিয়ান নামক দুই জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের সহায়তায় ব্যবস্থাপ্রণালীও

হয়েন (২৫৩ খৃঃ)। ইহার পর বালেরিয়ান নামক একজন সুবোধ ব্যক্তি রাজা হইয়া রাজকার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি পারস্যরাজ সেপরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বন্দীকৃত ও পরে নিহত হয়েন (২৬০ খৃঃ)। কথিত আছে, তিনি সেপর কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেপর বালেরিয়ানের পৃষ্ঠদেশে পদার্পণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেন। বালেরিয়ানের পর তাঁহার পুত্র গেলিয়েনস রাজা হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। কিন্তু একাকী তাঁহার যত্নে কি হইবে? সুবিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন সকল শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। ডেনিউব নদীর উত্তর হইতে গথেরা, রাইন নদীর পূর্ব্ব হইতে ফ্রাঙ্কেরা, ইউফ্রেটিসের পূর্ব্ব পার হইতে পরাক্রান্ত পারসিকেরা, নিরন্তর উহার প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে লাগিল। আর প্রত্যেক প্রদেশেই সৈন্যগণ যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্রাট পদবী প্রদান করিতে লাগিল। সুতরাং সমুদায় রোম সাম্রাজ্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সময়ে অন্যূন বিংশতি ব্যক্তি সম্রাট পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই সময়টী ত্রিংশদ্দুরাচারের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এথেন্স নগরে একবার ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই নামের অনুকরণেই পুরাবিদ্‌গণ এই সময়ের উক্তরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক এই গোলমালের সময় ক্লডিয়স নামক এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে আপন প্রতিযোগিগণকে দমন করিয়া বিপক্ষ গথ, আলেমান, ভাণ্ডাল, বরগণ্ডীয়, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করিয়া পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিলেন।

ক্লডিয়সের উত্তরাধিকারী আরেলিয়ানের দ্বারা সেই কার্য্য আরও সুসিদ্ধ হইল (২৬৮ খৃঃ)। সিরিয়া দেশের মরুভূমির মধ্যভাগে একটী উর্ব্বর ক্ষেত্র আছে। পালমাইরা নগর সেই ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থিত। অডেনাথস নামক এক ব্যক্তি তথায় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জিনোবিয়া নাম্নী তাঁহার পত্নী রোমীয় ও পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লঞ্জাইনস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি জিনোবিয়ার একজন সভাসদ্ ও অমাত্য ছিলেন। অরেলিয়ান বহু যুদ্ধের পর

জিনোবিয়াকে পরাভূত করিয়া রোমে লইয়া যান, এবং তথায় মহা আড়ম্বরপূর্ব্বক বিজয়সমারোহ করেন। অরেলিয়নের পূর্ব্বে কোন সম্রাট রাজমুকুট ধারণ করেন নাই। ইনি তাহা ধারণ করাতে রোমীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তখন রোমীয়দিগের স্বাধীনতার নাম মাত্রও ছিল না, তথাপি যিনি তাহাদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তিনি রাজোচিত ভূষণ পরিধান করাতে উহারা মনে মনে দুঃখিত হইল। মনুষ্যেরা চিরকালই বাহ্য দর্শনে ভুলিয়া থাকে; ফলে স্বাধীনতা থাকুক বা না থাকুক, উহার নামটা থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অরেলিয়ানকে তাঁহার ভৃত্যেরা নষ্ট করে (২৭৫ খৃঃ)।

তাঁহার মৃত্যুর পর টাসিটস নামা এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। ইনি পারসীকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ককেসস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাদৃশ পরিশ্রম সহ্য না হওয়াতে তিনি লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা ফ্লোরিয়ান সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাঁহাকে নষ্ট করিয়া প্রোবস্ নামক অতি সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাপন্ন এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করিল।

ফ্রাঙ্ক, জর্ম্মণ, ভাণ্ডাল বর্গণ্ডীয়, সার্ম্মেসীয়, জিটী, সুইভ, গথ এবং নিউবীয় প্রভৃতি লোক সকলকে পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রদান করিয়া প্রোবস্ রোম সাম্রাজ্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত করিলেন; পারস্য সম্রাট নার্শেসকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সন্ধিস্থাপন করাইলেন, এবং সমুদায় সাম্রাজ্য উপশান্ত হইলে সৈন্যগণের দ্বারা নানা প্রকার সাধারণের হিতকর ব্যাপার সাধন করিতে লাগিলেন। প্রোবসের সেনাগণ ভগ্ন দেবমন্দির সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; বদ্ধ জলাশয় হইতে জলসেচন করিতে লাগিল, এবং অতি প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সমুদায় প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে তাহারা অতি শীঘ্রই বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া আপনাদিগের উৎকৃষ্ট মহীপতির প্রাণবধ করিল। কথিত আছে, প্রোবসই রাইন নদীর তীরে এবং হঙ্গেরী প্রদেশে উত্তম দ্রাক্ষালতার কৃষি প্রথম আরম্ভ করিয়া যান। ঐ সকল দেশে এক্ষণে অতি উত্তম দ্রাক্ষা ফল জন্মে। প্রোবসকে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরা কেরস নামক একজন যুদ্ধবীরকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করে। কেরস পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন।

হঠাৎ বিদ্যুৎপাত দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় নুমিরিয়ানস এবং কারিনস্ অত্যল্পকালের নিমিত্ত সম্রাট নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্রই নিহত হয়েন, এবং ডাইওক্লিসিয়ান অভিধেয় এক ব্যক্তি (২৮৪ খৃঃ) রোমের রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন।

দশম অধ্যায়।

[ডাইওক্লিসিয়ান—অগষ্টসদ্বয় এবং সীজরদ্বয়ের মিলিত রাজ্য—কনষ্টানস্যস—কনষ্টান্টাইন—জুলিয়ান—জোবিয়ান—বালেন্‌টিনিয়ানস—গ্রোসিয়ান—থিওডোস্যস।]

ডাইওক্লিসিয়ান্ ডালমেসিয়া প্রদেশে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার অনালস্য, সুবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞাগুণে ক্রমে ক্রমে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সম্রাট হইয়াই প্রথমে প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। পরে মাক্সিমিলিয়ান্ নামক এক জন বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষকে নিজ সহকারিতায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মিলান নগরে অবস্থাপিত করিলেন, এবং আপনি এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত নাইকোমিডিয়া নামক নগরে গিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। আবার কিছু কাল পরে দুই জনেও তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া ডাইওক্লিসিয়ান্, গেলিরিয়স এবং কনষ্টানস্যস নামক আর দুই ব্যক্তিকে আপনাদিগের সহকারিত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রধান দুই জনের উপাধি অগষ্টস্ এবং অপ্রধান দুই জনের উপাধি সীজর হইল। ডাইক্লিসিয়ানের নিজকর্তৃত্বাধীনে এসিয়া মাইনর রহিল। তাঁহার সহকারী গেলিরিয়স্, ডেনিউব নদীর তীরবর্ত্তী সমুদায় দেশ এবং থ্রেস প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। আর ইটালী এবং আফ্রিকা মাকসিমিলিয়ানের অধিকার হইল। তাঁহার সহকারী কনষ্টানস্যস বৃটেন, গল, স্পেন, এবং মরিটেনিয়ার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজশক্তি এইরূপে বিভক্ত হইল বটে, কিন্তু ডাইওক্লিসিয়ানের হস্তে সর্ব্বকর্তৃত্বভার থাকায় সাম্রাজ্যটী তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি নাইকোমিডিয়া নগরে রাজধানী সংস্থাপন করতঃ এসিয়া খণ্ডের ভূপালবর্গের চিরপ্রচলিত রীতির অনুগামী হইয়া অতি মহাড়ম্বর সহকারে রাজ্য করিতে লাগিলেন। চারি জন অধিরাজ একদা (৩০৩ খৃঃ) রোমে মিলিত হইয়া কি

প্রকারে দিন দিন বর্দ্ধমান খৃষ্ট ধর্ম্মের সমূল উচ্ছেদ করিবেন, ইহার পরামর্শ করিয়া খৃষ্টানদিগের উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রায়ই উৎপীড়ন দ্বারা উদয়োন্মুখ কোন নূতন ধর্ম্মপ্রণালীকে বিনষ্ট করা যায় না। নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের অন্তঃকরণে স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে সুতরাং সেই ধর্ম্মের জন্য ইহলোকে যত ক্লেশ পাওয়া যাইবে, পরকালে ততই শুভ হইবে, এমত বিশ্বাস হয়। যাহা হউক, ডাইওক্লিসিয়ান্ যে কোন প্রকারে রোম সাম্রাজ্য দৃঢ় হয়, সেই জন্য ঐ সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে (৩০৫ খৃঃ) তিনি স্বেচ্ছাতঃ নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিলেন, এবং সহকারী মাক্‌সিমিলিয়ানকেও তাঁহার রাজ্যপদ পরিত্যাগ করাইয়া নিজ জন্মভূমি ডালমেসিয়ার অন্তর্গত সালনা নগরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় স্বহস্তে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ তিনি যে সন্তোষসুখ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কদাচিৎ সে সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ডাইওক্লিসিয়ান এবং মাক্‌সিমিলিয়ান উভয়ে রাজপদ পরিত্যাগ করিলে কনষ্টান্সস্ এবং গেলিরিয়স্ অগষ্টস্ উপাধি গ্রহণ করিলেন, আর সেবিরস্ এবং মাকসিমাইনস্ নামক আর দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থানীয় হইয়া সীজর পদবী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কনষ্টাণ্টাইন নামক কনষ্টান্সসের পুত্র আপন পিতার বিয়োগ হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে হস্তগত করিয়া বহু বিবাদের পর আপনি সমুদায় সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন (৩২৩ খৃঃ)। কনষ্টাণ্টাইন খৃষ্ট ধর্ম্মের পক্ষ ছিলেন! খৃষ্টান্ গ্রন্থকারেরা বলেন যে, একদা নভোমণ্ডলে একটী ক্রুশের আকার ও তদুপরি "ইহা দ্বারাই জয়ী হইবে" এইরূপ লিপি দেখিয়াই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হয়। আর এক সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল, এমত সময়ে কতকগুলি ধর্ম্মিষ্ঠ খৃষ্টান প্রভুর নিকট জল প্রার্থনা করাতে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়াছিল। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার যাঁহার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহার অবশ্যই তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে; তজ্জন্য কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে পারে না। মনুষ্য সাধারণতঃ আপন বুদ্ধিশক্তির অনুসারে কোন্ বিষয় বিশ্বাস্য আর কোন্ বিষয় অশ্রদ্ধেয়, তাহার নিরূপণ করে। কিন্তু প্রত্যক্ষই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের শিরোবর্ত্তী; সুতরাং যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা সামান্য বুদ্ধির অগম্য বিষয়েও অবশ্য বিশ্বাস করিতে

পারেন। যাহা হউক, কনষ্টাণ্টাইনকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের একপ্রকার গুরু বলিলেও হয়। কারণ সেই সময়ে এরিয়স নামে একজন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, যীশু খৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত একজন জ্ঞানবান মনুষ্য মাত্র; তাঁহাকর্ত্তৃক বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্যই তিনি গুরু বলিয়া মান্য হইতে পারেন। কিন্তু আথানেসিয়স নামা একজন প্রধান যাজক এই মতের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া যীশু যাহাতে স্বয়ং ঈশ্বরাবতার বলিয়া সিদ্ধ হয়েন, এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টাইন আথানেসিয়সের মতের পোষকতা করেন এবং নীস্ নগরীয় খৃষ্টান যাজক সভাতে (৩২৫ খৃঃ) তাহা একেবারে সপ্রমাণিত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। অদ্যাপি আথানেসিয়সের মতই প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কনষ্টাণ্টাইন রোম নগর হইতে বাইজান্সিয়ম্ নগরে আসিয়া রাজধানী সংস্থাপিত করেন; সেই অবধি উক্ত নগরের নাম কনষ্টাণ্টিনোপল হয়।

কনষ্টাণ্টাইন আপন পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান (৩৩৭ খৃঃ)। অনেকানেক বিবাদের পর তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইলে পরিশেষে জ্যেষ্ঠ কনষ্টানস্তস সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং এরিয়সের মতাবলম্বীদিগকে নিষ্পীড়ন করিতেন। ইহাঁর পরে ইহাঁর ভগিনীপতি জুলিয়ান রাজা হয়েন। জুলিয়ান পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন; কিন্তু রাজা হইয়া তিনি খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এইজন্য খৃষ্টানেরা তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। জুলিয়ান অনেক পড়া শুনা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে জগদ্বিখ্যাত আণ্টোনাইনসের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। জুলিয়ানের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল যে, পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যে প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত হইয়া প্রবল হয়; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সৈন্যগণ জোবিয়ান নামক একজন সেনানীকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। জোবিয়ান খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব নরপতি জুলিয়ানের প্রচারিত কঠিন নিয়ম সকল রহিত করিয়া দিলেন। জোবিয়ানের মৃত্যু হইলে বালেণ্টিনিয়ান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপন ভ্রাতা বালেন্সকে পূর্ব্ব দিকের

অধিকার দিয়া আপনি পশ্চিমদিগ্‌বাসী বন্যজাতীয়দিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেন। বালেন্স এরিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন এবং অপর সকল খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মূল ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মে, পরস্পর বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে তাদৃশ দ্বেষভাব থাকে না। বালেন্স অন্যান্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগের উপর যত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন, প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তেমন নিষ্ঠুরতাচরণ করেন নাই। বালেন্স গথদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

বর্ত্তমান চীন, তাতার এবং স্বাধীন তাতার নামক বিস্তৃত ভূভাগে সেকালে অনেক ভয়ঙ্কর বন্যজাতীয় লোক বাস করিত; মৃগয়া পশু পালনই তাহাদিগের জীবনোপায় ছিল। কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগেরই মধ্যে হন্ নামক একটি জাতি পশ্চিম দিকে পলাইয়া যায়। তাহাতে নীপর এবং ডেনিউব নদীর মধ্যবর্ত্তী অষ্ট্রোগথ জাতীয় লোকেরা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া আরও পশ্চিমাভিমুখে যায়। সেই হেতু ডেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী বিসিগথেরা পরিচালিত হয়, এবং ইহারাই বালেন্স রাজার নিকট আপনাদিগের বাসোপযুক্ত স্থান যাচ্ঞা করে। বিসিগথেরা ডেনিউব নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং এড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সসৈন্য বালেন্স নরপতিকে বিনষ্ট করিল (৩৭৮ খৃঃ)।

এদিকে বালেন্টিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গ্রেসিয়ান রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মণ, অলেমান প্রভৃতি জাতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি গথদিগের অগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র খুল্লতাত বালেন্সের সাহায্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বালেন্সের মরণবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে থিয়োডোস্যস নামা একজন স্পেন দেশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অগষ্টস উপাধি প্রদান করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। থিয়োডোস্যস অনেক যুদ্ধ করিয়া গথদিগকে পরাভূত করিলেন এবং পরিশেষে আপনি কোন অধর্ম্মাচরণ না করিয়াও সমুদায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। ইনি খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এরিয়স মতানুলম্বী খৃষ্টান এবং অবশিষ্ট প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছিলেন। ইনি (৩৭৯ খৃষ্ট) রোম-

রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে দুই দিকের রাজ্যাধিকার দিয়া পরলোক গমন করেন।

একাদশ অধ্যায়।

[আর্কেডিয়স এবং হানোরিয়স—আলারিক—আটিলা—তৃতীয় বালেণ্টিনিয়াস—রিসিমর—রমুলস আগষ্টুলস—উপসংহার।]

থিওডোস্তসের জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্কেডিয়স পূর্ব্ব রাজ্যের এবং কনিষ্ঠ হোনরিয়স পশ্চিম রাজ্যের রাজা হইলেন। ইহাঁদিগের রাজ্যের বিভাগ যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে সামান্যতঃ বিংশতি সংখ্যক পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিমদিকবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পশ্চিম রাজ্য এবং তাহার পূর্ব্বদিকবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পূর্ব্ব রাজ্য সম্ভুক্ত হইয়াছিল। হোনোরিয়স এবং আর্কেডিয়স উভয়েই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা মৃত্যুকালে ষ্টিলিকো এবং রুফাইনস নামক দুই ব্যক্তির প্রতি দুই রাজ্যের সর্ব্বকর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়া যান। ষ্টিলিকো একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধ-নৈপুণ্যও যেমন উত্তম তাঁহার প্রজাপালন রীতিও তেমনি উত্তম ছিল। তাঁহার গুণেই পশ্চিম রাজ্য কিয়ৎকাল রক্ষা পাইয়াছিল। নচেৎ পূর্ব্ব রাজ্যের সম্রাট আর্কেডিয়সের প্রেরিত আলারিক নামক গথজাতীয়-দিগের রাজা এবং রাডাগেস্তস নামক অপর একজন সেই জাতীয় মহীপাল যে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া ইটালী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্যমেই রোম রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত। রাডাগেস্তস যুদ্ধকুশল ষ্টিলিকো কর্ত্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন। আলরিক উপর্য্যুপরি চারিবার ইটালী আক্রমণ করেন। প্রথম দুইবার তিনি অধিক ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু নির্ব্বোধ হোনোরিয়স সুযোগ্য ষ্টিলিকের প্রাণবধ করিলে পর আলরিক পুনর্ব্বার আসিয়া রোম নগর অধিকার করেন (৪১০ খৃঃ)। তৃতীয়বারে তাঁহার সৈন্যগণ রোমনগর বিলুণ্ঠিত ও স্থানে স্থানে অগ্নিদান দ্বারা তাহার কিয়-দংশ ভস্মসাৎ করে। হোনোরিয়সের এবং আর্কেডিয়সের মৃত্যু হইলে তৃতীয় বালেণ্টিনিয়ান এবং দ্বিতীয় থিয়োডোস্তস তাঁহাদিগের স্থলে রাজা হইলেন। তৃতীয় বালেণ্টিনিয়ান হোনেরিয়সের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতা প্লাসি-ডিয়া পুত্রের নামে স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্লাসিডিয়ার সেনাপতি ইস্তস একজন সক্ষম কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি লোক ছিল। সে আফ্রিকা প্রদে-

শের শাসনকর্ত্তা বোনিফেস্সের প্রতি আপন স্বামীনীর সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। সেই হেতু বোনিফেস্স বিরক্ত এবং ভীত হইয়া বাণ্ডাল নামক অসভ্য জাতিকে আহ্বান করে। বাণ্ডালরাজ জেন্সেরিক তৎক্ষণাৎ স্পেন হইতে গিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও বোনিফেস্স আর তাঁহাকে প্রতিগমনে সম্মত করিতে পারিল না।

হন্ নামক একটী মোগল জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে আগমন করতঃ হঙ্গেরী প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা আপনাদিগের রাজা আটিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। আটিলা অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিল। প্রাণিবধে, নগর প্রধ্বস্ত করণে ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রাদি দগ্ধ করায় তাহার বিশিষ্ট আমোদ ছিল। বস্তুতঃ তাহাকে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের অবতার বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিলেও করা যায়। লোকে বলিত যে, যে ভূমি আটিলার অশ্ব ক্ষুরাগ্রে ক্ষত হয়, তথায় তৃণাদি কিছুই জন্মে না। আটিলা বিকটদর্শন হন্ জিপাইড়ি, হৈরুলি, সুইবী প্রভৃতি বিবিধ অসভ্য জাতীয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া যেমন ঝঞ্ঝাবায়ু সম্মুখস্থিত অট্টালিকা, গৃহ, বৃক্ষাদি সমুদায় বিনষ্ট করিয়া যায়, সেইরূপ গল প্রদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিল। তথায় রোম সেনাপতি ইস্তস এবং বিসিগথদিগের রাজা থিয়োডোরিক তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। থিয়োডোরিকের সাহস এবং ইস্তসের কৌশল মিলিত হওয়াতে সালন্সের যুদ্ধে আটিলা পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল (৪৫১ খৃঃ)।

কিন্তু আটিলা পরবর্ষেই আবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার ভয়ে অনেক লোক পলায়ন করিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের কতিপয় দ্বীপে গিয়া বাস করে। তাহাতেই বর্ত্তমান বিনিস নগরের প্রথম সূত্রপাত হয়। রোম সম্রাট্ তৃতীয় বালেন্টিনিয়ান আটিলাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া প্রতিগমনে সম্মত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট্ স্বহস্তে আপন সুযোগ্য সেনাপতি ইস্তসের প্রাণবধ করেন; কিন্তু অত্যল্প দিবসের মধ্যেই মাক্সিমস্ নামক ব্যক্তির হস্তে স্বয়ং হত হয়েন। মাক্সিমস্ রাজা হইয়া বলপূর্ব্বক পূর্ব্ব সম্রাটের পত্নী য়ুডোক্সিয়াকে বিবাহ করিলে য়ুডোক্সিয়া বাণ্ডালরাজ জেনসরিককে ইটালীতে আহ্বান করেন। তিনি অনেক রণতরীযোগে রোমে উপস্থিত হইয়া সেই

নগর লুণ্ঠন ও মাক্সিমসের প্রাণবধ করেন এবং য়ুডোক্সিয়াকে কনষ্টান্টিনোপলে সসম্মানে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে রিসিমর নামক একজন সেনানী অত্যল্প পরাক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছাতঃ একে একে বহু ব্যক্তিকে রাজাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মেজোরিয়ান নামে একজন রাজা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া আফ্রিকা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে অস্থিমিয়স নামে আর একজন রাজা পূর্ব্ব সম্রাট্ লিয়োর সহায়তায় কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়াছিলেন; কিন্তু রিসিমরের সহিত বিবাদ করিয়া তিনি বিনষ্ট হয়েন। ইহার পর রিসিমরের মৃত্যু হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে রমুলস অগষ্টুলস নামে একটী অল্পবয়স্ক অক্ষম ব্যক্তি নিজ পিতা আরেষ্ট্রীসকর্ত্তৃক রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠাপিত হয়েন। কিন্তু অসভ্য জাতীয় সেনাগণ তাঁহার স্থানে প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা ওডোয়াসর নামক হেরুলী জাতীয়দিগের রাজাকে রাজ্য প্রদান করিল। রমুলস অগষ্টুলস তাঁহার বৃত্তিভুক্ হইয়া স্বেচ্ছাতঃ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন (৫৭৬ খৃঃ)। সেই অবধি রোমীয় পশ্চিম সাম্রাজ্যের শেষ হইল এবং কেবল পূর্ব্ব রোমরাজ্য বিদ্যমান রহিল। এই রাজ্যও ক্রমশঃ ক্ষীণবল ও অঙ্গহীন হইতে থাকে। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীজাতীয়েরা ইহার রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া লয়। তদবধি পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যও লোপ প্রাপ্ত হয়।

এই অধ্যায়ে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইল, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রাচীন রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় দেশের ধর্ম্ম-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যে দেশে যে জাতীয় লোক বাস করিত, ক্রমে তাহারাও নষ্ট হইয়া নূতন নূতন জাতি তথায় অবস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে আর সে ভাষা নাই; শাসন-প্রণালী যেরূপ ছিল, আর তাহা নাই, সকলই ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য ইহার পরবর্ত্তী সময়াবধি যে ইতিবৃত্ত লিখিত হয়, তাহা নব্য বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইতিবৃত্তের উত্তর খণ্ড যদিও পূর্ব্ব খণ্ড হইতে অনেকানেক বিষয়ে ভিন্ন বটে, তথাপি পূর্ব্ব খণ্ডের সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তাহার কারণ এই যে, যদি কোন অসভ্য জাতি কোন অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতিকে পরাজিত

করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করে, তবে তাহারা অবশ্যই সেই বিজিত সভ্য লোকদিগের রীতি নীতি অনুকরণ করিয়া থাকে। কোন স্থলেই এই ঐতিহাসিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং রোমসাম্রাজ্য অসভ্যজাতিদিগের অধিকৃত হইলেও উহার সভ্যতা তাহাদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে অবস্থাপন্ন হইয়া আছে, পূর্ব্বে তদ্দেশে রোমীয় অধিকার প্রবল না থাকিলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না। ইউরোপের লোকেরা এক্ষণে অধিকাংশই এক ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদিগের ভাষাও অনেকাংশে পরস্পর সদৃশ, তাহাদিগের পরিচ্ছদাদিরও অনেক মিল আছে, তাহাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালীও নিতান্ত বিসদৃশ নহে। সুতরাং ইউরোপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু জাতীয় লোকের নিবাসভূমি হইয়াও অনেকাংশে একই রাজ্যের ন্যায় হইয়া আছে। এসিয়াখণ্ডের পূর্ব্ব দক্ষিণাঞ্চল সমুদয় ভারতবর্ষ প্রভৃত বৌদ্ধধর্ম্মের শাসনে অনেকাংশে সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ঐ খণ্ডে দক্ষিণ পশ্চিমাংশ মুসলমান ধর্ম্মের এবং আরব জাতীয় জেতৃবর্গের প্রভাবে অনেকটা একতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতীয়দিগের যতটা সম্মিলন এবং পরস্পর সাদৃশ্য জন্মিয়াছে, এসিয়া খণ্ডে ততটা সম্মিলন জন্মে নাই। চীনীয় এবং আরব এই দুই জাতীয় লোকের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সাদৃশ্য অনুভূত হয় না; কিন্তু ইউরোপের এমন কোন দুইটী জাতি দৃষ্ট হয় না, যাহারা পরস্পর তাদৃশ ভিন্ন ভাবাপন্ন। অতএব যদি কোন সময়ে সমুদয় পৃথিবীর লোকে একমতাবলম্বী, একমতানুগামী, এক ভাষা ভাষী হইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ পরিহারপূর্ব্বক সচ্ছন্দে নিবাস করিবে, এবং কেবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানব-জন্মের সফলতা সাধন করিতে পারিবে, এমন সম্ভব হয়, তবে রোমীয়েরা যে সেই শান্তিময় সম্মিলনের কাল নিকটে আনয়ন করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং তাহার একটী প্রধান 'সোপান' প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে।

সমাপ্ত।